সেহেলী সাবরীন
ফ্লোরিডায় পরবর্তী
কনসাল জেনারেল
পৃষ্ঠা ২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
2 May 2024, Thursday, 8th Year, Issue 372, 40 Pages

গাজা নীতির বিরোধিতা
করে মার্কিন পররাষ্ট্র
দপ্তরের মুখপাত্রের
পদত্যাগ পৃষ্ঠা ৩০

২ মে ২০২৪, ২২ বৈশাখ ১৪৩১, ২৩ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৩৭২, পৃষ্ঠা: ৪০

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল আমেরিকা

গাজায় ইসরাইলের নৃশংস হামলার জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে টেক্সাস পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন ছাত্র আন্দোলন কেউ দেখেনি। গাজায় ইসরাইলের ক্রমাগত হামলার জের ধরে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও তাঁবু খাটিয়ে শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। ক্যাম্পাস পুলিশের সাথে সিটি পুলিশ যুক্ত হয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলছে। তাঁবু ভেঙ্গে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। গণ গ্রেফতার করা হচ্ছে।

■ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ক্যাম্পাসগুলোতে বহিরাগত প্রবেশ করে উসকানি দিচ্ছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ক্যাম্পাসগুলোতে বহিরাগত প্রবেশ করে উসকানি দিচ্ছে। কোথাও কোথাও ইসরাইল সরকারের সমর্থনেও কিছু শিক্ষার্থীদের মাঠে দেখা গেছে। কারো কারো হাতে ইসরাইলের পতাকা। যদিও বিপুল সংখ্যক ইহুদি শিক্ষার্থীদেরও বিপণন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আন্দোলনে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

নর্থ ক্যারোলাইনা
বন্দুকধারীদের হামলায় তিন পুলিশ নিহত

ডেস্ক রিপোর্ট

নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে বন্দুকধারীদের হামলায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও চারজন। ২৯ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় শ্যারোলেট শহরে এই

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

অন্তিমযাত্রার পরিকল্পিত প্রস্তুতি প্রবাসীদের

বাংলাদেশ সেমিট্রি

রুদ্র মাসুদ

সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে একজন মানুষ একা অথবা পরিবারের সাথে পা রাখে আমেরিকায়। একা মানুষটির পরিবার হয় আর পরিবারটির পরিসর দিনদিনে আরো বাড়ে। একটা সময় বড় কমিউনিটি তৈরী হয়, নিজেও যুক্ত হয় নানান আয়োজনে। নানা চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও বেশীরভাগ

■ ১২৬ একর ভূমিতে ৩টি ধাপে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

■ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের নিজস্ব মালিকানায় প্রথমবারের মতো এ সেমিট্রি ও ফিউনারেল হোম প্রকল্প।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

দুই বাংলাদেশি নিহত
বাফেলোতে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ, ভীত ও বিচলিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাফেলোতে দুর্বৃত্তের গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হওয়ার ঘটনায় বাফেলোতে বসবাসরত বাঙালিরা ক্ষুব্ধ ও ভীত বলে জানা গেছে। ২৭ এপ্রিল শনিবার দুপুরের মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবীতে গত রোববার বাফেলোর ব্রডওয়ে ফিলমোরের বাফেলো মুসলিম সেন্টারে শত শত বাঙালি জড়ো হয়েছিলেন। দুই সন্তানের জনক আবু সালেহ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং সাত সন্তানের জনক বাবুল মিয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বিজ্ঞাপন আমেরিকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় চলছে অস্থিরতা। প্রধান প্রধান শহরে বাড়ি ক্রয় অনেক কঠিন হয়ে উঠেছে। গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবসায়ী বদরুল চৌধুরি তাঁর গাড়িতে এ নিয়ে বিজ্ঞাপন সাজিয়েছেন। নিউইয়র্কের কুইন্স ভিলেজ এলাকা থেকে ছবি তুলেছেন মনজুরুল হক।

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224

One of the top immigration law firms in the USA
raju law
আপনি জানেন কি?
আমেরিকায়
আসার এক বছরের
মধ্যে যেকোনো সময়
অ্যাসাইলাম
আবেদন করতে
পারবেন
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Rachael Eva Warner Gilburd, Esq.
Ericline M. Williams, Esq
Stephanie Mazzotta, Esq.
John P. Yun, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
Head Office (Washington DC)
301-919-3610
Branch Offices
Los Angeles
323-499-5815
213-729-9345
GEORGIA
770-655-9166
458-272-5793
BANGLADESH
01602-270365
01760-697648 (F-1)
01728-383454 (F-1)
934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি
Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:
• চিকিৎসা সেবা
• ভিজিটিং নার্স
• দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
• শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
• বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
• প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
• বিনোদন ও আহার
• পরিবহন এবং অন্যান্য!
সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**
আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org
*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।
H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali
বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!
I AM VERY UPSET
I AM VERY ANGRY
+1 347 279 8366 , +1 347 476 7522,
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Bring your Product from Bangladesh to USA with Very affordable Price
Bangladesh to USA

তাজউদ্দিন, সিপিএ পি.সি
TAJUDDIN CPA P.C
TAX AUDIT BUSINESS
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ :
ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
সেল্ফ এমপ্লয়েড (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভার)
একাউন্টিং বুককিপিং, পেরোল, ডব্লিও টু,
করপোরেশন ওপেন।
Phone:
917-353-9026
646-744-4292
আবুনাসের তাজউদ্দিন
সিপিএ এমএস
37-11 74Th Street Floor 2, Suite R1
Jackson Heights NY 11372
Email: atajuddincpa@gmail.com
Web : tajuddincpa.com
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful

RICHMOND HILL JAME MASJID & ISLAMIC CENTER

125-09 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418 ♦ Tel: 718-847-0618

April 25 2024

ORGANIZING COMMITTEE (2024-2025)

PRESIDENT: TALUKDER S AHMED

VICE PRESIDENT:

1) SHOAB HUSSAIN
2) AHMED FORAZ
3) KAMRUL HUDA
4) MD MOSTAFA

GENERAL SECRETARY: HASSAN IMAM

JOINT SECRETARY: SK ABDULLAH MANIK

TRESURER: MD GOLAM SAKLAYEN

JOINT TRESURER: MAHMUDUL KHAN

PUBLICITY SECRATARY: MURAD AHMED

EXICUTIVE MEMBERS:

1. MOHAMMED A MAZID
2. TUFAEL A CHOUDHURY
3. MIR MAHBUBUL HOQUE
4. MOHAMMED ABUL BASHAR KHAN
5. IDRIS ALI
6. ASHRAFUL ALAM
7. MD MAHFUZUR RAHMAN
8. MOHAMMAD ZOYNAL AHMED
9. KAZI T HOSSAIN
10. AHMED ATIQ IQBAL
11. ARUP SIDDIQUE

M.A.MAZID
President

RICHMOND HILL JAME MASJID AND ISLAMIC CENTER
125-09 Jamaica Avenue
Richmond Hill, NY 11418

Hassan Imam
Secretary

সম্পাদকীয়

মে দিবস ও বাংলাদেশে সামাজিক শ্রম বিন্যাস

আসিতেছে শুভদিন, দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ! হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়, পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়, তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি... কুলি-মজুর কবিতায় কবি নজরুল এভাবেই করেন শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা। মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে প্রতি বৎসর আমাদের সামনে হাজির হয়। হাজির হয় কর্ম বিরতি নিয়ে, জাতীয় ছুটি নিয়ে। আর! আর হাজির হয় শ্রমিকের অধিকারের বার্তা নিয়ে। হাজির হয় যাদের শ্রমে ঘামে তৈরি তৈরি এই মানবসভ্যতা তাদের মানবাধিকার নিয়ে।

বিশ্বে বর্তমানে মোট ২০৬ টি দেশ রয়েছে। অথচ শ্রমিকদের সম্মানে মে দিবসে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালন করে বিশ্বের মাত্র ৮০টি দেশ। বিশ্বের ৯০টি দেশে সরকারিভাবে মে মাসের প্রথম দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। মিছিল, সভা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় মে দিবস। শ্রমিকদের অধিকার ও দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। প্রতি বছর কাজের পরিবেশ আরও ভালো করা এবং ট্রেড ইউনিয়নকে আরও শক্তিশালী করার দাবিতে বিশ্বজুড়ে এদিন নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি হতে দেখা যায়। শুরুর দিকে এই দিবসটি বিভিন্ন সামাজিক ও সমাজতান্ত্রিক সংস্থা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো পালন করতো। বাংলাদেশে দশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সী তরুণ এখন মোট জনসংখ্যার শতকরা তিরিশ ভাগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামোতে এমন পরিবর্তন এসেছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা একে 'জনসংখ্যার লভ্যাংশ' বলেছেন। বাংলাদেশে এখন অন্যের উপার্জনের ওপর নির্ভর করা মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। প্রতি তিনজনের দুজনই উপার্জন করে। এ অবস্থা আরও তিরিশ বছর থাকবে। এ সময় যদি যুব জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন বিনিয়োগ না করা হয় তা হলে জনসংখ্যার লভ্যাংশ থেকে বাংলাদেশ খুব বেশি লাভবান হবে না।

দেশকে ভেতর থেকে বদলাচ্ছেন শ্রমিক ও কৃষকরা। নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজি প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদকে লুটপাট এবং দখল করে তছনছ করছে। দেশের অর্থনীতির ভারসাম্য ধরে রাখছেন শ্রমিকরা। পরিবর্তনের চালিকা হিসেবে ভূমিকা রেখে তারাই দেশের অর্থনৈতিক চিত্র বদলাচ্ছেন। দেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস পোশাক শিল্প। প্রায় ছত্রিশ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন এখানে। শতকরা আশি ভাগের বেশি রপ্তানি আসে শুধু এ একটি খাত থেকে।

দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে যারা অবদান রাখছেন, তাঁরা প্রবাসী শ্রমিক। সাতষট্টি লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন বিভিন্ন দেশে। তাঁদের পাঠানো আয়ের ওপর নির্ভর করে দেশে আর্থিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রয়েছে। গত বছর এ খাতে আয় হয়েছে এক হাজার চুরাশি কোটি ডলার।

আর ষোলো কোটির দেশটিকে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে রেখেছেন যারা, সেই কৃষকদের শ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে সরকারের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। অথচ শ্রমিকদের জীবনই এ দেশে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। স্বাস্থ্যহীনতার ঝুঁকি তো তাদের প্রায় নিয়তির মতো, সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুঝুঁকি। প্রবাসী শ্রমিকরাও যথেষ্ট নিরাপদ নন। যেসব দেশে তাঁরা যাচ্ছেন, সে সব দেশের আইনকানুন ভালো করে বুঝে চলার মতো শিক্ষা তাদের অনেকেরই থাকে না। যে জন্য প্রবাসে প্রায়ই বিপদে পড়তে হয়। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ঝুঁকিমুক্ত না হলে সামনের সময়ে দেশের অর্থনীতিও ঝুঁকিমুক্ত হবে না। বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাওয়ার যে ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তার গতি সচল রাখতে দেশের ভিত্তি যারা মজবুত করছেন, তাদের জীবনমান বাড়াতে না পারলে যত ভালো প্রতিবেদনই আসুক তা কাগুজে দলিল হয়েই থাকবে।

একুশ শতকের শুরু থেকে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এ পরিবর্তনকে আরও স্পষ্ট করেছে। শারীরিক শ্রমের বড় এক অংশ দখল করে নিয়েছে প্রযুক্তি। অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার জায়গায় সেবা খাতের ব্যাপক বিস্তৃতি মানসিক শ্রমের পরিসর বাড়িয়ে শ্রমিকের প্রচলিত সংজ্ঞায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। এসব পরিবর্তন সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসকে প্রভাবিত করে। যে মধ্য শ্রেণি অস্থির ও দোদুল্যমান এবং অব্যাহতভাবে ওপরের শ্রেণিতে ওঠা এবং নিচে নামার প্রক্রিয়ায় থেকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় থাকে, সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার এখন শ্রমিক শ্রেণির তুলনায় বিশাল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার পঁয়ষট্টি ভাগের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে। সামনের বিশ বছরে দেশকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নেওয়ার জনসংখ্যা সুবিধা ধারণ করছে এরা। পাশাপাশি এও বলেছিলেন, এ বিপুল তারুণ্য শক্তি মতাদর্শ বা মূল্যবোধের দিক থেকে বিভ্রান্তিতে জড়ালে এরাই ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শতকরা ষাট ভাগ তরুণ কর্মহীন অথবা স্কুলবিমুখ। এদের চাকরির সম্ভাবনা ক্ষীণ, যে কাজ তারা করে তা খুবই নিম্নমানের। পঞ্চাশ কোটিরও বেশি তরুণ দিনে দুই মার্কিন ডলারের কম উপার্জন করে। বলা হয়েছে, তরুণরা যে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করবে, তা বর্তমান অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক হতে হবে। শিক্ষা যেন তাদের উদ্ভাবক, চিন্তাবিদ বা সমস্যা সমাধানকারী হতে সক্ষম করে তোলে সেদিকে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার লভ্যাংশ-এর তরুণদের সবাই কি এই শিক্ষা, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন? এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে মে দিবস সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির প্রধান দাবি ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলেও বেসরকারি খাতে এখনও ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবসের সুফল পায়নি। নিম্ন মজুরির ফাঁদে শ্রমজীবী মানুষকে আটকে ফেলা হয়েছে। শ্রমিকরা এখন বাধ্য হয় ওভার টাইম করতে। কারণ তা না করলে সংসার চালানো অসম্ভব।

কার্ল মার্ক্স তাঁর 'উদ্বৃত্ত মুল্যতত্ত্ব' এ হিসাব করে দেখিয়েছেন, মালিকের মুনাফা বাড়ানোর পথ। শ্রমিকের শ্রম, সময় আর যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো। ফলে কর্মঘণ্টা বাড়ছে, বাড়ছে উৎপাদন। আর তাঁর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব। প্রতি বছর ২০/২২ লাখ তরুণের মাত্র দুই লাখের মতো কর্মসংস্থান রাষ্ট্র করতে পারে। কয়েক লাখ লোক পাড়ি জমায় বিদেশে। আর বাকিরা দেশে কোনোমতে কাজ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের ৬ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমজীবীর ৩ কোটি কৃষিখাতে, ৫০ লাখ শ্রমিক গার্মেন্টসে, ৩০ লাখের বেশি নির্মাণ খাতে; ৫০ লাখ পরিবহন খাতে; ১০ লাখের বেশি লোক বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত বলে জানা যায়। প্রতি বৎসর আসে মে দিবস। আমরা সকলেই যেন দিবসটি পালন করি সরকারি ছুটি হিসেবে। শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমিক সংগঠনসমূহ মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনেকটা দায়সারাভাবে দিবসটি পালন করে থাকে। দেখে মনে হয় এ যেন উৎসব, অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা এখানে বিরল।

মুসলমানরাই মোদির শেষ ভরসা?

ভারতের নির্বাচন

সেলিম খান

ভারতে লোকসভা নির্বাচনে প্রথম পর্বের ভোটের পর পুরো চালচিত্রটা বদলে গেছে। বিশেষ করে শাসক দল বিজেপির জন্য। এই বদলের একটা বড় কারণ বলা হচ্ছে, ভোট পড়ার হার আগেরবারের তুলনায় কম হওয়া। এটা শাসক দলের প্রধান মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড অমিত শাহকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। চিন্তার কারণ এখানে যে, এতদিন কেন্দ্র ও রাজ্যে যে সাফল্য পেয়েছে, তার সবটা কৃতিত্বই নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। ফলে এবার যদি খারাপ করে তাহলে দোষের ভাগীদারও হবেন একমাত্র তিনি। আর যে ইতিহাস তৈরির রূপকল্প ইতিমধ্যে তাঁর সহযোগীরা তৈরি করে রেখেছেন, তা হয়তো অন্যভাবে লেখা হবে। শুধু অত্যাচারিত বিজেপি-বিরোধীরা নন, বিজেপির মধ্যে অনেকে ঘাপটি মেরে বসে আছেন এই সুযোগের অপেক্ষায়।

এ জন্য হঠাৎ করেই বদলে গেছে নির্বাচনী জনসভায় ভোটারদের উদ্দেশ্যে দেওয়া নরেন্দ্র মোদির ভাষণ। যা হোক, শুরুটা বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহার দিয়ে করা যাক। ২০২৪-এর ভারতের শাসক দলের ইশতেহারের প্রচ্ছদে বিজেপি নামের উল্লেখ খুব ছোট করে লেখা আছে। এর নামকরণ করা হয়েছে 'মোদি কি গ্যারান্টি'; নিচে ছোট করে লেখা আছে 'ফির এক বার/ মোদি সরকার'। অর্থাৎ সবটাই মোদিময়, ইশতেহারে বিষয়টি স্পষ্ট। অতএব দায় তো আসবেই। আর ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার সবকিছুর জন্য কংগ্রেসকে দুষলে কেউ তা পাত্তা দেবে না, এটাই দস্তুর।

তবে 'মোদি কি গ্যারান্টি' নামের এই ইশতেহারে কোথাও দ্রব্যমূল্যের রাশ টানার, বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, বিতর্কিত এনআরসি (নাগরিকত্ব বিষয়ক আইন), কাশী-মথুরার মন্দির–এসব কিছু নেই। রামমন্দিরের কথা থাকলেও তেমন উল্লেখ করার মতো নয়। বিজেপির পিতৃ-সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ণের ওপর মোদি সরকারকে চাপ দিচ্ছে দীর্ঘদিন। কিন্তু 'মোদি কি গ্যারান্টি'-তে তা কানে তোলেনি বিজেপি। বরং ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবার্ষিকীতে দেশ কোথায় যাবে, আছে তারই স্বপ্নকথা। এসব দেখে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভাবছিলেন, বিজেপি হয়তো তার চিরাচরিত উগ্র হিন্দুত্ববাদের লাইন থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথম পর্বের ভোটের আগে নরেন্দ্র মোদির ভাষণগুলো শুনুন। এইসব স্বপ্নকথাই পাবেন। তার মাঝে একটু–আধটু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, রামমন্দির—এই আরকি!

কিন্তু প্রথম পর্বের পর কী যে হলো, সবকিছু বদলে গেল এক লহমায়। এর জন্য শুধু ভোটারের কম উপস্থিতিকে দায়ী করলে ভুল হবে। কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলোকে এ জন্য অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হবে। তারা তাদের পুরো নির্বাচনী প্রচারকে সাধারণ মানুষের কাছে জীবনমুখী করে তুলতে পেরেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন দাম, অসহনীয় বেকারত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা, বাবাসাহেব আম্বেদকারের প্রণীত সংবিধান পাল্টে ফেলার অপতৎপরতা—এসবই তুলে ধরছে তারা। তাদের প্রচারে কোথাও মোদির সরকারের দুর্নীতি, রামমন্দির, কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ—এসব কিছুই নেই। বরং তারা এটা মানুষকে কিছুটা হলেও বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইন্ডিয়া জোট করাই হয়েছে, ভারতের সংবিধানকে বাঁচাতে, সাধারণ মানুষের কষ্ট একটু হলেও লাঘব করতে, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নয়। এক্ষেত্রে দিল্লি ও পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টির সরকার, কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন জনমুখী নীতি প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ না করে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরার পরামর্শ কংগ্রেসকে দিয়েছেন তাদের ভোট পরামর্শক সুনীল কানুগোলু। ২০১৯-এ মোদিকে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' আখ্যায়িত করে দেওয়া রাহুলের বয়ান হিতে-বিপরীত হয়েছিল।

সুনীলের দাওয়াই যে কাজে দিয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির শীর্ষ নেতাদের প্রতিক্রিয়ায়। তাঁরা আবার ফিরে গেছেন আগের রূপে, স্বমহিমায়। আরফা খান শেরওয়ানি নামে দ্য ওয়্যারের একজন সাংবাদিক এটাকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি বা আরএসএস যখন কোনো বড় বিপাকে পড়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পায় না, তখনই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে মন্দির, মুসলমান, কাশ্মীর ও পাকিস্তান। এই ন্যারেটিভই তাদের পরশপাথর, যা চরম বিপদে তাদের উদ্ধার করে। আসলে উন্নয়ন, অগ্রগতি—এসব দিয়ে আর যাই হোক বিজেপির ভোট হয় না। তাই বিভাজনের রাস্তায় না হেঁটে অভাজন হওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা টিম মোদি দেখাবে না।

গত ১৯ এপ্রিল প্রথম পর্বের ভোট হয়েছে। ২১ এপ্রিল রাজস্থানের বাঁশোয়াড়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় নরেন্দ্র মোদি কোনো রাখঢাক না করেই দাবি করলেন, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অতীতে বলেছিলেন, দেশের সম্পদে সর্বাগ্রে অধিকার মুসলমানদের। সেই কারণে সমীক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। যাতে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ মুসলমান ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যায়।' এখানে শেষ নয়। বৃহত্তর হিন্দু মনস্তত্ত্বে 'মুসলমান ভয়' ঢোকানোর কৌশল মোদির চেয়ে খুব কম বিজেপি নেতাই ভালো জানেন। সে কারণে ওই জনসভায় তিনি টার্গেটই করলেন উপস্থিত নারীদের। বললেন, 'কংগ্রেসের ইশতেহারে বলা হয়েছে, সবার ধনসম্পত্তি কেড়ে নেবে তারা। তারপরে সেসব সম্পদ তাদের মধ্যে বিতরণ করবে, যাদের বাচ্চাকাচ্চা বেশি। আপনারা বুঝে নিন কাদের কথা বলছি। এসব শহুরে নকশালদের কথা, যাদের কথায় চলে কংগ্রেস। অর্থাৎ, কংগ্রেসের হাতে মা-বোনেদের মঙ্গলসূত্র (যে হার বিবাহিত হিন্দু নারীরা পরেন এবং একে শুভ বলে মনে করা হয়) নিরাপদ নয়। তারা তা কেড়ে নেবে। তারপর সেসব কাদের কাছে বিলি করে দেওয়া হবে? অনুপ্রবেশকারীদের কাছে বিলি করে দেওয়া হবে। আপনারা কি তা হতে দেবেন?' এরপর উত্তর প্রদেশের আলিগড়সহ একাধিক স্থানে মোদি একই কথা বারবার বলে চলেছেন। ওইসব জনসভায় মোদি একাধিকবার ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে তাতে উপস্থিত লোকজনকে তাঁর সাথে গলা মেলাতে বলেছেন। অথচ ভারতের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ধর্ম, জাতপাতসহ কোনো কিছুর ভিত্তিতে ভোট চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এটা কি মোদির বিরোধীপক্ষ জানে না? তারা কী করছে? কংগ্রেস ইতিমধ্যে মনমোহন সিংয়ের ২০০৬ সালে দেওয়া বক্তব্যের ১ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। এতে প্রমাণ হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি একেবারেই অসত্য বলেছেন। মোদির ভাষণের রেকর্ড নিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছে। তাদের ৪৮ পৃষ্ঠার ইশতেহারে কোথাও যে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়ার কথা বলা নেই, সেটা তারা স্পষ্ট করেছে। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ও অন্য দুই কমিশনার নির্বিকার। তাঁদের কাছে ভারতের হাজার হাজার নাগরিক চিঠি লিখে বলেছেন, মোদি কংগ্রেস ও মুসলমানদের নিয়ে জনসভায় যা বলেছেন, তা ভয়ঙ্কর। মুসলমানদের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আক্রমণ করেছেন। কমিশন ব্যবস্থা না নিলে তা এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বশাসনের চরিত্রকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। সামাজিক মাধ্যমে অবশ্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করেন, এই কমিশনে প্রয়াত প্রধান নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশনের দেহভস্মটুকুও নেই।

অনুপ্রবেশকারীদের বাচ্চাকাচ্চা বেশি বলে প্রধানমন্ত্রী মোদি যে উপহাস করেছেন, তার জবাব দিয়েছেন যুব কংগ্রেস নেতা শ্রীনিবাস। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে মোদির বংশলতিকা তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদির পিতামহের ছয় পুত্র। তাঁদের মধ্যে মোদির বাবা দামোদরদাসের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। তাই অন্যের সন্তান সংখ্যা নিয়ে মোদির কটাক্ষ নেট দুনিয়ায় হাসির উপলক্ষ তৈরি করেছে। এমনকি বিবাহিত হিন্দু নারীদের কাছে পবিত্র মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়ার কথা বলায় নেটিজেনরা এ প্রশ্ন তুলছেন, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মঙ্গলসূত্র রক্ষা করতে পারেন না, তিনি অন্যদের নিয়ে কথা বলেন কীভাবে? উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদি যশোদাবেন নামে একজন নারীকে বিয়ে করলেও কখনো সংসার করেননি। এমনকি তাঁদের ছাড়াছাড়িও হয়নি।

অন্যদিকে এর চেয়ে অনেক ছোট অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস জোটের সঙ্গী শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরেকে দুই দফা নির্বাচনী আচরণ বিধি ভাঙার অভিযোগে নোটিশ দিয়েছে। উদ্ধব নোটিশের কোনো জবাব দেননি। তিনি সাংবাদিকদের ডেকে শুধু মোদির ভাষণের বিতর্কিত অংশ শুনিয়ে দিয়ে উঠে গেছেন।

এদিকে বিজেপি নেতা ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরেকগুণ বাড়া। উত্তর প্রদেশে এক জনসভায় তিনি বলেই ফেলেছেন, কংগ্রেস ও তার শরিক দলগুলো সরকার গঠন করলে তারা ভারতে শরিয়া আইন চালু করবে। ২১ এপ্রিল মোদির বক্তব্যের পরই বিভিন্ন স্তরের বিজেপি নেতারা ভারতের ২০ কোটি মুসলমানকে টার্গেট করে বিদ্বেষী বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন। অন্য একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে খানিকটা।

ভারতে প্রথম দুই পর্বের ভোট পড়েছে শুক্রবার। স্বাভাবিকভাবে বিজেপি নেতৃত্ব ধরে নিয়েছিলেন, এদিন জুম্মার প্রস্তুতি ও নামাজের জন্য অনেক মুসলমান ভোট কেন্দ্রে হয়তো যাবে না বা যাওয়ার সময় পাবে না। কিন্তু উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ভোট কেন্দ্রগুলোতে দেখা যায়, পাঞ্জাবি ও টুপি পরা ভোটারের দীর্ঘ লাইন। এ থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁরা ভোট নষ্ট করতে চাননি। ফলে নামাজ পড়েই দলে দলে ভোট দিতে হাজির হয়েছেন। আর এরা কেউই যে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য আসেননি, এটা তো ওই দল জানে। সে কারণে ভোট কেন্দ্রগুলোতে হঠাৎই ভোটারদের নিরুৎসাহিত করতে লাইনে ভোটার কার্ড চেক করা শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। অথচ নির্বাচনী কর্মকর্তা ছাড়া কারও ভোটার কার্ড যাচাই করার কোনো অধিকার নেই। এসব কেন্দ্রের ভিডিও মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতে থাকে। ২০ কোটি মুসলমানের মধ্যে ভোটাররা যদি এভাবে দলে দলে ভোট কেন্দ্রে আসে এবং নিজেদের নেতা-কর্মীরা ঘরে বসে থাকে, তাহলে তো সত্যিই বিজেপি নেতাদের চিন্তিত হওয়ারই কথা।

ফলে মুসলমানরাই শেষ পর্যন্ত বিজেপির অন্তিম ভরসার স্বপ্নগাথা তৈরি করতে নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে সাহায্য করেছে। 'আর বার চার শ পার'–এই কথার ঢক্কানিনাদে বিজেপির নেতা-কর্মীরা ধরেই নিয়েছিলেন জয় তো হাতের মুঠোয়। তাহলে এই গরমে কষ্ট করার দরকার কী? এতে আত্মতুষ্টি যেমন আছে, তেমনি ১০ বছরে না-পাওয়ার কারণে অনীহাও যোগ হয়েছে। হিন্দিভাষী অঞ্চল, যা গো-বলয় নামে পরিচিত, সেখানে অধিকাংশ রাজ্যে গত ১০ বছর ধরে ডবল ইঞ্জিন সরকার (কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি শাসন) চলছে। ফলে চাকরি, ব্যাংকঋণ, ফসলের দাম, উচ্চশিক্ষার খরচ বৃদ্ধি—এসব নিয়ে কাকে দোষারোপ করবেন বিজেপির সাধারণ নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা? ঘুরেফিরে দোষ তো বিজেপির ঘাড়েই আসে। আরও ছয় পর্বে ৪৪১টি আসনে নির্বাচন বাকি। তার আগে এই নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে একমাত্র দাওয়াই ধর্মীয় বিদ্বেষের কালো মেঘকে আরও গাঢ় করা। সাথে আমরা আর তারা (অনুপ্রবেশকারী)-র বিভাজনকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া।

প্রথম দফার ভোটের পর দিল্লিতে ২১ এপ্রিল গভীর রাতে বৈঠকে বসেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা ও দলের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ। তাঁরা একের পর এক রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের ভিডিও কলে যুক্ত করেন। এই ই-মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা ছিল—ভোট কেন কম পড়েছে ও দলের নেতা-কর্মীরা কোথায়। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাত কাটান নাগপুরে, যা আরএসএস-এর সদরদপ্তর বলে পরিচিত। সেখানে আরএসএস-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সাথে কথা বলে অনুমতি নিয়ে এই ধর্মীয় বিভাজনের লাইনে মোদি হাঁটতে শুরু করেন বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। আর তাঁকে অনুসরণ করছেন অন্য বিজেপি নেতারা। এই দাওয়াইয়ে বিজেপির আসন সংখ্যা চার শ পার হবে, না ২৭২-এর নিচে নামবে, তা ৪ জুনই বলে দেবে। তবে আগামীকাল শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল এর প্রথম পরীক্ষা।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

আর্থিক খাতে তারল্যসংকটের কারণ

আব্দুর রাজ্জাক

দুর্নীতি বন্ধ করতেই হবে। দুর্নীতি শুধু একজনের পকেটের পয়সা অন্যজনের পকেটে যায় না, তারল্যসংকট সৃষ্টি করে, রিজার্ভে ঘাটতি ঘটায়। বিভিন্নভাবে পাচার হয়ে বিদেশে চলে যায়। সোনাসহ জমি ও সম্পদের মূল্য বেড়ে যায়।

বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্যাংকসহ সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তারল্যসংকট চলছে। সচেতন মানুষ যাঁদের আর্থিক সংগতি কিছুটা ভালো, সেই সব মানুষজন ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থের সংকট রয়েছে। অনেকেই আমার কাছে বলেছেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিনই দু-একটি টেলিফোন পান, সব প্রতিষ্ঠানের একই কথা—আমাদের সক্ষমতা ভালো, আপনার সঞ্চয়ী অর্থ আমাদের প্রতিষ্ঠানে জমা রাখুন। সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় লভ্যাংশের হিসাবটাও। প্রতিদিন ঘন ঘন এই সব টেলিফোন পাওয়ার অর্থ তাদের তারল্যসংকট প্রকট।

এই তারল্যসংকটের কারণ কী? যদি আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব, বাজারে যে পরিমাণ মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চালনায় রেখেছে, তাতে তারল্যসংকট হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারপরও সংকট প্রবল হচ্ছে, উচ্চ সুদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানতের আহ্বান জানাচ্ছে।

কেন এই তারল্যসংকট? চলুন জানি। কিছু কিছু মানুষের ঘরের সিন্দুকে নগদ টাকা অলস পড়ে আছে। একেবারে নির্মোহ বিশ্লেষণ করা যাক, কোন শ্রেণির মানুষের ঘরে নগদ টাকা অলস পড়ে আছে। দেশে বেশ কয়েক বছরে আর্থিক খাতের অনলাইন সংস্করণ হয়েছে, অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। মানে, ব্যাংকে টাকা রাখতে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র, টিন নম্বরসহ যেসব তথ্য-উপাত্ত দিতে হয়, সেই সব তথ্য থেকে এই টাকার উৎস ও মালিক কে তা জানা যায়। আয়কর বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা টাকার সব উৎস অনুসন্ধান করতে পারে এসব তথ্যের মাধ্যমে।

যাঁদের অপ্রদর্শিত অর্থ, এককথায় বলতে পারেন কালোটাকা আছে, তাঁরা এখন আর ব্যাংকে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখার সাহস পাচ্ছেন না। তাঁদের কাছে ব্যক্তি তথ্যসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখা, যেকোনো সময় বিপদের কারণ হতে পারে। এই কালোটাকা তাঁরা কষ্ট করে আয়কর দিয়ে বা কোনো সঠিক পথে উপার্জন করেননি। এই সব টাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপার্জিত হয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে।

এখন আসা যাক কোন শ্রেণির মানুষ এ রকম কালোটাকা উপার্জন করতে পারেন, সে বিষয়ে। অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, বড় বড় শহরে, বিশেষ করে ঢাকায় জমিসংক্রান্ত বিষয়ের যেসব সরকারি কর্মচারী আছেন, তাঁরা অনেকেই মোটা অঙ্কের টাকা দৈনিক উপার্জন করেন। অনেকেই জানেন, যাঁরা নিবন্ধনের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের অনেকের দৈনিক আয় এই ঢাকা শহরে ১০ লাখ টাকার ওপরে। খুব একটা উচ্চপর্যায়ের চাকরি না হলেও ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মচারীরা প্রচুর কালোটাকা উপার্জন করেন। তাঁদের আয়ের সঙ্গে সংগতি না থাকার দরুন এই টাকা তাঁরা ঘরে সিন্দুকে রেখে দেন।

শুধু ভূমি ব্যবস্থাপনা নয়, ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত আছে সরকারের প্রায় সব প্রকৌশল খাত। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যেসব প্রকৌশল খাত জড়িত, সেই সব খাতের প্রকৌশলী, সুপারভাইজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট—প্রায় সবাই প্রতিদিন কালোটাকা উপার্জন করে থাকেন। কালোটাকা উপার্জনের সঙ্গে জড়িত আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ আয়কর বিভাগ, কাস্টমস, ভ্যাট বিভাগের অনেক সদস্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সদস্য। এককথায় বললে বলতে হয় সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও করপোরেশন, যেখানে গণমানুষের সঙ্গে লেনদেন ও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, সেই সব খাতেই ঘুষ লেনদেন হয়। এভাবে প্রচুর কালোটাকা প্রতিদিন মানুষের ঘরে সিন্দুকে জমা হচ্ছে।

সরকারের কোনো বিভাগে চাকরি না করেও অনেক সময় চাঁদাবাজি ও দালালির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা, সমাজের উচ্চপর্যায়ের নামীদামি ব্যক্তি প্রচুর কালোটাকা উপার্জন করেন। এসব টাকাও মূল স্রোতে না এসে ঘরে জমা থাকে। এই টাকা শুধু টাকা হিসেবে নয়, অনেক সময় এই কালোটাকা দিয়ে ব্যাংকবহির্ভূত কালো বাজার থেকে ডলার কিনে ঘরে জমা রাখে, যার কারণে ব্যাংকে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। এই টাকা দিয়ে অনেকে সোনা কিনে ঘরে জমা রাখছে, যার কারণে সোনার দাম ঊর্ধ্বগতি।

এসব টাকা তারা শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করতে পারছে না, শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করলে প্রতিবছর কমে বৈকি, বাড়ে না। এ রকম অবস্থা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে, তাহলে অর্থনীতি কিন্তু সোজা পথে আসবে না। মানুষের অভ্যাস এক দিনে পাল্টানো যায় না, তাই আইনগতভাবে বুঝে-শুনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ওপরের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রথমে দুর্নীতি বন্ধ করতেই হবে। দুর্নীতি শুধু একজনের পকেটের পয়সা অন্যজনের পকেটে যায় না, তারল্যসংকট সৃষ্টি করে, রিজার্ভে ঘাটতি ঘটায়। বিভিন্নভাবে পাচার হয়ে বিদেশে চলে যায়। সোনাসহ জমি ও সম্পদের মূল্য বেড়ে যায়। অতিসাধারণ মানুষ তাদের সম্পদ ধীরে ধীরে হারাতে থাকে, নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের কাছে সব সম্পদ চলে যায়, যা জাতির জন্য আত্মঘাতী।

আপনারা একটা জিনিস হয়তো লক্ষ করেছেন, বর্তমানে বাজারে নতুন টাকার নোট নেই বললেই চলে। অথচ ঈদের আগেও নতুন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে ছেড়েছে। গত বছর কয়েক হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক ছেপেছে। এই সব নতুন টাকা, নতুন নোট তাহলে উধাও হলো কোথায়? নিশ্চয়ই এসব নতুন টাকা ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজদের ঘরের সিন্দুকে!

একটি কথা প্রচলিত আছে, হয়তো অনেকেরই জানা, 'ব্যাড মানি ড্রাইভস আউট গুড মানি আউট অব সার্কুলেশন'; অর্থাৎ ভালো টাকাকে হিসাব থেকে তাড়িয়ে দেয় খারাপ টাকা! এ কথাটি বর্তমানে আমাদের সমাজে শতভাগ সত্য।

সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাই, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ না হলে, তারল্যসংকট কমবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভও বাড়বে না। অতএব আসুন, সবাই একযোগে এখন থেকেই ঘুষ-দুর্নীতি আর চাঁদাবাজিকে 'না' বলি। আর সরকারের উচিত, এ ব্যাপারে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দুর্নীতিবাজ যত ক্ষমতাশালী হোক না কেন, তাদের নির্মূল করতেই হবে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

Bangladeshi American Friendship Society of USA Inc.
Present
৯ম বারের মত
বাংলাদেশী-আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক (বাফস) ও
৬৬ প্রিসেন্ট কমিউনিটি কাউন্সিল এর যৌথ আয়োজনে
ব্রুকলিন মেলা
BROOKLYN FAIR
MAY 19TH 2024 SUNDAY
PLACE: CHURCH AVENUE
(Bet. Mcdonald Ave & Church), Brooklyn
প্রধান অতিথি:
আবু জাফর মাহমুদ
গেস্ট অব অনার:
পেনজামিক হিরো ডাঃ হামিদুজ্জামান
বিশেষ অতিথি:
গিয়াস আহমেদ
মোহাম্মদ হানিফ
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Choudhury S Hasan MD
Gastroenterologist
PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Ph: 917-533-1033
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
NEW EXPRESS PHARMACY
Happy Family SADC
DESHBANGLA PHARMACY
CONEY ISLAND HARDWARE & BUILDING SUPPLIES
NAZ PHARMACY
ROYAL COMMUNITY CARE
HAMZA AUTO REPAIR
SASCO TOOLS
Mamun Ur Rashid
917-476-8914
Ashiana
NY INSURANCE BROKERAGE
BUILDERS PRO MATERIAL
Title Sponsor
SHAH NAWAZ
Ph: 718-775-7852
Silver Sponsor
Silver Sponsor
NURUL AZIM
516-451-3748
Grand Sponsor
Maimonides Health
Gold Sponsor
Utshob Group
MEDIA PARTNERS
TIME
বাংলা পত্রিকা
প্রথম আলো
চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ব্রুকলিনে
উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ পথ মেলায়
সংগীত পরিবেশন করবেন দেশ ও
প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
FOR STALL
917-783-8138, 646-331-4100, 917-400-1176
চেয়ারম্যান
সৈয়দ এস এম রেজা
প্রধান উপদেষ্টা
এটর্নী মঈন চৌধুরী
চীফ কো-অর্ডিনেটর
নুরুল আজিম
True Care
কো-চেয়ারম্যান
আবছার উদ্দিন
কো-অর্ডিনেটর
আহসান হাবিব
আহ্বায়ক
শাহ নেওয়াজ
সদস্য সচিব
ফিরোজ আহমেদ
Fresh Food
Mohammad Sarwar
MHC
Forhad CPA & Associates
CAREGIVER PRO
(718) 504-8054
Immigrant Elder Home Care LLC
FAHAD SOLAIMAN
CEO
Reliable Home Care
TEL: 718-785-9700
Law Office Of Michael Gasi Esq. And Associates, P.C.
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কাজী আজম
সভাপতি
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
প্রচারে: আশরাফুল হাসান
এস.এম ফেরদৌস
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৩৩১-৪১০০

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

লিভার প্রতিস্থাপন ছাড়া খালেদা জিয়া সুস্থ হবেন না: চিকিৎসক

ঢাকা অফিস

খালেদা জিয়া

লিভার প্রতিস্থাপন ছাড়া বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন না বলে জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতাল থেকে খালেদা জিয়া থেকে বাসায় ফেরার পর সাংবাদিকদের এসব কথা জানান জাহিদ।

এ সময় খালেদা জিয়াকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার সুযোগ চেয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ডা. জাহিদ দাবি করেন, কিডনি, লিভার, আর্থাইটিসসহ নানা সমস্যার মধ্যে খালেদা জিয়ার লিভারের সমস্যাই এখন জটিল।

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া গত বুধবার নিজ বাসভবনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়াচিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর শারীরিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে বসে মেডিকেল বোর্ড। এতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যুক্ত বিদেশী চিকিৎসকরাও। পরে বোর্ডের সুপারিশে রাতে বাসায় নিয়ে আসা হয় খালেদা জিয়াকে। ডা. জাহিদ বলেন, 'আপাতত মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গুলশানের বাসাতেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলবে।'

গত বছরের ৯ আগস্ট নানা জটিলতা নিয়ে এভারকেয়ার হাসপাতাল ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী আথ্রাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিসহ নানা রোগে ভুগছেন। প্রায় ৫ মাস চিকিৎসা শেষে গত ১১ জানুয়ারি তিনি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন।

ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা দিতে গিয়ে কাঁদলেন কর্মকর্তা

কুমিল্লায় শিশুধর্ষণ

ঢাকা অফিস

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগে ঘাতক মফিজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত বুধবার র‍্যাব-১১ কুমিল্লা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা ঘটনার বর্ণনা দিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। পরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দেন। এ সময় উপস্থিত অনেক সাংবাদিককেও আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়।

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা উত্তর ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী জাকির হোসেন (কালন) এর একমাত্র কন্যা সন্তান তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ শেষে নৃশংসভাবে হত্যা করে ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে হত্যাকারী পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মঙ্গলবার (৩০শে এপ্রিল) রাতে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন ফেরুয়া বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর দক্ষিণ উপজেলার খিলপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে মফিজুল ইসলাম প্রকাশ মফু (৩৮)। র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা জানান, ঘটনার দিন ২৯শে এপ্রিল সকালে শিশুটি স্কুলে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু বেলা ১১টা পর্যন্ত সে বাড়ি না ফিরলে তার মা স্কুলে যান। সেখানে মেয়ের কোনো হদিস না পেয়ে ফেরার পথে শিশুটির সহপাঠীর কাছে জানতে পারেন সে স্কুল শেষে বাড়ি চলে গেছে। বিকালে বাড়ির অদূরে ধানক্ষেতে একটি মরদেহ পড়ে আছে বলে তিনি জানতে পারেন।

সেখানে গিয়ে তিনি তার মেয়ের মরদেহ শনাক্ত করেন। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন জানান, গ্রেপ্তার মফিজুল ইসলাম মফুকে ঘটনাস্থলের পাশে থাকা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দ্রুত রাস্তায় উঠে আসতে দেখেছেন। গ্রেপ্তাকৃত আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, নিহত শিশুটিকে সে চিনতো। এই সুযোগে ২৯শে এপ্রিল সকালে ঘটনাস্থলের পাশের রাস্তায় ওত পেতে থাকে। শিশুটি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছালে মফু তাকে রাস্তার পাশের ধানি জমিতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে শিশুটি চিৎকার করার চেষ্টা করলে মফু তার মুখ ও গলা চেপে ধরে। এতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। কোনো নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে ভিকটিমের কানে থাকা দুল ছিড়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে আসামি। এ ঘটনায় মামলা করলে মফু চাঁদপুরে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় এলাকাবাসী বলেন, মফু একজন মাদকাসক্ত। সে মাদকদ্রব্য গাজা সেবন করতো।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন নতুন প্রজন্মকে আরো ভালোভাবে জানানোর আহবান

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশি ও নতুন প্রজন্মকে আরো ভালোভাবে জানানোর জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক I তিনি একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ যে অসাধারণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে তা দেশে-বিদেশে তুলে ধরার জন্যও তাদের প্রতি অনুরোধ জানান।

২৭ এপ্রিল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলস সিটিতে ৭ম আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু সম্মেলন উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জাতির দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারা জীবন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং তার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে l জাতির পিতার এই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ প্রবাসীদের ও নতুন প্রজন্মকে আরো ভালোভাবে অবহিত করা আমাদের সকলের কর্তব্য l

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গত দেড় দশকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, এই অসাধারণ সাফল্য তুলে ধরা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মানে আমাদের সকলকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকালে শুরু হয় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান। পরে জাতির পিতার জীবন, সংগ্রাম ও রাজনৈতিক দর্শনের ওপর অনুষ্ঠিত হয় সিরিজ আলোচনা।

তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের মুখোশ উন্মোচনের দাবি পরশের

ঢাকা অফিস

স্বাধীন তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের মুখোশ উন্মোচনের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস্ পরশ। সোমবার সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে তেজগাঁওস্থ ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আলোচনা সভায় এ দাবি জানান তিনি।

শেখ জামালের কথা স্মরণ করে যুবলীগের চেয়ারম্যান বলেন, 'এই মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারের রক্তপাত যে সেনাবাহিনীর সদস্যরা করেছিল, তাদের সেনা আইনে বিচার করতে শুধু ব্যর্থ হন নাই সে সময়ের সেনা প্রধান সফিউল্লাহ ও উপসেনা প্রধান জিয়াউর রহমান। মেজর জিয়াতো শেখ জামাল হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় জিয়াউর রহমানেরই পরবর্তী কার্যকলাপের মধ্যেই।

নিউইয়র্কে সাংসদ ফায়জুরের সঙ্গে নবীনগরবাসীর মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ নবীনগরের সংসদ সদস্য ফায়জুর রহমান বাদলের নিউইয়র্ক সফর উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। গত ১৬ এপ্রিল হিল সাইড এভিনিউর জেসন পার্টি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে নিউইয়র্কে অবস্থানরত নবীনগরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাবেক কাস্টম সুপারেনটেন্ট আব্দুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির সভাপতি ফখরুল ইসলাম মজনু ও গোলাম দস্তগীর।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ফায়জুর রহমান বাদলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর সবার সাথে পরিচিত হন তিনি। বিভিন্ন আলাপচারিতায় প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরেন এলাকার উন্নয়নের চিত্র। এ সময় তিনি নবীনগরের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সকলের মতামত ও পরামর্শ চান। সেই সাথে এলাকার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতাও কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন— ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির সহ-সভাপতি আলমগীর সরকার, কাজী আনোয়ার হোসেন, খন্দকার জয়নাল আবেদীন, ফরহাদ হোসেন, কাজী তোফায়েল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী নবীনগরবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—কাজী মফিজুল ইসলাম স্বপন, আনোয়ার খান, মো. শামীম, মো. হাসান, কাজী আশিকুজ্জামান তপু, মো. শরীফ, কাজী হাসনাত, কাজী আপেল মাহমুদ, রিফাত উল্লাহ, মোহাম্মদ কবির, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, শাহ মোয়াল্লেম হোসাইন, প্রফেসর আব্দুল বাসিরসহ আরও অনেকে।

সাউন্ডবাংলা'র দিনব্যাপী আবৃত্তি, লেখালেখি ও সংবাদ বিষয়ক কর্মশালা

নিউজ ডেস্ক

সাউন্ডবাংলা'র দিনব্যাপী আবৃত্তি, লেখালেখি ও সংবাদ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটি, দৈনিক পূর্বাভাস, ঢাকার নিউজ এবং এমসিইউ ইন্সটিটিউটের আয়োজনে এবং সাউন্ডবাংলার ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী সংবাদ বিষয়ক কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। তোপখানা রোডস্থ বিজয় মিলনায়তনে এতে প্রশিক্ষক ছিলেন কলামিসস্ট মোমিন মেহেদী, বাংলাদেশ প্রেস ইউনিটির ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, দৈনিক পূর্বাভাস-এর সাব এডিটর সোনিয়া দেওয়ান প্রীতি। কর্মশালা শেষে সংবাদকর্মীদের মাঝে ঢাকা সাব এডিটরস কাউন্সিলের কল্যাণ সম্পাদক জাফরুল আলম সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

মারজিয়া ইলিয়াসের মৃত্যুতে ফিলাডেলফিয়ায় শোকের ছায়া

আরিফ ইসলাম

মাত্র ২৭ বৎসরের মারজিয়া ইলিয়াসের মৃত্যুতে ফিলাডেলফিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে শোকের মাতম চলছে। মারজিয়া ইলিয়াস এপিলেন্সি রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার নিউইর্য়কে ইন্তেকাল করেন। একটি চাকুরীর ইন্টারভিউ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সকালে নিউইর্য়কে তার বান্ধবীর বাসা থেকে অফিসে রওনা দেওয়ার পর রাস্তায় সে রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

মারজিয়া ইলিয়াস হলেন ফিলাডেলফিয়ার নর্থ ইষ্টের বাসিন্দা মোঃ হোসেন ইলিয়াসের বড় মেয়ে। তাদের দেশের বাড়ি পাবনা জেলায়।

এপিলেন্সি বা মৃগী রোগ হলো নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুবিক রোগ যাতে খিঁচুনি হয়। এই রোগের প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও মস্তিষ্কে আঘাত,স্ট্রোক, মস্তিষ্কে টিউমার বা সংক্রমণ, জন্মগত ত্রুটি প্রভৃতিকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জিনগত মিউটেশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে করা হয়।

মস্তিষ্কের সেরেব্রাল কর্টেক্সের স্নায়ুকোষসমূহের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে খিঁচুনি হয়। বার বার স্নায়বিক কারণে অর্থাৎ হঠাৎ খিচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাবার রোগ। এটি একপ্রকার মস্তিষ্কের রোগ; চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় "নিউরোলোজিক্যাল ডিজিজ"। মানব মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীতে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে এই রোগ দেখা দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গবেষকদের ধারণা ছিল মৃগী রোগ থাকলেই ব্যক্তির বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা বোধের উৎকর্ষ কমে যায়। কিন্তু বর্তমানকালের গবেষকরা মনে করেন, মৃগী রোগে আক্রান্তদের খুব কম অংশে বিচার-বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি দেখা যায়।

ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতি আড়াল করতে তথ্য সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ ব্যাংক

নিউজ ডেস্ক

তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধকারি হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

২৭ এপ্রিল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি রুহুল আমিন গাজী, মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এধরনের সিদ্ধান্ত স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর প্রত্যক্ষ হুমকি। ব্যাংকিং খাতসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে যে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা চলছে তা আড়াল করার জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে বাধা প্রদান করছে।

বিএফইউজে ও ডিইউজে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত পাঁচ দশক থেকে সাংবাদিকরা বাংলাদেশ ব্যাংকে অবাধে যাতায়াত করে দুর্নীতি ও নানা অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরেছে। এর ফলে দুর্নীতিবাজরা সব সময় তটস্থ থেকেছে। কিন্তু হঠাৎ তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন রাঘব বোয়ালদের রক্ষার অপচেষ্টা করছেন তা বোধগম্য নয়।

নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে তথ্য সংগ্রহে সাংবাদিকদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান। অন্যথায় স্বাধীন সাংবাদিকতার অধিকার আদায়ে সাংবাদিক সমাজ রাজপথে নামতে বাধ্য হবে।

সাহিত্য একাডেমির সাহিত্য আসরে কবিতার মাস এপ্রিল মাস উদযাপন

পলি শাহীনা

নিউইয়র্কের সাহিত্য একাডেমি তাদের মাসিক সাহিত্য আসরে আলোচনা,পাঠ ও আবৃত্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কবিতার মাস এপ্রিলকে উদযাপন করেছে। ২৬ এপ্রিল শুক্রবার, উডসাইডের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘সাহিত্য একাডেমি,নিউইয়র্ক’র মাসিক সাহিত্য আসর। আসর সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন, তাঁকে সহযোগীতা করেছেন আবৃত্তিকার শুক্লা রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচালক সকলের প্রতি বাংলা নতুন বছর ও ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান।

কবি কাজী আতীকের স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে সাহিত্য আসর শুরু হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে আসি সাহিত্যিকদের উষ্ণতা পেতে। লেখক আদনান সৈয়দের আলোচিত বই দু'টোর সঙ্গে একাত্মবোধ হয়ে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েক হাজার চিঠি লিখেছেন, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য মননকে জানার জন্য তাঁর চিঠিপত্র পড়তে হবে। ‘ওই দেখা যায় আমার বাড়ি’ বইটিতে ভারত বিভাগের বেদনা ফুটে উঠেছে, এতবছর পর আজকেও আমরা অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে আছি। ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে আমাদের যে একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ছিল, দুঃখজনক হলেও সত্যি আজকে আমরা ওই জীবনের দিকেই যাচ্ছি। গাজায় ভয়ংকর একটা অবস্থা যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত আমরা সেজন্য বিষন্ন বোধ করি। আমাদের বিশ্বের অবস্থা খুব একটা সুস্থ নয়, বিকারগ্রস্থ।

লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, তিন ঘন্টা ধরে সাহিত্য একাডেমির আসরে উপস্থিত আছি, সকলের পাঠ, আলোচনা শুনেছি, লম্বা সময়, কিন্তু খারাপ লাগে নি, আনন্দ পেয়েছি। তিনি বলেন, এবারের নিউইয়র্ক বইমেলায় আমরা সাহিত্য একাডেমিকে সংযুক্ত করতে পেরেছি, অন্যান্য সাহিত্য সংগঠনগুলো এসেছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো এবারের বইমেলাকে লেখকের মেলা করে তোলার জন্য। কবিতা পাঠ, নতুন বই আলোচনা, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন সহ অন্যান্য আয়োজনে লেখকরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তবে সেজন্য আগে থেকে লেখকদের তালিকাভুক্ত হতে হবে। এবারের বইমেলার আহবায়ক হাসান ফেরদৌস বইমেলার অন্যান্য আয়োজনের কথাও পর্যায়ক্রমে সকলের সামনে তুলে ধরেন।

সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমেদ বলেন, সাহিত্য একাডেমির অগ্রযাত্রা আমাকে বিস্মিত করে। মাসের পর মাস যাদের সঙ্গে দেখা হয় না, যাদের সঙ্গে দেখা হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, এখানে একসঙ্গে তাদের সান্নিধ্য পাচ্ছি। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

কবি শামস আল মমীনের কবিতা নিয়ে লেখা ‘বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত’ বইটি নিয়ে লেখক আবেদীন কাদের বলেন, ঢাকায় শামস আল মমীন যখন কবিতা লেখা শুরু করেন তখন কিছু বিশিষ্ট জনেরা তাঁর কবিতা নিয়ে লিখেছেন। সলিমুল্লাহ খানের প্রথম লেখাটি আমার চোখে পড়ে ১৯৯৫ সালে, পরে শিকদার আমিনুল হক, চঞ্চল আশরাফ, আহমাদ মাজহার, আদনান সৈয়দ, এবিএম সালেহ উদ্দিন সহ আরো কয়েকজন তাঁর কবিতা নিয়ে লেখেন। বছর দুয়েক আগে সলিমুল্লাহ খান লেখাগুলো নিয়ে বই বের করার প্রস্তাব দিলে আমরা বন্ধুরা মিলে সম্মত হই। কবিতার প্রবন্ধ সম্বলিত বইটি চাইলে আপনারা পড়তে পারেন, তবে কবিতা লেখা ও পড়ার জন্য বইটি পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
ফ্যামিলি ফার্মেসী এন্ড সার্জিক্যাল, ইনক
FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরোমা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলহাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
917-442-8648

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

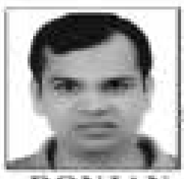

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির শপথ

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০২৪-২৭ সালের মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস স্ট্রালিং বাংলাবাজারের নিরব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত দুই পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি তজম্মুল হোসেন। বিদায়ী সাধারন সম্পাদক জাবেদ উদ্দীনের পরিচালনায় কোরআন তেলওয়াত করেন জালাল উদ্দীন চৌধুরী। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজউদ্দিন আহমদ সোহাগ নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এরপর দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল। সাধারন সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলীর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজউদ্দীন আহমদ সোহাগ,কমিশনার আব্দুল মছব্বির, মিঞা মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, দেওয়ান মস্তাক রাজা চৌধুরী, এজাজ উদ্দীন আহমদ, জালাল চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, সাংবাদিক ইকবাল আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জিল্লুর রহমান, সৈয়দ ফাহমী, জালাল চৌধুরী প্রমূখ।

সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দীন, সহসভাপতি সৈয়দ আবুল কাসেম, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, সহ সাধারন সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, কোষাধ্যক্ষ জাহাংগীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক রবিন আহমদ, সমাজ কল্যান ও ক্রীড়া সম্পাদক জাবেদ আহমদ, শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সত্যম দেব, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সুমেনা আহমদ, সদস্য শাহীন হাসনাত, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ পাভেল উদ্দিন, চমন উদ্দিন, জাকারিয়া, রিটন সরকার, ফরহাদ চৌধুরী, মহসিন মিয়া, হাসান আল ফাহাদ ও আরিফ আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রবাসের বাংলাদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা যোগদান করেন। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে সোহান আহমদ টুটুল বলেন, আমাদের এই সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে যা নিউইয়র্কে নজিরবিহীন।

বুঝতে পারেন না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করেন: প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্যের জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'আজকে শুধু অতি বাম, অতি ডান নয়, আজকে সমগ্র বাংলাদেশের সব মানুষ, যে কোনো পন্থারই হোক, তারা মনে করছে যে, এই সরকার মানুষের ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে।'

বুধবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এই সমাবেশের আয়োজন করে।

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় শেখ হাসিনা বলেন, 'এ দেশের অতি বাম, অতি ডান-সবাই এখন এক হয়ে গেছে, এটা কীভাবে হলো, আমি জানি না। এই দুই মেরু এক হয়েও সারাক্ষণ শুনি আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে হবে। অপরাধটা কী আমাদের?'

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, 'সমস্যাটা ওই জায়গাতেই যে, আপনারা সেটা বুঝতে পারেন না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করেন। আপনাদের অপরাধ-আপনারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। জনগণের ন্যূনতম ভোটের অধিকারটুকুও আপনারা কেড়ে নিয়েছেন। এমন একটা প্রহসনে (নির্বাচনকে) পরিণত করেছেন যে, আপনারাই এটাকে বলেন ডামি নির্বাচন।'

এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত ট্রাষ্টিদের শপথ গ্রহণ

ডেস্ক রিপোর্ট

২৮ এপ্রিল রোববার এম সি এন্ড গভঃ কলেজ এ্যালামনাই এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত ট্রাষ্টিদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এ দিন ৫ সদস্য বিশিষ্ট নব নির্বাচিত ট্রাষ্টি বোর্ড এর সম্মানিত সদস্যরা শপথ গ্রহন করে এসোসিয়েশন কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন।

ট্রাষ্টি বোর্ডেএ সদস্যরা হলেন, সালেহ আহমেদ ফারুকী, বেলাল উদ্দীন, আবুল কালাম, আজাদ উদ্দীন এবং আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইসবা।শপথ গ্রহনের পর সংগঠনের যৌথ সভায় তারা অংশগ্রহণ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে আগামী জুলাই মাসে ম্যাগাজিন প্রকাশ অভিষেক এবং সাস্কৃতিক অনুষ্টান করাসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

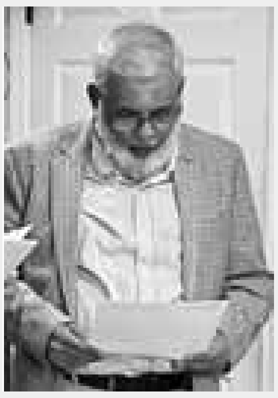

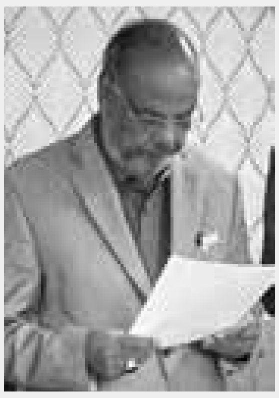

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান সম্পাদক প্রার্থীর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মোতাহার হোসেন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য স্টেট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র কাউন্সিল নির্বাচনে আচরণ বিধি বিহীন নির্বাচন ও পাতানো ফলাফল প্র্যত্যাখ্যান করেছেন সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মোঃ মোতাহার হোসেন। ২১ এপ্রিল রোববার নিউ ইয়র্কের লাগুয়ার্দিয়া প্লাজা হোটেলে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির কাউন্সিল ভোট অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কেন্দ্রিয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের পুর্ব পরিকল্পিত নীল নক্সা বাস্তবায়ন হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি এ ফলাফল প্র্যত্যাখ্যান করেন।

সাধারন সম্পাদক প্রার্থী মোতাহার জানান, বারবার চাওয়া সত্বেও নির্বাচনের কোন আচরণ বিধি দেখাতে পারেন নাই সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনারবৃন্দরা। এ নির্বাচনে কোন প্যানেল থাকার কথা ছিল না কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পাদক আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন তার নিজ এলাকার লোক দিয়ে প্যানেল তৈরি করে তাদের পক্ষে লন্ডন থেকেই গণ সংযোগসহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই তিনি সরাসরি ভোটারদের ফোন করে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করেন। আগে থেকেই তিনি তার নিজ জেলা/এলাকার প্রার্থীদের জেতানোর জন্য ভোটার ও নির্বাচন কমিশনারদের চাপ সৃষ্টি করেন। এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনাররা সুকৌশলে তার পুর্ব পরিকল্পিত নীল নক্সা বাস্তবায়ন করেছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মোতাহার বলেন, আনোয়ার হোসেন খোকন দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলোতে বিতর্কিত কমিটি প্রদান করে সুসংগঠিত বিএনপি কর্মীদের মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। ফলে ক্ষোভ সৃষ্টিসহ দিন দিন বিভক্ত হয়ে পড়ছে বিএনপির নেতাকর্মীরা। তার এ ধরণের কর্মাকান্ডে নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিএনপি। তার অপকর্ম বন্ধে জরুরি ভিত্তিতে বিএনপির কেন্দ্রিয় কমিটির নেতাসহ দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সুদৃষ্টি কামনা করছেন মোতাহার হোসেন।

কালচারাল নাইট ২০২৪: বাংলাদেশী এমপ্লয়িজ অব এমটিএ-এনওয়াইসিটি

ডেস্ক রিপোর্ট

২৬ এপ্রিল শুক্রবার উডসাইডের এক পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হলো ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন লোকাল ওয়ান হান্ড্রেড এর বাংলাদেশী এমপ্লয়ীদের এক মনোজ্ঞ কালচারাল নাইট।

নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট এর বাস ও সাবওয়েতে কর্মরত আছেন প্রায় এক হাজার বাংলাদেশী। আন্তরিকতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে তারা একদিকে যেমন নিজেদের অপরিহার্য করে তুলেছেন তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটিতে কমিউনিটির ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরা ও আমেরিকায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে নিজেদের শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই কালচারাল নাইটের আয়োজন বলে জানালেন অন্যতম সংগঠক সাইফুর রহমান।

সায়িদ রহমানের সুচনা বক্তব্য ও সায়েম মোস্তাকিমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আখলাকুর রহমান, সাইফুর রহমান, তানজিনা বীথি, কেশব চক্রবর্তী, নিকোলেট ব্রাউন। প্রধান অতিথি হিসেবে টিডব্লিউইউ লোকাল ১০০ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিস ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথিবৃন্দ - স্টেশন ডিভিশন ভিপি রবার্ট কেলি, মেয়র অফিসের মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোহাম্মদ মনসুর ও অমল দে। বিশিষ্টজনদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উত্তর আমেরিকা প্রথম আলোর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশারসহ কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় পর্বে সুরের মূর্ছনায় মাতিয়ে তুলেন তারকা সঙ্গীত শিল্পী এস আই টুটুল। তার সাথে যোগ দেন এ সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী নাজু আখন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোপাল দাস, সায়িদ রহমান ও স্বপন অধিকারী। মনোহর এ আয়োজন চলে মধ্যরাত পর্যন্ত ।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি, এ জব
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার
বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব
এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার
ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার -----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট -----------------------মঙ্গলবার -----------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ -------শনিবার-----------(বি:৩ টা --বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)------------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়াগ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।
POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।
Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
MOMOTAJ
Solo Concert
FRIDAY 17 MAY 7.30-11PM
AMAZURA HALL
91-12 144TH PL, QUEENS, NY 11435
TICKET PRICE: GOLD:$25 VIP:$100 VVIP:$200
টিকেট এর জন্য যোগাযোগ করুন: 934-444-1863
ORGANIZER:
অনিক রাজ, শিবলী ছাদেক, মোঃ আলম নমি, সাকিল মিয়া
বদরুদ্দোজা সাগর, বেলাল আহমেদ
EVENT MANAGEMENT BY:
Galaxy media
MEDIA PARTNER:
আজকাল
design by: ihopeprint.com, 9295387903

লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা ১৫ জুন

উত্তর আমেরিকা অফিস

লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা আগামী ১৫ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিনের ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউতে প্রতিবারের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশিদের জাঁকজমকপূর্ণ পথমেলা। আগামী ১৫ জুন এই মেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্যবার এই মেলা ব্রুকলিন পথমেলা নামে অনুষ্ঠিত হলেও এবার থেকে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা নামে। এছাড়া মেলায় প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

বুধবার (০১ মে) এক সংবাদ সম্মেলনে মেলা কমিটির আহবায়ক মামুন অর রশীদসহ চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বিস্তারিত তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক মাঈনুল আলম বাপ্পি, মেলা কমিটির সদস্য সচিব আমির হোসেন রানা, মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মহিউদ্দিন, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আনোয়ারুল আজিম, জয়েন্ট সেক্রেটারি মীর কাশেম। সংবাদ সম্মেলনে মেলার বিস্তারিত তুলে ধরেন সাবেক সভাপতি রব চৌধুরী। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, এই মেলা ব্রুকলিন পথমেলা হিসেবে এতদিন প্রচার করে আসলেও এখন এখন থেকে লিটল বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করা হবে। আয়োজকরা আরও জানান, আমরা বরাবরই এই মেলা ভিন্ন তারিখে আয়োজন করে থাকি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের আয়োজন আপনাদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। আমাদের কাজকর্ম সমাদৃত হয়। এই মেলায় এবার কিছু নতুনত্ব থাকবে। তারা জানান, গত বছর আমাদের মেলায় একটা রিকশা ছিল। এটা আমাদের দেশের ঐতিহ্য। এর মাধ্যমে অনেক বাচ্চা রিকশা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। রিক্সা মানে কী, এই রিক্সা কারা চালায়, শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে তাদের কষ্টের কথা আমাদের বাচ্চারা জানতে পেরেছে।

অতিথিদের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র উপস্থিত থাকবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নতুন অতিথিও থাকবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকবে কঠোর। মেলাকে সফল করার জন্য একাধিক মতবিনিময় সভা করার কথাও জানান আয়োজকরা।

উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন পথমেলা ১৯ মে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নবম বারের মতো বাংলাদেশি-আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব ইউএস (বাফ্স) ও ৬৬ প্রিসেন্ট কমিউনিটি কাউন্সিলের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ পথমেলা 'ব্রুকলিন মেলা'।

১৯ মে রোববার চার্চ এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। যেখানে বিভিন্ন পরিবেশনা নিয়ে থাকবেন দেশ-বিদেশি স্বনামধন্য সব গায়ক-গায়িকা।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্যবসায়ী আবু জাফর মাহমুদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পেনডামিক হিরো ডা. হামিদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবর উপস্থিত থাকবেন গিয়াস আহমেদ, মোহাম্মদ হানিফ এবং এটর্নী মঈন চৌধুরী।

এই পথমেলার চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন, সৈয়দ এস এম রেজা, প্রধান উপদেষ্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী, চীফ কো-অর্ডিনেটর নুরুল আজিম, কো-চেয়ারম্যান আবছার উদ্দিন, উপদেষ্টা মনির আহমেদ ও কামাল হোসেন মিঠু, কো-অর্ডিনেটর আহসান হাবিব, আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ, যুগ্ম সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, ইকবাল হায়দার, সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যান অনিক রাজ এবং সদস্য সচিব হিসেবে আছেন ফিরোজ আহমেদ।

সংগঠনটির সভাপতি কাজী আজম এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম ফেরদৌস বলেন, আমরা প্রতিবারের ন্যায় এবারও একটি জাঁকজমকপূর্ণ পথমেলার আয়োজন করতে যাচ্ছি।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

MortgageDepot™
Team Bailey
Presents
USBCCI REAL ESTATE EXPO 2024
উপস্থিতির জন্য থাকছে যেসব সুবিধা
• ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেটএক্সপো আয়োজন করছে ইউএসবিসিসিআই। এক্সিবিটর, রিয়েলটর এবং ক্রেতাদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ।
• একটি বাড়ীর কেনার জন্য সব ধরনের সুযোগ থাকছে এই এক্সপোতে।
• লোন প্রয়োজন হলে মর্টগেজ থেকে শুরু করে আইনি পরামর্শের জন্য অ্যাটর্নি, ট্যাক্স ফাইলিং সহযোগীতার জন্য থাকছেন অভিজ্ঞ সিপিএ।
• ১ পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্টে বাড়ী কেনার দারুন সুযোগ থাকছে ইউএসবিসিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপোতে। সাথে থাকছে নিউইয়র্ক স্টেটের গ্রান্ট ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ডলার পর্যন্ত। ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী বাড়ী কেনার অনন্য সুযোগ থাকছে এক্সপোতে।
ফ্রি টিকিটের জন্য স্ক্যান করুন
নিউইয়র্ক
লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে
শনিবার
১৮ মে, ২০২৪ সকাল১০:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ পর্যন্ত
অনুষ্ঠানে যা থাকছে
৫০+ টি স্টল
৬ +প্যানেল আলোচনা
১০০০+অংশগ্রহণকারী
এক্সপোতে ক্রেতাদের জন্য ফ্রি লোন প্রি-এপ্রুভালের সুযোগ থাকছে.
Visit Us
www.usbccirealestateexpo.org
Sponsored
PLATINUM
GOLD
SILVER
CORPORATE
CARBON TEAM
CROSSCOUNTRY MORTGAGE
SMA
MEADOWBROOK
Nacmias Law Firm
Citywide
Organized by :
USBCCI
U.S. Bangladesh Chamber of Commerce & Industry
VENUE :
MARRIOTT
NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT
In Collaboration With :
BROOKLYN
Queens
Technology Partner
USBD
DIGITAL SOLUTIONS

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 03 - 09, 2024) | Promo Code : PSP69

WE ACCEPT EBT & OTC

- SALE $2.99/LB — Minimum purchase of 10 lb — PRE CUT — ZABIHA HALAL — FROZEN GOAT
- SALE 79¢/LB — Minimum purchase of 10 lb — NO CUT NO CLEAN — ZABIHA HALAL — CHICKEN QUATER LEG
- SALE $12.99/EA — 100/200-4 LB BOX — HEAD ON SHRIMP
- SALE 2/$5.00 — 250 G — CF KOI BLOCK
- SALE 2/$11.99 — 500 GM — CF TAKI
- SALE 2/$11.99 — 500 GM — CF BATA BLOCK
- SALE 2/$12.99 — 500 GM — CF BAILA IQF
- SALE 2/$11.99 — 500 GM — CF TAPOSHI IQF
- SALE $17.99/EA — 3 KG — ROHU
- SALE $2.99/LB — WHOLE PANGASH
- SALE $2.49/LB — 1 KG — WHOLE PUTI
- SALE 2/$13.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA
- SALE $21.99/EA — 20 LB — ROYAL BASMATI RICE
- SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $13.99/EA — 20 LB — CAROLINA GOLD / WHITE PARBOILED RICE
- SALE $6.99/EA — 11 LB — JUBILLEE WHEAT FLOUR (ATA)
- SALE $11.99/EA — 1 KG — RED LABEL TEA
- SALE 2/$3.00 — 1 LTR — KARA COCONUT WATER
- SALE $3.99/EA — 24 OZ — LAXMI GINGER GARLIC PASTE
- SALE $31.99/EA — 35 LB — SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
- SALE $11.99/EA — 3 LTR — MAIZO CORN OIL
- SALE $11.99/EA — 5 LTR — ZER SUNFLOWER OIL
- SALE 2/$8.99 — 1 KG — MAGGI HOT N SWEET SAUCE
- SALE 2/$12.99 — 200 G — NESCAFE ORIGINAL COFFEE

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

ADI'S SUPERMARKET

ADI'S The Halal Supermarket — FOOD CERTIFIED 100% HALAL

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 03 - 09, 2024) | Promo Code : PSP29

EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF

WE ACCEPT EBT & OTC

- SALE $2.99/LB — CUBE PRE CUT — ZABIHA HALAL — FROZEN GOAT
- SALE 79¢/LB — NO CUT NO CLEAN — ZABIHA HALAL — CHICKEN QUATER LEG
- SALE $2.89/LB — 1.5 KG — LOOSE PUTI
- SALE $4.99/EA — 500 GM — CROWN FARMS LOTIA MIX
- SALE $7.99/EA — 500 GM — HOAR BRAND LONG BAIM
- SALE 2/$5.00 — 250 GM — CROWN FARMS CHAPILA BLOCK
- SALE 2/$5.00 — 250 GM — KOI BLOCK CROWN FARMS
- SALE 2/$5.00 — 250 GM — TAKI CROWN FARMS
- SALE 2/$4.00 — 250 GM — CK FARMS KESKI
- SALE 2/$5.00 — 250 GM — PUTI CROWN FARMS
- SALE $19.99/EA — 20 LB — KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
- SALE 2/$13.99 — 25 PCS — FAMILY PACK KAWAN PARATHA
- SALE $11.99/EA — 5 LTR — ZER SUNFLOWER OIL
- SALE 3/$5.00 — FU WANG NOODLE
- SALE 3/$5.00 — 1 LTR — SUPER FRESH MANGO JUICE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

AL HARAMAIN PERFUMES *story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.*

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)
Chairman and Managing Director of Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman
Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken
বিশাল মূল্যছাড়!
Rad and hart chicken
১০ টি চিকেন কিনলে
৫ টি ফ্রি
এই অফারটি ১ সপ্তাহ ধরে চলবে আল মদিনাতে
মে ০৩ থেকে মে ০৯ তারিখ পর্যন্ত
HALAL
151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)
WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

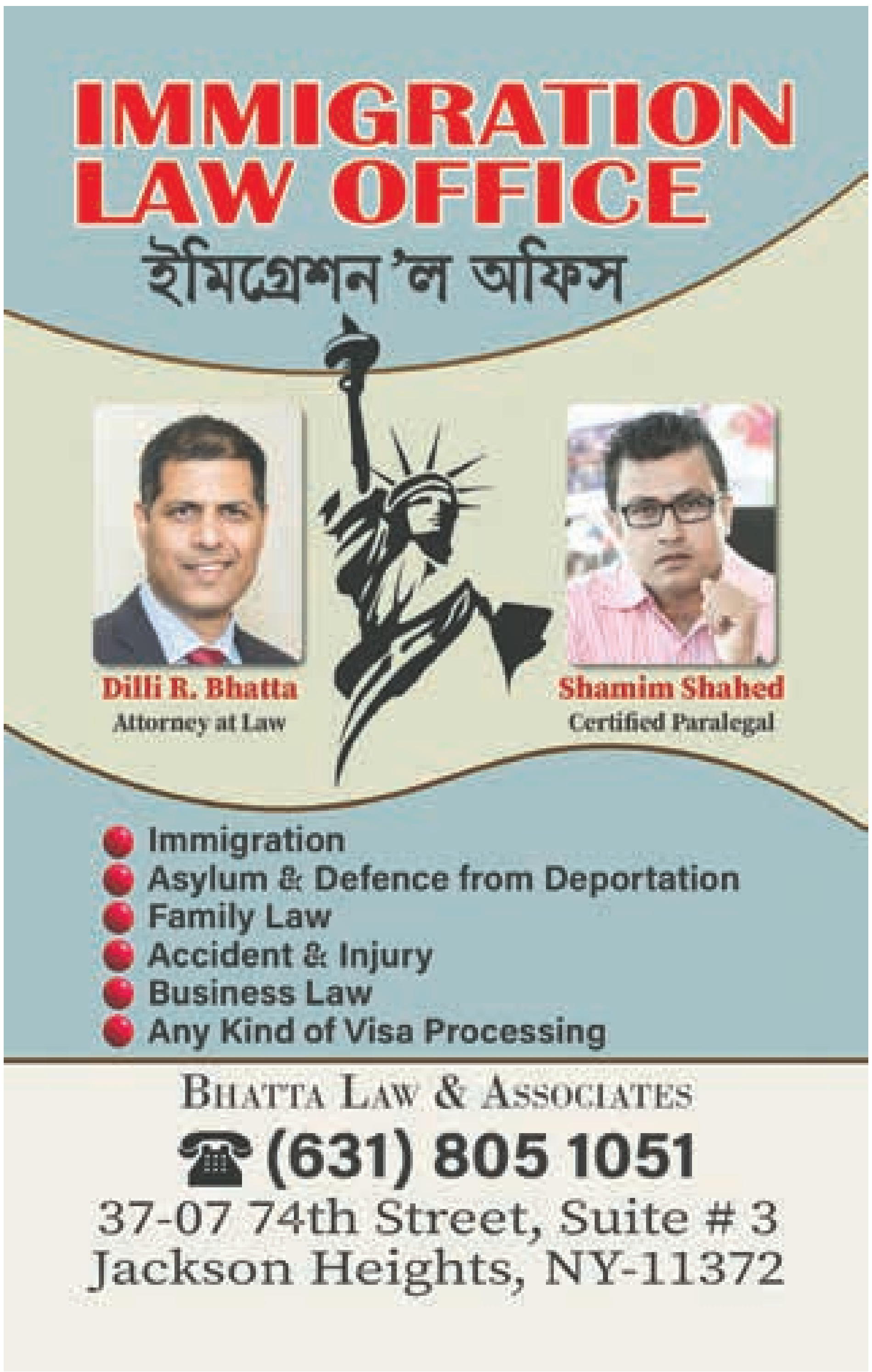
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও
মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটিতে (ইউসিএলএ) ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারী এবং ইসরায়েলপন্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মেটালের ব্যারিকেড বসিয়ে ঘিরে রেখেছে পুরো এলাকা।

বিবিসি জানায়, নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি অভিযানের কয়েকঘন্টা পরই লস অ্যাঞ্জেলেসের এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষ হল।

এদিকে সংঘর্ষের বিষয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটির (ইউসিএলএ) ভাইস চ্যাঞ্চেলর মেরি ওসাকো বলেন, 'রাতে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাৎক্ষণিকভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মোতায়েন করা হয়েছে।'

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা গেছে, ইসরায়েলকে সমর্থনকারী মুখোশ পরা বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদেরকে লাঠিপেটা করছে এবং তাদের শিবির ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ বিভাগ এক্সে বলেছে, তারা ক্যাম্পাসে ব্যাপক সহিংস তৎপরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কাজ করছে।

ইউসিএলএ- ক্যাম্পাসে সহিংসতার কয়েক ঘন্টা আগে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযান চালিয়ে হ্যামিল্টন হল থেকে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। সেইসাথে শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে গাজায় যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গের চেষ্টা করা হয় এ সময় বহু প্রতিবাদকারীকে গ্রেপ্তার করে তারা।

গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলকে মার্কিন সামরিক সহায়তা বন্ধের দাবিতে দুই সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ চলছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। যত দিন যাচ্ছে বিক্ষোভ আরও তীব্র হচ্ছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁবু সরিয়ে নিতে এবং বিক্ষোভ বন্ধ করতে গত সোমবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া সময় পেরিয়ে গেলে, বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার করতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এপরও বিক্ষোভ থামায়নি শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামিলটন হল দখল নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীরা। ভবনে 'হিন্দস হল' লেখা একটি ব্যানার ঝুলিয়ে দেন তারা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ছয় বছরের শিশু হিন্দ রজবের সম্মানেই এ কাজ করেছেন তারা।

সেহেলী সাবরীন ফ্লোরিডায় পরবর্তী কনসাল জেনারেল

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেহেলী সাবরীন

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বাংলাদেশীদের কনস্যুলার সংক্রান্ত সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক সেহেলী সাবরীন। ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার তার নতুন দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। সেগুনবাগিচা সরকারি প্রজ্ঞাপন মতে, নতুন মিশনে যোগদানের তারিখ থেকে তার বদলির আদেশ কার্যকর হবে। ২০০৫ সালের ২ জুলাই ২৪তম বিসিএস (পররাষ্ট্র)-এর সদস্য হিসেবে সরকারি চাকরীতে যোগদান করেন সেহেলী সাবরীন। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রথম সচিব এবং ২০১৪-২০১৭ সালে জাকার্তায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পরবর্তীতে হেডকোয়ার্টারে অবিভক্ত আমেরিকাস অনুবিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মহাপরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সেহেলী সাবরীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতির ওপর নিয়মিত ডিগ্রি এবং পরে ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে টেকসই উন্নয়নের উপর উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া ওই নারী কূটনীতিক গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসেবে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | EUROPE | BANGLADESH
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

৩ প্রবাসীর ভোটের লড়াই

সামিল হোসেন, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

সিলেট জেলার একটি প্রবাসী অধ্যুষিত উপজেলা হচ্ছে গোলাপগঞ্জ। এই উপজেলার কয়েক লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন এবং দেশের রেমিট্যান্স খাতে বিরাট অবদান রাখছেন। এ উপজেলায় বিত্তবানদের আধিক্য বেশি। আর এই উপজেলায় নির্বাচন মানে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর।

গোলাপগঞ্জপ আগামী ৮ মে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । যেখানে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা। এই তিন নেতাই প্রবাসী।

প্রতিদ্বন্দ্বী তিন প্রার্থী হলেন দোয়াত কলম প্রতীকের বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মঞ্জুর কাদির শাফি এলিম (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী), অপর প্রার্থী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, ঘোড়া প্রতীকের শাহিদুর রহমান চৌধুরী জাবেদ (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী) এবং ব্রাজিল যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা আহবায়ক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, আনারস প্রতীকের আবু সুফিয়ান উজ্জল।

ইতিমধ্যেই এই তিন প্রার্থী শেষ মূহুর্তের প্রচারণা পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। তিন প্রার্থী ঝর বৃষ্টি উপেক্ষা করে উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন এবং পৌর সদরে ভোটারদের নিকট বিভিন্ন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবে তিন জনের মধ্যে ভোটের মাঠে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান এলিম চৌধুরী। বিগত ২০২০ সালের করোনা এবং বিগত ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় তিনি উপজেলা জুড়ে অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন।

পরবর্তীতে সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরীর মারা গেলে ২০২২ সালে অনুষ্টিত উপ- নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রায় বিশ মাস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই বিশ মাসে দায়িত্ব পালন করে তিনি জনগণের মন জয় করে নিয়েছেন। এবার পূর্ণ ৫বছরের জন্য আবারো চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই নির্বাচনে প্রচার প্রচারণায় তার সাথে গোলাপগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের একটি বড় অংশ রয়েছে। তাদের সাথে নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত প্রচারণায় চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিকে আরেক প্রার্থী আবু সুফিয়ান উজ্জ্বল। তিনি ভোটার মাঠে নতুন। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী সরোয়ার হোসেনের কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সংসদ নির্বাচনে সরোয়ার হোসেনের পক্ষে উপজেলা জুড়ে নির্বাচনী প্রচার প্রচারনায় তার সরব ভূমিকা ছিল। সরওয়ার হোসেনের সমর্থকদের বড় একটি অংশ আবু সুফিয়ান উজ্জলের সাথে রয়েছেন।

অন্যদিকে শাহিদুর রহমান চৌধুরী জাবেদও ভোটার মাঠে নবাগত। নবাগত হলেও তার সাথেও গোলাপগঞ্জ উপজেলার আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ছাত্রলীগের একটি অংশ সাথে রয়েছেন।

মোট কথায় তিন জনের সাথেই আছে আওয়ামী লীগের এককেটি অংশ রয়েছে। অভিজ্ঞ প্রার্থী হিসেবে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম। তবে বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি বা ইসলামি সংগঠনের কোনো প্রার্থী না থাকায় এইসব দল সমর্থকদের ভোট বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিয়েছে এই উপজেলায়।

তবে সাধারন ভোটারদের মধ্যে এখনো নির্বাচন নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না, সব মিলিয়ে ভোটারদের নির্বাচনমুখি করতে প্রচার প্রচারনায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা।

বেনজীর ও তাঁর পরিবারের আয়কর নথি দুদকের হাতে

ঢাকা অফিস

বেনজীর আহমেদ

পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ ও তাঁর পরিবারের জাতীয় পরিচয়পত্র, আয়কর নথি ও কোম্পানীর কাগজপত্র সংগ্রহ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সম্প্রতি দৈনিক কালের কণ্ঠের এক প্রতিবেদনে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিপুল সম্পদের কথা তুলে ধরা হয়। এতে দাবি করা হয় বেনজীর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, পাঁচ তারকা হোটেলের শেয়ার, গাজীপুর, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে শত শত বিঘা জমির মালিকানা রয়েছে।

বন্দুকধারীদের হামলায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুক হামলার ঘটনার পর সন্দেহভাজন একজন হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার করে তারা। শ্যারোলেট–মেকলেনবার্গ পুলিশ বিভাগের প্রধান জনি জেনিংস এক সংবাদ সম্মেলনে জানন, বন্দুক হামলায় নিহত তিন কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল টাস্কফোর্সের সদস্য। বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে এই টাস্কফোর্স গঠনা করা হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা জনি জেনিংস আরও বলেন, ‘শ্যারোলেট শহর ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য আজ অত্যন্ত দুঃখজনক একটি দিন। আজ আমরা কিছু বীরকে হারালাম যারা আমাদের সবাইকে নিরাপদে রাখতে কাজ করছিল। শ্যারোলেট পুলিশপ্রধান আরও জানান, আগ্নেয়াস্ত্র রাখার কারণে দোষী সাব্যস্ত এক অপরাধীর কাছে ওয়ারেন্ট নিয়ে গিয়েছিলেন হামলায় নিহত এসব কর্মকর্তা। সন্দেহভাজন ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছেন এমন খবর পেয়ে তাঁরা একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়িটিতে ঢোকার পর ওই ব্যক্তি তাঁদের নিশানা করে গুলি চালাতে শুরু করেন। তাঁরা গুলি চালালে বাড়ির উঠোনে সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিহত হন।

টাস্কফোর্সের কর্মকর্তারা তখন বাড়ির ভেতর থেকে গুলি চালান। কিছুক্ষণ ধরে গুলি ও পাল্টা গুলি চলার পর স্পেশাল উইপনস অ্যান্ড ট্যাকটিকসের (সোয়াট) একটি দল সেখানে যায়। বাড়ির ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তিতে নিজেদের হেফাজতে নেন। জনি জেনিংস জানান, ওই ব্যক্তির মধ্যে অন্তত একজন পুলিশ কর্মকর্তাদের নিশানা করে গুলি চালান বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিন কর্মকর্তা নিহত হওয়া ছাড়াও বন্দুকধারীদের গুলিতে শ্যারোলেট-মেকলেনবার্গ পুলিশ বিভাগের চারজন সদস্য আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাফেলোতে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ, ভীত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাণঘাতী গুলির ঘটনায় বাঙালি সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ, ভীত ও বিচলিত। বাফেলো পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার জেনার রোডের একটি বাড়ীতে দুইজন কাজ করছিলেন, দুপুরের দিকে ফোন কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় কে বা কারা এই দুই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। একজনকে বারান্দায় এবং অন্যজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় পাওয়া যায়। পুলিশ ফুটেজ থেকে জানতে পেরেছে, অফিসাররা আসার আগেই সন্দেহভাজন পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে।

বাফেলো মুসলিম সেন্টারে জড়ো হওয়া বাঙালিদের উদ্দেশ্যে শহরের মেয়র বায়রন ব্রাউন বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনার জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। এ সময় সমবেত সবাই "বিচার চাই, বিচার চাই" বলে উচ্চস্বরে শ্লোগান দিচ্ছিলেন। পুলিশ কমিশনার জোসেফ গ্রামাগলিয়া জনতাকে আশ্বস্ত করেন যে তারা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কাজ করে দায়ী ব্যক্তিকে ধরার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ডাউন টাউনে এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার জোসেফ গ্রামাগলিয়া আবারো বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছেন। বাফেলো পুলিশ বিভাগ এক ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করে ওকে শনাক্ত করতে জনসাধারণের সাহায্য চাইছে। শনিবারের হত্যাকান্ড নিয়ে অজানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায়।

এদিকে ক্রাইম স্টপারস ডব্লিউএনওয়াই বাবুল মিয়া ও আবু ইউসুফের হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত করার জন্য তথ্যের জন্য ৭ হাজার ৫০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

প্রতিবেদনটি তৈরী করতে বাফেলো ম্যাগাজিন, দি বাফেলো নিউজ, ২ডব্লিউজি আরজে'র সাহায্য নেয়া হয়েছে।

নিপীড়ন এবং ভয়ে আছে বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকেরা

অ্যামনেস্টির মন্তব্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকেরা ভয় ও দমন-পীড়নের মধ্যে রয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। কারখানায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দায়মুক্তি পাওয়াকে এ ধরনের পরিবেশের জন্য দায়ী করেছে সংস্থাটি।

বুধবার (১ মে) আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এক প্রতিবেদনে এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে আন্তর্জাতিক অধিকার বিষয়ক সংস্থাটি। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি, তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ড এবং ২০২৩ সালে বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের ওপর ক্র্যাকডাউনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে সংস্থাটির প্রতিবেদনে।

অ্যামনেস্টি উল্লেখ করেছে, গত মাসে রানা প্লাজার পতনের ১১ তম বার্ষিকী ছিল। ওই ঘটনায় এগারো শ’র বেশি পোশাকশ্রমিক মারা গিয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন কয়েক হাজার। এর ঘটনার পাঁচ মাস আগে তাজরিন ফ্যাশনস ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় ফায়ার এক্সিট বন্ধ থাকা এবং তালাবদ্ধ কারখানা প্রাঙ্গণে আটকা পড়ে অন্তত ১১২ জন শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন।

অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দুটি ঘটনাই কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অবহেলার কারণে ঘটেছিল। এ ধরনের ঘটনাকে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জঘন্য উদাহরণ চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং অন্যান্য এনজিও রানা প্লাজা এবং তাজরীন ফ্যাশনসের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি স্থানীয় ভবন ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করলেও ১১ বছরেও এগুলোর নিষ্পত্তি হয়নি।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া হয় এবং ন্যায়বিচার, মজুরি, সুরক্ষা এবং কাজের অবস্থার জন্য বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকেরা সোচ্চার হলে তাঁদের হয়রানি, ভয়ভীতি এবং সহিংসতা সহ অসংখ্য বাধার মুখোমুখি করা হয়।

অন্তিমযাত্রার পরিকল্পিত প্রস্তুতি প্রবাসীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেন এইদেশে। এখানে আসাটা ওয়ান ওয়ে- এমনটাই ফেরে মুখে মুখে। অথচ; মৃত্যুর পর সমাহিত করার প্রস্তুতি থাকেনা তেমন।

মরদেহ দাফন করতে কবরস্থানগুলোতে (সেমিট্রি) কমিউনিটি সংগঠনের পাশাপাশি ব্যাক্তি উদ্যোগে অনেকে কবর কিনে রাখেন। করোনাকালীন সময়ে কবরের সংকটের বিষয়টি সামনে আসে। তখন অনেক মরদেহ গ্রহণ করেনি স্বজনরা। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কন্টেইনার (ভ্রাম্যমান মর্গ) ভাড়া করে মরদেহ রাখতে হয়েছে। অনেক বেওয়ারিশ লাশ আমাদেরকে দাফন করতে হয়েছে, কবরের জন্য হাহাকার করতে দেখা গেছে। তখন মুসলিম রীতি অনুযায়ী পরিকল্পিত কবরস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আজকের সময়ে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি সেটির বাস্তবায়ন করছে, নিঃসন্দেহে এটি অনেক বেশী প্রশংসার দাবী রাখে।

বুধবার সন্ধ্যায় উডসাউডের গুলশান ট্যারেসে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ সেমিট্রি ও ফিউনারেল হোম" প্রকল্পের পরিচিতি সভায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি, বাংলাদেশ সোসাইটিসহ বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আবেগতাড়িত কন্ঠে এসব কথা বলেন। এসময় বিভিন্ন ব্যাক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কবর ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের তথা মুসলমানদের নিজস্ব মালিকানায় প্রথমবারের মতো এবং বহুল প্রতিক্ষিত বাংলাদেশ সেমিট্রি ও ফিউনারেল হোম প্রকল্পের নানান দিক সবিস্তারে তুলে ধরেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব জাহিদ মিন্টু।

এ উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সঞ্চালনা করেন সেক্রেটারি ইউসুফ জসিম। সভায় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ সোসাইটিসহ বিভিন্ন জেলা, উপজেলা কমিউনিটি সংগঠন, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্টজন, সাংবাদিকসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সেমিট্রি ও ফিউনারেল হোম প্রকল্পের পরিচিতি পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া।

প্রকল্পটি উপস্থাপনকালে জাহিদ মিন্টু বলেন, নিউইয়র্ক স্টেটের অরেঞ্জ কাউন্টির মিডল টাউন এলাকায় ১২৬ একর ভূমিতে ৩টি ধাপে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এতে এক লাখের বেশী কবর সংকুলান হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ এবছরই শুরু হবে। মিডল টাউনের প্ল্যানিং বোর্ডেও অনুমতি স্বাপেক্ষ এবং সেমিট্রি'র বিধিমালা অনুসরণ করে প্রতিটি কাজ করা হবে। এতে দীর্ঘকায় মানুষ এবং শিশুদের জন্য কবরের ব্যবস্থা থাকবে। সেমিট্রিতে মসজিদ এবং বিশ্রামাগার থাকবে।

তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে ২৩ হাজার ৭১১টি কবর প্রস্তুত হবে। এরমধ্যে শিশুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ১৮'শ কবর। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে এখন ১৫ হাজার কবর বিক্রি হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মসজিদ, ব্যাক্তি ও কমিউনিটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কবর ক্রয়ের প্রস্তাব পেয়েছে তিনি। প্রতিটি কবরের দাম থাকবে ৭'শ থেকে ৮৫০ ডলারের মধ্যে।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাওলানা জুনায়েদ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সেক্রেটারি রুহুল আমিন সিদ্দিকী, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা- মুনা'র নির্বাহী পরিচালনক আরমান চৌধুরী, কমিউনিটির বিশিষ্টজন এটর্নি মইন চৌধুরী, শাহনেওয়াজ গ্রুপের সিইও মোঃ শাহনেওয়াজ, শাহ জে গ্রুপের সিইও শাহ জে চৌধুরী, ইমিগ্র্যান্ট হোম কেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, ট্রাস্টি কামাল পাশা বাবুল, সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোটাইটির উপদেস্টা নজির হোসেন, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, ট্রাস্টি খোকন মোশারফ, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া, সাবেক সেক্রেটারি বেলাল হোসেন (বিএনএস বেলাল), জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, জামাইকা ফ্রেন্ডস্ সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কোম্পানীগন্জ ওয়েলফেয়ার এশোসিয়েশনের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন সবুজ, আসাল'র প্রেসিডেন্ট মেসবাহ উদ্দিন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির এম এ আজিজ, সাংবাদিক আবু তাহের, সাংবাদিক শহিদউল্যাহ, ড্রামের কাজী ফৌজিয়া, বগুড়া সোসাইটির সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ, বাংলাদেশ সোসাইটির এম আজিজ, জামাইকা সোসাইটির ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জাহাঙ্গীর চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদের বক্তব্য সবার মাঝে আবেগ স্পর্শ করে। তিনি বলেন, এতোদিন শুধু কালচারাল নানা আয়োজনের সাথে জড়িত ছিলাম। আজকে এখানে এসে মনে হয়েছে সময় আর বেশী নাই। কবরের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নকর্তারা কবরের দাম কমানোর প্রস্তাব করেন। এসময় ড্রামের কাজী ফৌজিয়া প্রশ্নোত্তর পর্বে বিনামূল্যে নথিপত্র বিহীন প্রবাসী এবং বেওয়ারিশ লাশ দাফনের সুযোগ থাকবে কিনা প্রশ্ন রাখেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে জাহিদ মিন্টু সেমিট্রির সকল বিধিমালা অনুসরণ, মানবিক দিক বিবেচনা এবং সময় অনুযায়ী দামের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে বলে সভায় অবহিত করেন।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মীর্জা আবু জাফর বেগ। এবং সভা শেষে সবাই নৈশভোজে অংশ নেন।

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যোগ দিতে দেখা গেছে। স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের পক্ষেও নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ডালাস ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের স্লোগান দিতে দেখা গেছে। ১ মে সন্ধ্যা পর্যন্ত মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ২৪ ঘণ্টায় দেড় হাজারের বেশি লোকজনকে গ্রেফতারের সংবাদ পরিবেশন করেছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে আমেরিকায় ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল।এবারের আন্দোলন অতীত ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকার ইসরাইল তোষণ নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের সাথে নাগরিক সংগঠনগুলো যুক্ত হচ্ছে। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উত্তাল অবস্থা বিরাজ করছে। ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের সাথে এবারের আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য তখন আমেরিকার ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য (ড্রাফট) করা হচ্ছিল। নিজেরা অন্যায় যুদ্ধে যাবে না বলে ফুঁসে উঠেছিল আমেরিকার শিক্ষার্থীরা।

গাজায় হামলায় সরাসরি জড়িত নয়। কোন মার্কিন সৈন্য ইসরাইল বা প্যালেস্টাইনে নেই। ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতা (লিবার্টি এবং জাস্টিস)কে নিশ্চিত করে যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশের জন্ম। সেদেশের অগ্রসর যুব সমাজ একটি বিপন্ন জাতী ও জনগোষ্টির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে গাজার বিপন্নতার প্রকৃত চিত্র না পাওয়া গেলেও সামাজিক মাধ্যমের দৌরাত্মের এ সময়ে তথ্য গোপন রাখা যাচ্ছে না। গাজায় অমানবিক হামলা চালিয়ে নিরপরাধ নারী, শিশু এবং সাধারণ মানুষের ক্রমাগত মৃত্যু দেখে আমেরিকার দ্রোহী প্রজন্ম যেন জেগে উঠেছে। কলম্বিয়া , হার্ভার্ড, পেন স্টেট সহ বিশ্বের সবচেয়ে নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও তাদের জীবনকে বাজী রেখে, দমন নিপীড়নকে মোকাবেলা করে মানবিকতার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হচ্ছে প্রতিদিন।

গাজায় গত অক্টোবর থেকে ইসরাইলের হামলায় ৩৪ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হামাসের হামলার জবাবে ইসরাইল বোমা হামলা শুরু করে। মার্কিন সরকারের ক্রমাগত সমর্থনের প্রতিবাদে শুরু থেকেই নাগরিক সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে । স্থায়ী যুদ্ধ বিরতিতে ইসরাইলকে বাধ্য করার জন্য দাবি জোরালো হতে থাকে। জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মহলের ক্রমাগত নিন্দা ও আহ্বান সত্ত্বেও ইসরাইল মারমুখী অবস্থান থেকে সরে আসেনি।

শিক্ষার্থীদের দাবি, গাজায় যুদ্ধবিরতি, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানকে দূরে সরে আসার মতো বিষয়। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনের বিষয়টিও সামনে এসেছে।

আমেরিকার রাজনীতিবিদদের উপর ইসরাইলের হামলাকারী সরকারের সমর্থকদের ব্যাপক প্রভাব প্রকাশ্য। এ কারণেই সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন রাজনীতিবিদদের প্রভাবশালী অংশগুলো দমন নিপীড়ন করে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করছেন। নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেই ফেলেছেন, ছাত্র আন্দোলনের পেছনে নৈরাজ্যবাদীদের মদদ রয়েছে। এ আন্দোলনে বাইরের শক্তির জোগান রয়েছে এবং জঙ্গি যোগসাজশ খোঁজার চেষ্টা করছেন নিউইয়র্কের মেয়র সহ বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতাশীনরা।

আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়া উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক ধরনের নীরবতাই পালন করছেন। আগামী নির্বাচন নিয়ে তাদের প্রচারণা চালালেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতা দমনে স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ প্রথম শুরু হয়েছিল নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে গত ১৮ এপ্রিল প্রায় ১০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রেপ্তারের পরও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে চলছিল আন্দোলন। এরই মধ্যে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবন হ্যামিলটন হিল দখলে নেন শিক্ষার্থীরা।

তাঁবু সরিয়ে নিয়ে বিক্ষোভ বন্ধ করতে সোমবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। তবে তা না মানায় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার করা শুরু হয়। তারপরই হ্যামিল্টন হল দখল করেন বিক্ষোভকারীরা। ভবনে ‘হিন্দস হল’ লেখা একটি ব্যানার ঝুলিয়ে দেন তাঁরা। গাজায় নিহত শিশু হিন্দ রজবের সম্মানে এমনটা করা হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্বের অন্তত ছয়টি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থীদের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীরা ভবনটি দখলে রেখে বিক্ষোভ করেন। পরে মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সেখানে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। পুলিশকে ঠেকাতে ফটকের বাইরে মানবঢাল তৈরি করেন বিক্ষোভকারীরা। শেষ পর্যন্ত হ্যামিল্টন হলে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অনেক শিক্ষার্থীকে। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা অন্য বিক্ষোভকারীরা—‘লজ্জা, লজ্জা’, ‘ফিলিস্তিন মুক্ত কর’ স্লোগান দেন।

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক এডামস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা জন চেল বলেন, নিউইয়র্ক সিটি কলেজ থেকে ১৭৩ জন ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ১১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্বের অন্তত ছয়টি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থীদের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ইউনিভার্সিটি ও মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়েছে।

কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির কিউবেক ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীরা তাঁবু গেড়েছেন। পুলিশ এই তাঁবু গুঁড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটির মন্ট্রিলের কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতেও ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ হয়েছে।

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ হয়েছে মিসরের রাজধানী কায়রোয় আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে, ফ্রান্সের সায়েন্সেস পো অ্যান্ড সারবোন, ইনস্টিটিউট অব পলিটিক্যাল স্টাডিজ ও ইতালির স্যাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। যুক্তরাজ্যের লিডস ইউনিভার্সিটি, ইউসিএল ও ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেও বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।

কুইন্সের আইন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষী সিনিয়র ম্যানেজার আবশ্যক

"কুইন্সের খ্যাতনামা আইন প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় পারদর্শী হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। অত্যন্ত অরগেনাইজড, যোগাযোগে এবং জনসংযোগে চমৎকার দক্ষতা অপরিহার্য।
যোগ্য প্রার্থীকে ভালো বেতন দেয়া হবে। আইন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগ্রহীদের অনুগ্রহ করে ravi@gehilaw.com ইমেইলে রিজুমি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বয়কটের মুখে কেএফসির শতাধিক আউটলেট বন্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় কেএফসির শতাধিক আউটলেট সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর্থিক চ্যালেঞ্জের কারণে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে মালয়েশিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে সমর্থনের কারণে বয়কটের মুখে কেএফসি তাদের আউটলেট বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মতো মালয়েশিয়াতেও বিভিন্ন পশ্চিমা ফাস্টফুড ব্র্যান্ড বয়কটের মুখে পড়েছে।

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181
MD Tofazzal Hossain 1347-605-0593

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

অফিস সহকারি আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের একটি অফিসে কম্পিউটার এবং ইনস্যুরেন্সের কাজ জানা অফিস সহকারি আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-395-3945

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বাড়ি বিক্রয় !

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশান

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলহাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
917-442-8648

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগসহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ছড়াটে-র ঈদ পুনর্মিলনী ও বৈশাখী ছড়াড্ডা সম্পন্ন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ছড়া সংগঠন ছড়াটে-র নিয়মিত মাসিক আয়োজন ছড়াড্ডা'র এপ্রিল মাসের আসরটি পরিচালিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী ও বৈশাখকে কেন্দ্র করে। কুইন্সের হিলসাইডের ফরএক্স একডেমিতে একঝাঁক ছড়াকারের অংশগ্রহণে এবারের আসরে অতিথি ছিলেন সূদুর জার্মানি থেকে আগত একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক-সাংবাদিক নাজমুন নেসা পিয়ারি।

ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশোর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায়, লেখক নাজমুন নেসা পিয়ারি সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং ছড়াটে-র প্রশংসা করে বলেন "এই সংগঠনটির গঠনমূলক কার্যক্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবাক করার বিষয় হলো, বইমেলায় ছড়াটে-র স্টলে ভিড় লেগেই থাকে। আমি ছড়া ভালোবাসি, ছড়াটে-কে ভালোবাসি, তাই এতো দুর থেকে ছুটে এসেছি"। তিনি ছড়াটে-র সর্বাঙ্গীণ ও মঙ্গল কামনা করেন।

ঈদ ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর, ছড়াকারগণ বিশেষ করে বৈশাখ ও নববর্ষ নিয়ে ছড়া পাঠ করেন। আয়োজনে ছড়া পাঠ করেন ছড়াকার শাহ আলম দুলাল, ছড়াকার মনজুর কাদের, ছড়াকার খালেদ সরফুদ্দীন, ছড়াকার শাম্ স চৌধুরী রুশো, ছড়াকার শাহীন ইবনে দিলওয়ার, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ, ছড়াকার মিনহাজ আহমেদ, ছড়াকার সুমন শামসুদ্দিন, গীতিকার-ছড়াকার ইশতিয়াক রুপু, কবি মিশুক সেলিম, শহীদ উদ্দিন প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড জন্মহার হ্রাস

নিউজ ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু জন্মের সংখ্যা রেকর্ডভাবে কমেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর দেশটিতে শিশু জন্মের সংখ্যা কমেছে প্রায় ৭৬ হাজার। যা ১৯৭৯ সালের সর্বনিম্ন সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। সংস্থাটি জন্মহার হ্রাসকে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালে প্রায় ৩.৫৯ মিলিয়ন শিশুর জন্ম হয়েছিল যা ২০২২ সালে ৩.৬৬ মিলিয়ন থেকে কম।

সংস্থাটি জানায়, এই তথ্য আগের বছরের চেয়ে ৯৯ শতাংশ বেশি জন্ম রেকর্ড করে তুলনা করা হয়েছে। সকল জন্মসনদ পর্যালোচনা করলে এর সংখ্যা সামান্য তারতম্য হতে পারে বলে জানায় সিডিসি।

ব্যক্তিগত অর্থবিষয়ক ওয়েবসাইট নিরড ওয়ালেটের সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক জরিপে দেখা যায়, ৬০ বছরের কম বয়সী নন-অভিভাবকদের মধ্যে কেবল ২৭ শতাংশ মানুষ সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। এর কারণ হিসেব অতিরক্তি ব্যয়কে তুলে ধরেছেন অনেকে।

কিশোরী এবং অল্প বয়স্ক মহিলাদের জন্মের হার কমছে। তবে ৩০-৪০ বছর বয়সীদের জন্মহার বেড়েছে। যা পরিবার পরিকল্পনার আগে নারীদের ক্যারিয়ার গড়ায় গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে।

এদিকে জন্মহার অত্যাধিক হারে হ্রাস পাওয়া বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমাজবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ নিকোলাস মার্ক। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ মানুষ উচ্চস্তরে

করোনার আগে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার কম ছিল। মহামারী চলাকালীন জন্মহার বাড়লেও এখন তা আবার কমতে শুরু করেছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ জীবনযাত্রার খরচ হতে পারে।

জাকারিয়ার ছোট্ট কাঁধে বিশাল দায়িত্বের বোঝা!

রোমেনা রোজী

জাকারিয়া সারসাক, বয়স মাত্র ১২। যে বয়সে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলাধুলা আর স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সেই নিয়তির খেলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সে হাসপাতালের করিডোর। গাজার এই বালকের সেই সুযোগ নেই বন্ধুদের সাথে খেলা করার। তার এখন দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অ্যাম্বুলেন্স ক্রুদের সঙ্গে গাজা উপত্যকার এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়িয়ে। জাকারিয়ার কাজ ইসরায়েলের হামলায় নিহতদের মরদেহ সংগ্রহ ও আহতদের জীবন বাঁচানো। গাজার আল আকসা হাসপাতালে সেচ্ছাসেবী হিসেবে নাম লিখিয়েছে জাকারিয়া।

গাজা উপত্যকার সর্বকনিষ্ঠ প্যারামেডিক ১২ বছরের জাকারিয়ার একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে এবিসি নিউজ।

জাকারিয়া বলে, প্রতিদিন সংঘর্ষের ভয়াবহতা দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। তার এখন একটাই ইচ্ছা—২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আগের জীবন ফিরে পাওয়া, যেদিন থেকে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত।

গত ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলার জবাবে সেদিনই পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। নির্বিচার সেই আক্রমণে প্রাণ গেছে ৩২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির, আহত হয়েছে ৭৪ হাজারের বেশি।

ইসরায়েলের আক্রমণের ভুক্তভোগীদের বড় একটি অংশ জাকারিয়ার সমবয়সি অথবা তার চেয়ে ছোট। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, অন্তত ইসরায়েলের হামলার ফলে অন্তত ১৩ হাজার শিশু নিহত হয়েছে। এর মধ্যে খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় মারা যাওয়া শিশুরাও রয়েছে।

জাকারিয়া জানায়, 'আমরা শহিদদের নিয়ে যাই, আহতদের নিয়ে যাই। তাদের হাসপাতালে রেখেই আবার ছুটি আহত এবং শহিদদের নিয়ে আসতে।'

জাকারিয়া জানায়, কোথাও আক্রমণ হওয়ার খবর পেলেই বড়দের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সে। তাদের জন্য ব্যান্ডেজ, টর্নিকেটসহ অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম বহন করে। আহতদের স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাতে এবং অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামাতে সাহায্য করে।

সহকর্মীরা তার এই সাহায্যকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেন বলে জানায় জাকারিয়া।

নিজের কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে এবিসি নিউজকে বলে, 'একটু ভয় তো লাগেই। [আহত বা নিহত] কাউকে দেখলেই বুকে ব্যথার মতো অনুভূতি হয়...আর ভয় লাগে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে আহত শিশুদের দেখে।'

জাকারিয়া জানায়, বাড়ির বাইরে ইসরায়েলি ট্যাংক হাজির হতেই পালাতে বাধ্য হয়েছিল সে আর তার পরিবার। বাড়ি থেকে পালিয়ে তারা আশ্রয় নেয় আল-আকসা হাসপাতালে। আশ্রয় পাওয়ার পর সেখানকার চিকিৎসকদের সঙ্গে পরিচয় হয় জাকারিয়ার। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যসেবী হিসেবে কাজ শুরু করে সে।

গত জানুয়ারিতে আল-আকসা হাসপাতালে আক্রমণ চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। সেই আক্রমণের মুখে হাসপাতাল ছেড়ে পালাতে হয় জাকারিয়ার পরিবারের সদস্যদের।

মার্চের শেষদিকে রাফায় গিয়েছিল সে, তখন সর্বশেষ পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় তার। কিন্তু মাত্র একদিন পরিবারের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পায় জাকারিয়া। এর পরই তাকে স্বাস্থ্যসেবীর কাজ করতে আল-আকসা হাসপাতালে ফিরতে হয়।

জাকারিয়া জানায়, পরিবারের সঙ্গে থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল তার। কিন্তু সে মনে করে, স্বাস্থ্যসেবীর কাজটা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন এ কাজ ছাড়া সম্ভব নয়।

পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের অনুভূতি জানাতে গিয়ে জাকারিয়া বলে, 'ওদের সঙ্গে দেখা হয় না বলে খুব খারাপ লাগে। দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের আবার এক করে দেন।'

যুদ্ধের আগে কোন জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, জানতে চাইলে জাকারিয়া বলে, 'স্কুলের কথা, শিক্ষকদের কথা খুব মনে পড়ে আমার।'

একেবারে চোখের সামনে সজ্ঘাতের ভয়াবহতা দেখার পরও জাকারিয়া স্বপ্ন দেখে, এ সজ্ঘাত একদিন শেষ হবে, তারপর শান্তির একটা জীবন পাবে সে। দায়িত্ব কখনো বয়স মানে না জাকারিয়া সেচ্ছাসেবী হিসেবে আল আকসা হাসপাতালে কাজ করে সেটাই প্রমাণ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

যুদ্ধ শেষ করার আকুল আকুতি জানিয়ে সে বলে, 'আমরা এ যুদ্ধের শেষ চাই।'

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার
বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়
2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash
Notary Public
$$$$
Successful Transfer
SEND
৳৳৳৳
Payment Received
RECEIVED
Fast, Secure &
Reliable Remittance
DHAKA BANK LIMITED
aibl
SBAC
JAMUNA BANK
SIBL
UCB
Contact Us
718-406-9745
We Are Authorized Agents
World Tours & Travel
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10%
Discount
on Flight Booking
Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK
Emirates
QATAR
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
Book Online
www.globaltravelbd.com
• All domestic & international flights any country
• No extra charge for credit card
• No hidden charges
• 24/7 customer support
US: 718-406-9745
BD: 01810140650
24/7 customer support
Global Travel & Tours
World Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206,
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000
24/7 Hotline: 718-406-9745

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ২৫ এপ্রিল , বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি ও রোওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগ এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ বিভিন্ন স্বাস্হ্য সেবা প্রদান করা হয়।

এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে। কোনো ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কমিউনিটির সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন সহ অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

বিএএসজের ফুড ব্যাংক

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ‘ফুড ব্যাংক’ এর আয়োজন করা হয়। ২৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২৭০৯, ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম চলে।

ফুড ব্যাংকনকার্যক্রম এর আওতায় দুধ, ডিম, শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে “কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি”।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন পাঠান, আবু নসর, বেলাল হোসেন, বেলাল উদ্দীন , আমিন খান, আফিয়া নাসরিন, মোঃ নাসির উদ্দীন প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ শিক্ষার্থী বহিস্কার

ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ

ইমা এলিস

গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেওয়ায় বিশ্বখ্যাত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশিসহ ৮ শিক্ষার্থীকে বহিস্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই অভিযোগে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী মায়মুনা ইসলাম নুহা'র রুমমেটসহ ৬ জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নুহা'র বাবা মনির হোসেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের বাসিন্দা মনির হোসেন জানান, সাম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ প্রতিবাদ করছে তারই অংশ হিসেবে বিশ্বখ্যাত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৮ জন শিক্ষার্থীকে বহিস্কার করেন। এর মধ্যে তার মেয়ে মায়মুনা ইসলাম নুহাও রয়েছেন।

তিনি বলেন গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিকভাবে ফ্রন্ট লাইন ফাইটার প্রতিবাদী হিসেবে কাজ করেছেন তার মেয়ে নুহা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নুহা'র রুমমেট ও মিনেসোটার কংগ্রেসওমেন ইলহান আবদুল্লাহি ওমরের মেয়ে ইসরা হিরসিসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে বলে জানান মনির।

নুহা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে নিউরো সায়েন্সের তৃতীয় সেমিস্টারে পড়াশোনার পাশাপাশি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকুরিও করছেন। গ্রেপ্তার এড়াতে নুহা লুকিয়ে ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ ঘটনায় নুহা মানসিকভাবে ভেঙে পরেনি। এখনও সাহসিকতার সাথে সঙ্গীদের নিয়ে নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের প্রতিবাদের সঙ্গে বিশ্বখ্যাত আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড, এমআইটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানবতার পক্ষের আন্দোলনে ক্রমশ যুক্ত হতে শুরু করছে। তারা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় ইসরাইলের ফান্ড প্রত্যাখানের দাবি জানাচ্ছেন। তারা অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের দাবি করছে গাজায়। ইহুদী সম্প্রদায়ের অনেকেও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। নুহার বাবা মনির হোসেনের বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায়।

গাজা নীতির বিরোধিতা করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের পদত্যাগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের নৃশংস হামলার বিষয়ে ওয়াশিংটনের নীতির বিরোধিতা করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আরবি ভাষার মুখপাত্র হালা রারিত পদত্যাগ করেছেন। একই নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে মার্কিন দপ্তরের তৃতীয় কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পদত্যাগ করলেন। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, হালা রারিত

হালা রারিত

দুবাই আঞ্চলিক মিডিয়া হাবের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন এবং ১৮ বছর আগে একজন রাজনৈতিক ও মানবাধিকারবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে স্টেট ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে তিনি লিখেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের গাজা নীতির বিরোধিতা করে ১৮ বছর মর্যাদাপূর্ণ সেবাদান শেষে আমি ২০২৪ সালের এপ্রিলে পদত্যাগ করেছি।’

পদত্যাগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে হালা রারিত বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, স্টেট ডিপার্টমন্ট কর্মকর্তাদের সরকারের নীতির সঙ্গে মতানৈক্য থাকলে তা প্রকাশ করতে পারে। প্রায় এক মাস আগে, পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার ব্যুরোর অ্যানেল শেলাইন পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

ভুল চিকিৎসা বলার অধিকার কারও নেই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, একমাত্র বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) ছাড়া অন্য কারও ভুল চিকিৎসা অধিকার নেই। আজ বুধবার সকালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সে অনুষ্ঠিত ১২তম আন্তর্জাতিক এবং দ্বিতীয় এসিএনএস-বিএসএনএস হাইব্রিড কনফারেন্স ও ক্যাডাভেরিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চিকিৎসকদের সুরক্ষা আইন আমি পাস করাবোই, যেভাবেই হোক। কারণ আমার একটা দায়িত্ব চিকিৎসকদের সুরক্ষা দেওয়া। সেই সঙ্গে রোগীদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও কিন্তু আমার। কোনো চিকিৎসকের অবহেলা আমি সহ্য করব না।’

তিনি বলেন, ‘ভুল চিকিৎসা বলার অধিকার আমারও নেই, কারও নেই। ভুল চিকিৎসা বলার অধিকার একমাত্র বিএমডিসির। ভুল চিকিৎসার অজুহাতে চিকিৎসকের ওপর যেভাবে আক্রমণ হয়, সেটা খুবই ন্যক্কারজনক।’

‘যে কয়টি ঘটনা আমি মন্ত্রী হওয়ার পরে আমার নজরে এসেছে, প্রত্যেকটাতেই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে প্রথমেই বলেছি, অ্যারেস্ট করতে হবে। একজন চিকিৎসককে ভুল চিকিৎসার নাম করে যেভাবে মারধর করা হয় তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সের যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক বদরুল আলম, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব এহতেশামুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক শফিউল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন।

জাপার ভবিষ্যত অন্ধকার: ফিরোজ রশীদ

ঢাকা অফিস

জাতীয় পার্টিতে জনগণের আস্থা নেই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার—বলে মন্তব্য করেছেন দলটির একাংশের নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলটির ঘুরে দাঁড়ানোও কঠিন বলে জানান তিনি। দলটির অন্য নেতারা জানান, প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিএনপির বিকল্প হিসেবে নতুন জাতীয় পার্টিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ষষ্ঠবারের মতো ভাঙনের মুখে পড়ে চলতি বছরের ৯ মার্চ। রওশন এরশাদকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে মুল দল থেকে আলাদা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে আরেকটি জাতীয় পার্টি।

এই অংশের নেতারা শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে পার্টির নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, ‘জাতীয় পার্টিতে কোনো রাজনীতি নেই, আছে তোষামোদী আর অন্যের বন্দনা। এ অবস্থায় নতুন দল করেও জাতীয় পার্টির দিকে মানুষকে টানা খুব কঠিন।’

কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, ‘খুবই খারাপ লাগে বলতে, জাতীয় পার্টির ভবিষ্যত এই মুহূর্তে একদম অন্ধকার।

৭ জানুয়ারি রুহেলকে জেতাতে অনেক অপকর্ম করেছি

আ.লীগ নেতার মন্তব্য

শিহাব উদ্দিন শিবলু,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম

জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া

মিরসরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া বলেছেন, ‘গত ৭ জানুয়ারি জননেত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থী, প্রিয় নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সুযোগ্য সন্তান মাহবুব উর রহমান রুহেলকে জেতানোর জন্য আমরা অনেক অপকর্ম করেছি। আগামী ৮ তারিখ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো অপকর্ম ছাড়া ভোট কেন্দ্র খোলা রাখবো।’ ২৯ এপ্রিল সোমবার বিকেলে মিরসরাই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে শেখ মোহাম্মদ আতাউর রহমানের ঘোড়া মার্কার সমর্থনে উপজেলার বড়তাকিয়া ইভা কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে কর্মী সমাবেশ তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শেখ আতাউর রহমান (ঘোড়া), প্রচার সম্পাদক প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম জাহাঙ্গীর ভুঁইয়া, বারইয়ারহাট পৌরসভার সাবেক মেয়র নিজাম উদ্দিন ভিপি, দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম আবু সুফিয়ান বিপ্লব, খইয়াছড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জাহেদ ইকবাল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ভোটকেন্দ্র দখল নিয়ে একেএম জাহাঙ্গীর ভূঁইয়া বলেন, ‘আমাদের প্রার্থী বলেছেন আপনি ভোটকেন্দ্রে আসবেন, যাকে খুশি তাকে ভোট দিবেন। আমাদের কোন আপত্তি নাই। যদি কেউ ভোটকেন্দ্র বন্ধ করার পায়তারা করে, একজনে একাধিক ভোট দেওয়ার চেষ্টা করে, আমরা ভোটকেন্দ্র বন্ধ করে সেখানে বিক্ষোভ করবো।’ তিনি বলেন, আমরা কোনো অবস্থাতে আর কোনো অপকর্ম চাই না। ভোট নিয়ে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আজ বিএনপি ভোটকেন্দ্রে যায় না, আওয়ামী লীগের লোকেরাও ভোটকেন্দ্রে যেতে চায় না।

নিউইয়র্কে দুই

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভার্জিনিয়া থেকে সপরিবার বাফেলোতে আসেন। ইউসুফের সঙ্গে নির্মাণকাজের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন বাবুল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইউসুফের বাফেলোর বাড়িতে কাজ করছিলেন বাবুল। এমন সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক তাঁদের কাছে কিছু অর্থ দাবি করেন। উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে যুবকটি তাঁদের ওপর গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। বাফেলো পুলিশ বলছে, হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চলছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি বিভিন্নভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন। কেউ পুলিশের হাতে, কেউ দুর্বৃত্তদের হাতে।

সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে আমেরিকায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

আছে আমার বলেও এসময় উল্লেখ করেন তিনি।

বর্তমান দেশের নানান সমস্যা নিয়ে জানতে চাইলে ক্যাপটর ইউএসএ’র সিইও বলেন, আমার যদি সচেতন না হই, দেশের সকল নাগরিক যদি প্রত্যেকে নিজেদের জায়গা থেকে সচেতন না হয় তাহলে পরিবর্তন আনা খুব কঠিন। কে কি করলো, কোন রাজনৈতিক দল কি করলো তা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট হয়ে প্রায় ৮০ ভাগ। দেশে নানা ক্ষেত্রে চলে পাওয়ার গেইম। একজন আরেকজনের উপর ক্ষমতা দেখাতে চায়। যা আসলে দেশটাকে একেবারেই ক্ষতির সম্মুখিন করতেছে। সবকিছু একটা সঠিক নিয়মের মধ্যে আসার প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। তাহলে সবকিছুই এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

দেশের ভালো লাগার বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, পৃথিবীর কোথাও দেশের মানুষের সফলতা দেখলেই গর্ভে বুকটা ভরে ওঠে। দেশের কোন শিক্ষার্থী ফুল স্কলারশিপ নিয়ে যখন আমেরিকাতে পড়তে আসে তখনে খুব ভালো লাগে। এরপরে খেলাধুলায় বাংলাদেশের জয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই।

বর্তমানে ইমিগ্রিশেন এন্ড বিজনেস কনসালটিং ফার্ম নিয়ে কাজ করছেন ইফতেখার আহমেদ। তিনি বলেন, এখানে আমি বাংলাদেশ কমিউনিটি সদস্যদের কিভাবে একটি বিজনেস এক্সপেনশন করা যায় তা নিয়ে হেল্প করি। আমেরিকায় কোন ব্যবসাতে ফান্ড কিভাবে ব্যাংকলোন করতে হয়। এ ধরনের সকল কাজে আমি তাদেরকে হেল্প করি। এছাড়া এখানে কমিউনিটিতে যত বৃদ্ধ মা-বাবা ভাইবোন আছেন তাদের মধ্যে যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ তাদের টেক কেয়ার করার জন্য নার্সিং এর সেবা সেটা আমি দিয়ে থাকি। আমার কোম্পানীল থ্রোতে দিয়ে থাকি। আর এ কাজের জন্য বাঙালী কমিউনিটিতে সবাই মোটামুটি আমাকে চিনে।

> দেশের সবাইর মধ্যে যদি সততা, সম্মান, আন্তরিকতা থাকে তাহলে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে সেরা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে মেধাবিদের খনি।

দেশের সিস্টেম অনুযায়ি কাজ করলে হলে অনেক কিছুতে সফলতা আসবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আমাদের সিস্টেমকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে অনেককিছুতেই সফলতা আসবে। ধরেন একজন সচিবও জানে যে, একটা প্রজেক্ট কি সিস্টেমে করলে ভালো হবে। কিন্তু সে সেটা করে না। কারন এটার সাথে অনেক কিছু জড়িত। তাই আমার কথা সবাই যদি সিস্টেম অনুযায়ি কাজ করে তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ধরেন একটা পত্রিকা অফিস একটি সিস্টেমের মধ্যে কাজ করে। প্রথমে রিপোর্টার সংবাদ পাঠায়। একজন তা রি-চেক করে। এরপরে সেটা প্রুফ রিডার দেখেন, এরপরে সেটা ম্যাকআপ হয়ে প্রেসে চলে যায়। এই যে সিস্টেম সেটা দেশের সকল কিছুতে থাকলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

দেশের সবাইর মধ্যে যদি সততা, সম্মান, আন্তরিকতা থাকে তাহলে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে সেরা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের দেশে মেধাবিদের খনি। আমার দেশের মেধা দিয়েই চলছে পৃথিবীর অনেক কিছু। কিন্তু আমরা কেন পারছি না। কারন আমরা এ মেধাবীদের সঠিকভাবে গাইড করছি না। অনেকক্ষেত্রে তাদের মেধাকে ধ্বংস করছি। আমাদের উচিত এ মেধাবিদের পরিকল্পনা অনুযায়ি কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

ইয়র্কবাসীদের জন্য ২০২৫ সালে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সঙ্কটগুলি বাড়িয়েছে যা অবিলম্বে সমাধান করা দরকার বলে মনে করেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। অ্যাডামস্ বলেন, 'এ সময় নিউইয়র্ক সিটি কর্মীবাহিনীর সাথে দীর্ঘ মেয়াদী শ্রম চুক্তি নিষ্পত্তি করার জন্য খরচের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। এই বহু অসুবিধার মধ্যেও আমাদেরকে আশ্রয়ের সন্ধানে থাকা পরিবারগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য সঙ্কট মোকাবেলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার ২৯শে এপ্রিল, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রাথমিক সতর্কতা সংকেত স্পষ্ট ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আসন্ন সঙ্কটটি থেকে নেভিগেট করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হবে এবং আমরা দ্রুত সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ না করলে বাজেটের ব্যবধান কয়েক বিলিয়ন ডলার হবে। আমরা জানতাম, আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমাদের পছন্দগুলি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে আমাদের সঠিক কাজটি করতে হবে। এই কঠিন সিদ্ধান্তগুলি না নিলে শ্রমিক শ্রেণীর নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সঙ্কট আরও দুঃখজনক হতো এবং আমাদের শহরের সুস্বাস্থ্যে টান পড়তো। আমরা তাই আসন্ন ঝড় থেকে বাঁচতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমরা মৌলিক প্রশাসন, প্রতিষ্ঠিত সংস্থা রিজার্ভ তহবিলগুলির সাথে তাল মিলিয়ে শরণার্থী অনুসন্ধানকারী যত্নের ব্যয় হ্রাস করার কৌশলগুলি কার্যকর করেছি।'

আমাদের দৃঢ় আর্থিক প্রশাসন এবং দ্ব্যর্থহীন ক্রিয়াকলাপের কারণে, সেইসাথে প্রত্যাশিত-এর চেয়ে শক্তিশালী কর রাজস্ব, আমাদের শহরের আর্থিক দৃষ্টিকোণ ভারসাম্যপূর্ণ রেখেছে। আমরা বড় পরিসেবার বাধা, ছাঁটাই বা ট্যাক্স বৃদ্ধিতে এক শতাংশ ছাড়াই বাজেটের ভারসাম্য রক্ষার আইনি প্রয়োজনীয়তা অর্জন করেছি। আর্থিকভাবে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে, আমরা একইভাবে গড় ব্যক্তিদের জন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা ৮০,০০০ মানব পরিসেবা শ্রমিকদের জন্য দৈনন্দিন জিনিসপত্রের পরিবর্তনের জন্য খরচ বহাল রেখেছি — মৌলিকভাবে মহিলা এবং বিভিন্ন বর্ণের মহিলাদের লক্ষ্যে যেন তারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটি পরিবার গড়ে তুলতে পারে৷ হল নিয়োগের মাধ্যমে এবং অনলাইন চাকরি অনুসন্ধান পোর্টাল চালু করার মাধ্যমে(যা চাকরিপ্রার্থীদের সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সাথে সংযুক্ত করে) আমরা সম্প্রতি চাকরির NYC চালু করেছি, যা দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি এবং ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণের সুযোগ নিয়ে আসার জন্য একটি সম্পূর্ণ সরকারি কৌশল।

উপরন্তু, আমরা অত্যাবশ্যক, দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা উদ্যোগে অর্ধ-বিলিয়ন ডলারের বেশি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি যা ফেডারেল সরকারের উদ্দীপনা তহবিল দ্বারা সমর্থিত ছিল। এর মধ্যে একটি হল আমাদের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তা প্রদানের জন্য স্কুলগুলিতে ৫০০টিরও বেশি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ রাখা। আমাদের সবচেয়ে দুর্বল বা প্রয়েজনীয় নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য পেশাগত, বক্তৃতা এবং শারীরিক থেরাপির পরিস্বাগুলো প্রসারের মাধ্যমে স্পেশাল এডুকেশনে প্রি-কে প্রোগ্রামগুলির জন্য তহবিল বাড়ানো, প্রয়োজনীয় আর্টস প্রোগ্রাম, বহুভাষিক প্রোগ্রামগুলি রাখাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপরন্তু, আমরা আমাদের থ্রি-কে এবং প্রি-কে প্রোগ্রামগুলিতে উপলব্ধ আসনগুলি সম্পর্কে অভিভাবক এবং যত্নশীলদের জানাতে তাদের সাথে যোগাযোগ করছি। এই শিক্ষামূলক উদ্যোগগুলির অনেকগুলি এখন পুনরাবৃত্ত অনুদান দ্বারা সমর্থিত, যা তাদের অব্যাহত সুরক্ষা নিশ্চিত করে।'

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অ্যাডামস্ শহরের জননিরাপত্তা রক্ষা, অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং নিউ ইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

রাস্তা এবং সাবওয়েতে ১২০০ অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার এবং দুটি NYPD কোর্সের সাথে শহরবাসীর জননিরাপত্তা অনেকটাই উন্নত হয়েছে। হত্যা, গুলাগুলি কমানোর জন্য প্রশাসনের প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, সমস্ত একাডেমি কোর্স এখন ২০২৪ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থায়ন করা হয়েছে, যা আগামী বছরগুলিতে নিউ ইয়র্কবাসীদের সুরক্ষার জন্য ৩৫,০০০ ইউনিফর্মধারী পুলিশ অফিসারদের ট্র্যাকে রাখে। দেশের সবচেয়ে নিরাপদ প্রধান শহরটি ক্রমশ আরো নিরাপদ হয়ে উঠছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে ফিরিয়ে আনে। আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং পরিস্থিতির মাধ্যাকর্ষণকে আমরা দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ না করলে আমাদের যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হতো, তা বিবেচনা করলে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।'

প্রশাসনের দৃঢ় সংকল্প এ কঠোর পরিশ্রমের কারণে শহরের চারপাশে শুধুমাত্র গুলাগুলি এবং হত্যাকাণ্ডের সংখ্যাই কমেনি বরং পুরো বছরের জন্য মাসের পর মাস অপরাধ কমেছে। মহামারী চলাকালীন প্রাইভেট সেক্টরের হারানো চাকরিগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে। এই প্রশাসনের অধীনে তিন লাখ এরও বেশি নতুন চাকরির সৃষ্টি হয়েছে, যা শহরের ইতিহাসে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বেশি।

অ্যাডামস্ বলেন, 'কর্পোরেট এবং আবাসিক বর্জ্যকে কন্টেইনারাইজ করার মাধ্যমে এবং আবর্জনার পরিমাণ কমিয়ে শহুরে জীবনের উল্লেখযোগ্য মানের সমস্যাগুলিও সমাধান করেছি। উপরন্তু, আমরা ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ১০০ শতাংশ সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্প নির্মাণের জন্য উইলেটস পয়েন্ট ট্রান্সফরমেশনের অনুমোদন পেয়েছি, এক বছরে আমাদের শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নতুন নির্মিত সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের জন্য অর্থায়ন করেছি। আমাদের "সিটি অফ ইয়েস" পরিকল্পনা কয়েক দশক-পুরাতন জোনিং আইন আপডেট করবে যা আমাদের শহরে জরুরি আবাসন নির্মাণ করা সহজ করে তুলবে। আলবানি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় বাজেট অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে আমাদের সব সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য অর্ধ মিলিয়ন নতুন সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্য আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটি ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে মূল মানগুলি গাইড করতে হবে। আমরা সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য নিরাপদ, আরও ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধ শহর গড়ে তুলতে বদ্ধপরিপকর।'

নিউইয়র্ক বিএনপির ব্যানারে বিতর্কিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন। এছাড়াও প্রধান বক্তা, গেস্ট অব অনার, বিশেষ অতিথি হিসেবেও নির্বাচিত ৩ কমিটির কোন নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি দেখা যায়নি। কমিটির নেতৃবৃন্দের বাইরে গিয়ে এ ধরনের আয়োজনকে দলীয় কোন্দল সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে ব্যক্ত করেন অনেকেই।

এ বিষয়ে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির নব নির্বাচিত সভাপতি মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান বলেন, এই আয়োজন সম্পর্কে আমি ও আমার কমিটি অবগত নই। নব নির্বাচিত কমিটি হিসাবে তারা আমাদের বিষয়টি জানাতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি।

দলীয় অনুষ্ঠানে কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠিত বিএনপির বৈধ কমিটি থাকতে নিউইয়র্কে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নাম দিয়ে অনুষ্ঠান করাকে দলীয় কোন্দল মনে করেন কিনা এমন প্রশ্ন করলে বিষয়টি এড়িয়ে যান নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির নবনির্বাচিত এ সভাপতি।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো. বদিউল আলম বলেন, বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নামে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টি আমরা আমাদের উর্ধতন নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছি। তারাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন।

অনুষ্ঠানের গেষ্ট অব অনার সাবেক বিএনপি নেতা এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি বলেন, এখানে কোন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি নেই। তাই বিএনপির নামেই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকৃত আরো ৩ বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা বাস করেন নিউইয়র্কে। তারা অনুষ্ঠানের কথা না জানার কারণ প্রসঙ্গে বলেন, এখানে বিএনপির একজন নেতা উপস্থিত ছিলেন বাকি ৩ জনকে অনুষ্ঠানে কে সিনিয়র আর কে জুনিয়র হবেন এই ভেবে দাওয়াত দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে তাদের জন্যও অনুষ্ঠান করা হবে। একই সাথে অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করা হয় বলে উল্লেখ করেন এবং সরকার বিরোধী প্রচারণা হয়েছে বলে দাবী করেন।

সদ্য নির্বাচিত মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরি বলেন, বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করার সময় মূল বিএনপি নেতারা এই অনুষ্ঠানে আসেনি। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে দ্বিধাবিভক্তির জন্যই এই অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ এপ্রিল দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন হোটেলে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, মহানগর উত্তর ও মহানগর দক্ষিণ বিএনপির কমিটি গঠিত হয়। বিএনপির এই ৩ শাখার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরই বিজয়ীরা জড়ো হন জ্যাকসন হাইটসে। এসময় নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা। বিএনপির এই চাঙ্গা অবস্থানের সময় অনুষ্ঠানটি কোন্দলের সূত্রপাত ঘটান বলে মন্তব্য করেন একাধিক বিএনপি নেতা।

ওরলান্ডোতে ‘জয় বাংলা’ কনসার্ট

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডা: মুরাদ খান ঠাকুর, তিনি বলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আজ বিশ্বের ইতিহাসে মর্যাদার আসনে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। এই বাংলাদেশটাই আমাদের সোনার বাংলা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্বা শামিম মৃধা, তিনি বলেন আমাদের স্বাধীনতা আমাদের অহংকার। আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে আপসোস করে আজ বাংলাদেশ যে জায়গায় দাড়িয়ে, শহিদ মুক্তিযোদ্বাদের জীবন দান আজ সার্থক।

বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্যে রাখেন, সাব্বির রহমান, তিনি বলেন সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগরের জয় বাংলা কনসার্ট শহরের একটি অনন্য আয়োজন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আসিফ কাজি সুকন বলেন, বাংলাদেশটা নিয়ে আমাদের গর্ব আর অহংকারের শেষ নাই। বাংলাদেশটা জাতিসংঘের রোল মডেল ।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক নাজিমউল্লাহ লিটন বলেন, উপদেষ্টাদের উৎসাহে জয় বাংলা কনসার্ট নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে।

ওরলান্ডোর ওকরীজ স্কুলে সন্ধ্যা থেকে নানা শহরের প্রবাসীরা সপরিবারে উপস্থিত হন। ছিল নানা রকম স্টল ও নানা রকমের খাবারের দোকান। ওরলান্ডোর সব গুলো সংগঠনকে মঞ্চে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন আনোয়ার হোসেন সেন্টু। যা শহরের সব সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠানের মুল শিল্পী মমতাজ মঞ্চে সংগীত পরিবেশন এর পুর্বে একটি চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী ইসরাত জাহান তিথি। রাত ৯. ৪৫ মিনিটে মঞ্চে আসেন শিল্পী মমতাজ। মমতাজ কে পেয়ে দর্শকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। দীর্ঘ ১৮ বছর পর মমতাজ ওরলান্ডোর স্টেজে গান পরিবেশন করেন। মমতাজ একে একে অনেকগুলো গান পরিবেশন করেন। জয়বাংলা কনসার্ট মমতাজের পরিবেশনায় জমে উঠে। সাবেক সাংসদ সদস্য মমতাজ বেগম ওরলান্ডোবাসীকে ধন্যবাদ জানান ও দর্শকমহল এর অনুরোধে নেচে গেয়ে দর্শকদের আনন্দদান করেন।

মমতাজ দীর্ঘ সময় “আমাকে পুরাতে তুমার এত আয়োজন “ গানটি দিয়ে শুরু করে তার জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন।

নিউইয়র্ক এর শিল্পীরা, উপস্থাপিকা সোনিয়া ও নিউইয়র্ক এর যন্ত্র শিল্পীরা ওরলান্ডোর আতিথেয়তার ভুয়সী প্রশংসা করেন। জয়বাংলা কনসার্ট এর পেছনে জড়িত ছিলেন, বাহার হোসেন, মহসিন মিয়া, নাজিমউল্লাহ লিটন,মুরাদ হোসেন, আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক জুয়েল সাদত, শামীম মৃধা, কাজী আসিফ সুকন, নুজহাত নাজিয়া, সাইদ হোসেন,সায়েমা সাব্বীর ও মিজান মোস্তফা প্রমুখ। অনুস্টানের শেষ পর্যায়ে সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টু, সাধারন সম্পাদক নাজিম উল্লাহ লিটন ও সাংঘঠনিক সম্পাদক বাহার হোসেন সকলকে ধন্যবাদ জানান।

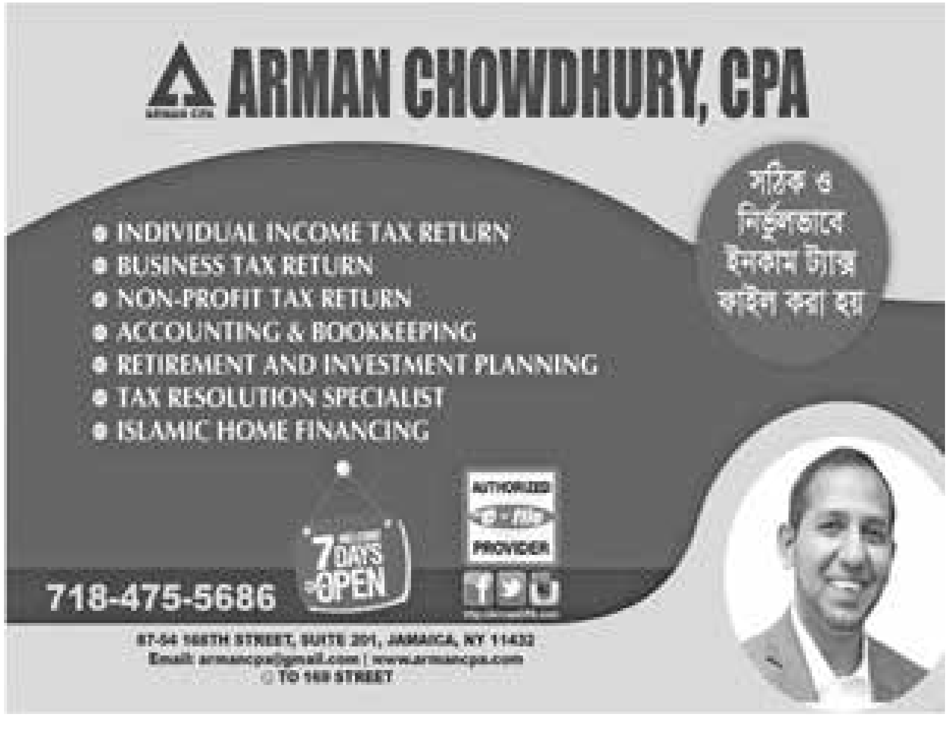

সাহসী ও আপসহীন লেখক হুমায়ুন আজাদ আমাদের প্রেরণা

ইমরান ইমন

বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করার পেছনে যে ক'জন সাহিত্যজনের অবদান অনন্য—তাদেরই একজন হুমায়ুন আজাদ। বাংলা সাহিত্য অঙ্গণে অনন্য মননশীল, বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় সাহিত্যিক তিনি। গুণী এই সাহিত্যিককে বলা হয়ে থাকে প্রথা ভাঙ্গার রূপকার, বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতি ভাষ্যকার ও কিশোর সাহিত্যিক।

১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল হুমায়ুন আজাদ মুন্সীগঞ্জের রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাবা-মায়ের বড় সন্তান ছিলেন। ১২ আগস্ট বহুমাত্রিক মননশীল এই লেখকের প্রয়াণ দিবস। ২০০৪ সালের ১২ আগস্ট জার্মানিতে অবস্থানকালে আকস্মিকভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে হুমায়ুন আজাদ বাংলা সাহিত্যে যোগ করেন এক ভিন্নমাত্রা। তিনি ৭০টির বেশি বই লিখেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছেন নবতর ধারা।

ছাত্রজীবন থেকেই হুমায়ুন আজাদ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তিনি ১৯৬২ সালে রাড়িখাল স্যার জে সি বোস ইন্সটিটিউশন থেকে পাকিস্তানের মধ্যে ১৮তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয়ক্ষেত্রে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথমস্থান লাভ করেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় হুমায়ুন আজাদ প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। শৈশবের পড়ার ঘরের সামনে ছিল একটি কদম গাছ। বর্ষায় ফুল ফুটে গাছটি রূপসী হয়ে ওঠতো। এটিকে নিয়েই তিনি প্রথম উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। ছোটবেলায় শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ ও দত্তা উপন্যাস পড়ে আপ্লুত হয়েছিলেন তিনি।

হুমায়ুন আজাদের প্রথম প্রকাশিত বই 'অলৌকিক ইস্টিমার' (১৯৭৩) কবিতার বই হলেও এর পরে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। কাব্যগ্রন্থ 'জ্বলো চিতাবাঘ' (১৯৮০), 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' (১৯৮৫), 'যতোই গভীরে যাই মধু যতোই উপরে যাই নীল' (১৯৮৭), 'আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে'র (১৯৯০) মাধ্যমে কবিতাপ্রেমীদের নজর কাড়েন।

তার প্রথম উপন্যাস 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল' আলোড়ন তোলে ও বিপুল সমাদৃত হয়। উপন্যাসের মাধ্যমেও তিনি তার চেতনার প্রকাশ ঘটাতে থাকেন। 'সবকিছু ভেঙে পড়ে' (১৯৯৫), 'মানুষ হিসাবে আমার অপরাধসমূহ' ('৯৬), 'রাজনীতিবিদগণ' ('৯৮), 'কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ' ('৯৯), নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধ' (২০০০), 'ফালি ফালি করে কাঁটা চাঁদ' ('০১), 'শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা' ('০২),

হুমায়ুন আজাদ

'একটি খুনের স্বপ্ন' ('০৪) ও 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' ('০৪) একে একে প্রকাশিত হতে থাকে এবং বিপুল প্রশংসিত হতে থাকে।

২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এই দিনে রাতে অমর একুশে বইমেলা থেকে বের হয়ে বাসায় ফেরার পথে ধর্মান্ধ মৌলবাদী অপশক্তি দ্বারা চাপাতি ও বোমা হামলার শিকার হন বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রথাবিরোধী লেখক ও অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ।

প্রথমে হুমায়ুন আজাদকে ক্লিনিক্যালি ডেথ ঘোষণা করেন সিএমএইচ-এর ডাক্তাররা। পরে ৭২ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হুমায়ুন আজাদের জ্ঞান ফিরে আসে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে পাঠায়। এরপর কিছুটা সুস্থ হলেও এ যাত্রায় আর টিকে থাকতে পারেননি।

১১ আগস্ট রাতে জার্মান কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের দেওয়া একটি পার্টি থেকে ভালোভাবেই নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেন। সে রাতেই কোনো একসময় হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ১২ আগস্ট ভোরে ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হুমায়ুন আজাদ কুসংস্কারহীন এক আধুনিক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাকে চলে যেতে হলো অকালে।

মূলত তার 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাসের জন্য তার ওপর এ হামলা হয়। ২০০৪ সালে 'আগামী প্রকাশনী' থেকে তার এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। হুমায়ুন আজাদ হত্যা মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দেন আগামী প্রকাশনীর প্রকাশক ওসমান গনী।

এ প্রসঙ্গে ওসমান গনী আদালতকে বলেন, '২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত নয়টার দিকে বাসায় যাই। পরে টেলিফোনে প্রথমে সংবাদ পাই, হুমায়ুন আজাদ স্যারকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে শুনি, স্যার মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। এ সংবাদ শোনার পর আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে যাই। তখন হুমায়ুন আজাদ স্যারকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাই।'

২০০৪ সালের বইমেলায় 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাসটি ব্যাপক বিক্রি হয় বলে জানান ওসমান গনী। তিনি আদালকে বলেন, 'বইটি ইত্তেফাক পত্রিকায়ও বের হয়। তখন মৌলবাদীরা মিছিল করে বইটি নিষিদ্ধের দাবি জানায়। মৌলবাদীরা হুমায়ুন আজাদকে মুরতাদ ঘোষণা করে। তাকে হত্যার হুমকি দেয়। আমাকেও তারা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে চিঠি পাঠায়।'

'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বই প্রসঙ্গে লেখক আকিদুল ইসলামের কাছে এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন-

'মাত্র ১১২ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের কী অসাধারণ শক্তি যে, এর লেখককে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যাদের সম্পর্কে এ বইটি লেখা, যাদের নোংরা চরিত্র এ বইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তারা ১১২ পৃষ্ঠা বই লিখে জবাব দিতে না পারলেও ১০১২ পৃষ্ঠার বই লিখে এর জবাব দিতো। কিন্তু সে সামর্থ্য তাদের নেই।' (শেকলে বাঁধা কফিন, আগামী ২০০৮, পৃ. ৪৯)।

হুমায়ুন আজাদ আরও বলেছেন- 'আমি এ বইতে অকপটে মৌলবাদীদের নির্মমতা, তাদের অত্যন্ত কুৎসিত জীবনের কাহিনী উপস্থাপন করেছি। এভাবে আর কোথাও হয়নি। এভাবে বাংলাসাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও মৌলবাদকে তুলে ধরা হয়নি। মৌলবাদকে তত্ত্ব হিসেবে নয়, বাস্তব, অশ্লীল একটি শক্তি হিসেবে যেভাবে দেখা দরকার, আমি আমার বইতে সেভাবেই দেখেছি। এটি তাদেরকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে।' (ঐ, পৃ. ৩৯)।

বাংলা সাহিত্যে হুমায়ুন আজাদ ছিলেন সেই লেখক, লেখার জন্য যাকে রক্ত দিতে হয়েছে। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ত্রিকালদর্শী লেখক। ত্রিকালদর্শী এ জন্যই যে, "সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে"-এর মতো সময়োপযোগী যুগান্তকারী কবিতা তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে আলোচনা আছে, সমালোচনা আছে। সবকিছু ছাপিয়ে তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে দীপ্যমান। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন 'ঠোঁটকাটা' ও 'রগচটা' প্রকৃতির মানুষ। ধর্মান্ধতা, অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ভন্ডামীসহ যাবতীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন।

হুমায়ুন আজাদ বলে গিয়েছিলেন— "সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।" বর্তমান সময়ে সর্বত্রই সেটার প্রতিফলনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে দেশের বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে যখন বিড়ালের রণসংগীত বাজে তখন হুমায়ুন আজাদকে বেশ মনে পড়ে। জাতির এই সংকটকালীন মুহূর্তে তার অভাব নিদারুণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। গুণী এই লেখকের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

ভোগবাদের লোলুপ জিব ও কয়েকটি প্রশ্ন

স্বাতী চৌধুরী

জন্মের পর ৩৫-৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত আমি যে চালের ভাত খেয়ে বেঁচেছি, তা খুব সরু নয়, আবার মোটাও নয়। মাঝারি ধরনের চাল। আমাদের সুনামগঞ্জ শহর ও আশপাশের এলাকার ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত সবাই তখন এক রকম চালের ভাত খেত। টেপি ধানের আতপ চাল। চালগুলো গোল ধরনের হলেও ভাত হতো একটু লম্বা ও চিকন। বেশ সুগন্ধি আর সুস্বাদু এই ভাত চাইলে খালিও খাওয়া যেত।

তবে ভাটির দেশ সুনামগঞ্জের আরও ভাটি এলাকা দিরাই-শাল্লার লোকেরা এখনকার ২৮-২৯ ধানের থেকেও মোটা ইরি ধানের সেদ্ধ চালের ভাত খেত বলে শুনেছি। একবার এ রকম একটা এলাকায় বেড়াতে গিয়ে খেতে বসে বেশ কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ওই এলাকার মানুষ—সচ্ছল বা অসচ্ছল সবাইকে অনায়াসে পরমানন্দে সে ভাতই খেতে দেখেছিলাম। হয়তো অভ্যাস, আর কথায় তো আছেই—মানুষ অভ্যাসের দাস! তা যে সময়ের কথা আমি বলছি, সেই সময় ধনী মানুষেরাও আজকের মতো এত বিলাসী জীবনযাপন করত না। কৃষক যাঁরা, তাঁরা তো নয়ই। তাঁরা মোটা ভাতের সঙ্গে তাজা মাছের ঝোল খেয়েই তৃপ্ত ছিলেন।

তবে সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ধনী-গরিবনির্বিশেষে যে মোটা চালের ভাত খেতেন, তার কারণ তাঁরা সবাই ছিলেন কৃষক বা কৃষিমজুর। জমির মালিক, কৃষক ও বর্গাচাষি সবাই বেশি ফলনের আশায় অধিকাংশ জমিতে ইরি ধানের চাষ করতেন। আর সুনামগঞ্জের যে অঞ্চলে আমরা টেপি চালের ভাত খেতাম, এসব অঞ্চলে টেপি ধানেরই চাষ হতো তখনো।

কিন্তু এখন হাইব্রিড যুগের চক্করে পড়ে সেই টেপি ধানের সুদিন আর নেই। এর ফলন কম, দাম বেশি। তাই ফসলের খেতজুড়ে ২৮-২৯ চালের আধিক্য। সংগত কারণে সুনামগঞ্জের গরিব লোকেরা আর টেপি চালের ভাত খেতে পারে না। সেই সুগন্ধ, সেই স্বাদ এখন শুধু স্মৃতি। সারা দেশের গরিবের মতো তারাও ২৯-এর মোটা চাল খায়। যারা সচ্ছল ও বিলাসী, তারাই খায় টেপির আতপ বা নাজিরশাইল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের অভ্যাস বা বিলাসিতা তৈরি হয় উৎপাদনব্যবস্থা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে।

মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানী যে দেড় লাখ রুপির কাপে কফি বা চা খান বা প্রতিদিন এক লাখ রুপির জুতা পরেন, এগুলো তো কেউ না কেউ তৈরি করে বিক্রি করবে বলেই! হয়তো নীতা আম্বানীর মতো ব্যক্তির জন্য বিশেষ জিনিস তৈরি হয়, কিন্তু সব উচ্চমূল্যের পণ্যই তো আর এ রকম দু-চারজন ব্যক্তির জন্য তৈরি হয় না। আসলে উৎপাদনকারী উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন করেন। কারণ তাঁরা জানেন যাঁদের অনেক টাকা আছে, তাঁদের অনেকেই বিত্তের প্রদর্শনী করে সুখ পাওয়ার জন্য সেই সব বিশেষ জিনিস কিনবেনই। তাহলে দোষ কার? যিনি কেনেন তাঁর, নাকি যিনি উৎপাদন ও বিক্রি করেন তাঁর, নাকি উভয়ের? গতবারের রমজানে বাংলাদেশে ২০ হাজার টাকা কেজির সোনার জিলাপি তৈরি হয়েছিল। অথচ ক্রেতার অভাব ছিল না। অনেকে দোকানে গিয়ে পায়নি। তার আগে বনানীর একটা হোটেল বানিয়েছিল সোনার আইসক্রিম, যার দাম ছিল ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। ও হ্যাঁ, তারও ক্রেতার অভাব হয়নি।

এই যে কিছু মানুষ সোনার জিলাপি, আইসক্রিম ও সোনার পানি খাওয়ার সামর্থ্য রাখে আর কেউ একটু ডাল-ভাতও ঠিকমতো খেতে পারে না, এমনকি যে পানির নাম জীবন, জীবন বাঁচাতে অনেকের কাছে যখন সেই পানিটুকুও দুর্মূল্য হয়, এর জন্য কে দায়ী—সেই সব নিয়ে কি আমরা ভাবি? দেখলাম, এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বরেন্দ্র অঞ্চলে খাওয়ার পানির সংকট নিয়ে। আর তাতে বিশেষ জাতিসত্তার দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে চরম সংকটে। সে জন্য গোলটেবিল বৈঠকে পানিবণ্টনের বৈষম্য কমানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু সুপারিশ কতটা কার্যকর হবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। অবস্থা এমন যে সুপেয় পানির অভাবে আমাদের দেশের বরেন্দ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রান্তিক মানুষের জীবন যেখানে সংকটে, সেখানে শুনেছি আশুগঞ্জ উপজেলার এক হাইওয়ে হোটেল ও রিসোর্টের মালিকের স্ত্রী প্রতিদিন মাম নামের মিনারেল ওয়াটার দিয়ে গোসল করেন। আর কিনা আমাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোরগোল মুকেশ আম্বানীর স্ত্রী নীতা আম্বানী কেন সোনার পানি খান, সেটা নিয়ে!

বিপুলা পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, আমাদের এই ছোট্ট দেশের কোথায় কী হচ্ছে তার কতটুকু আমরা জানি? কেউ ভাবতে পারেন, আমি নীতা আম্বানীর পক্ষে কথা বলছি। কিন্তু না, আমি মানুষের ভোগলিপ্সা, চিত্তহীন বিত্তের ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রকাশ ও মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের অক্ষমতার তুলনা করছি। একজন অখ্যাত হোটেল মালিকের (হয়তো তার আরও কিছু ব্যবসা আছে, যা আমি জানি না) স্ত্রী যদি প্রতিদিন মাম ওয়াটার দিয়ে গোসল করতে পারেন, সেখানে বিশাল ভারতের অন্যতম ধনী ব্যক্তি, দুনিয়াজোড়া যাঁর খ্যাতি, তাঁর স্ত্রী সোনার পানি খাবেন কিংবা তাঁর হারের দাম কোনো দেশের জিডিপির থেকে বেশি হলে অবাক হওয়ার ও শোরগোল করার কী আছে।

প্রতিবছর ঈদে লক্ষাধিক টাকার শাড়ি, লেহেঙ্গা এবং কোরবানির ঈদে কোটি টাকার গরু নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা আমরা মিডিয়ার খবরে পড়ি এবং দেখি। বেশ কিছু মানুষের আকাশচুম্বী ক্ষমতার খবর এখন আর নতুন নয় আমাদের কাছে। দুঃখের বিষয় হলো, এসব খবর যে কারও মনে বিশেষ কোনো ক্ষোভের জন্ম দেয়, তার কোনো খবর আমরা কোথাও দেখতে বা পড়তে পাই না; বরং আমাদের সচেতন অংশ এসব খবর আমরা যারা জানি, তাদের প্রায় সবাই সম্ভবত অনুপ্রাণিত হই। তাই তো আমরাও কীভাবে, কোন পথে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় তার অলিগলির খোঁজে দিনরাত ছুটছি। যে জন্য ঘুষ খাচ্ছি, ঘুষ দিচ্ছি। ক্ষমতাধরদের পা চাটছি ও পায়ে তেল ঢালছি।

চোখের সামনে ভোগের উপকরণের এত ছড়াছড়ি দেখে মহামতি সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে যায়। আড়াই হাজার বছর আগে তিনি বলেছিলেন, 'দোকানে থরে থরে সাজানো বিলাসী পণ্যের হাতছানি তরুণদের বিপথগামী করে।' গত কয়েক দশকে আমাদের জাতীয় চরিত্র এমন রূপ নিয়েছে যে, বাজারের চাকচিক্য ও কিছু মানুষের জৌলুশপূর্ণ জীবন প্রতিমুহূর্তে হাতছানি দিয়ে আমাদের লোভাতুর করে তুলেছে। লোভের উন্মাদনায় আমরাও কেবল অর্থবিত্তের পেছনে ছুটছি। লোভাতুর আমরা একবারও ভাবি না, আমাদের লোভ কীভাবে বিপুলসংখ্যক মানুষের মুখের গ্রাস, পায়ের তলার মাটি ও মাথার ছাদ কেড়ে নেয়।

আমরা ভাবি না আমাদের ক্ষমতা, আমাদের জৌলুশপূর্ণ চকচকে জীবনও কীভাবে আরও মানুষকে লোভাতুর ভোগবাদী করে তোলে আর লোভী মানুষের লোভের আগুন গ্রাস করে নেয় দেশের সিংহভাগ মানুষের মৌলিক অধিকার। আজ আম্বানীদের চাকচিক্য আমাদের ক্ষুব্ধ করে। কারণ এই চাকচিক্য আমাদের নেই। তাই প্রশ্ন তুলছি, এত কেন? কিন্তু আমরাও কি উৎসবে-পার্বণে কেবল বড়লোকি দেখানোর প্রতিযোগিতায় নামি না? দুই হাজার টাকার জিনিস যখন লাখ টাকায় কিনি, তখন কি প্রশ্ন তুলি এত কেন? আমাদের অনাবশ্যক চাকচিক্য দেখে কিছুই কিনতে না পারাদের কেমন লাগে, সেটা ভেবেছি কি?

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS	BRONX
718-777-7081	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002	718-822-1081
JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-505-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অন্তু শান্তর ভালোবাসা

রওশন হক

(১)
নদীর অফিসের দুপুর। দেশে তখন মাঝ রাত। মেসেঞ্জার ইনবক্সে মেসেজ আসে, দোস্ত একটা কল দিস। মুনা নদীর স্কুল বন্ধু। সে এতো রাতে ঘুমায়নি। কি এমন জরুরি কথা বলতে চায়?

মেসেজের জবাবে লিখে, লাঞ্চ ব্রেকে কল দিবো। ওকে দিস কিন্তু, অপেক্ষা করবো।

ইন্টার পাশ করেই মুনার এক সুদর্শন সেনা অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারা সুখী দম্পতি। তবে বছর পেরিয়ে গেলেও বাচ্চা হয় না, এ নিয়ে কিছুটা অশান্তির সৃষ্টি হয়।

নদীর সহপাঠিরা যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশে বিদেশে দৌড়ঝাঁপ করছেন মুনা তখন সন্তানের মা হতে দেশে বিদেশে ডাক্তারের কাছে ছুটছে। মা হবার জন্য দেশ বিদেশের ডাক্তার পাড়া চষে বেরিয়েছে। নদীর অন্যান্য বন্ধুরা যখন মা হচ্ছে তখন মুনা খুবই মন খারাপ করে থাকতো । কিছু জানতে চাইলে শুধু মুখ লুকিয়ে রাখত। কাঁদতো।

নদী যখন পড়া শেষ করে ব্যংকে চাকুরি করছে, তখন মুনাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে, বাচ্চা বাচ্চা করে অনেক তো সময় পার হলো, এবার বাদ দেও এসব। এবার পড়াশুনা শেষ করো। প্রাইভেটে ভর্তি হও। নদী রীতিমত জোর করেই তাকে বিএ পরীক্ষা দিতে বলে। মুনা বিএ-তে ভালো রেজাল্ট করে পাশ করে। সেই সময়েটায় সে অনেক হাসিখুশি উচ্ছল ছিল।

মুনার বিয়ের দশ বছরেও কোন বাচ্চা হয় না। সেও চেষ্টা তদবির ছাড়ে না।

-কি রে ডাক্তার কি বলে?

-ডাক্তার বলেছে আমার কোন সমস্য নেই।

-তাহলে কার সমস্যা?

-সাহেদের। তার নাকি জীবিত শুক্রাণু কম। অল্প সংখ্যক জীবিত আছে আর তার বেশির ভাগই দুর্বল শুক্রাণু। তাই আমাদের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা কম।

-সবই জেনেছিস যেহেতু তাহলে এবার টেষ্ট টিউব বেবি নিয়ে নে।

-না । সাহেদ পছন্দ করে না। সে এসবে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে টেষ্ট টিউব সন্তান অন্য পুরুষের শুক্রাণু থেকে হয়।

-তুই যদি উনাকে বুঝাতে না পারিস তাহলে বাচ্চাকাচ্চার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। সন্তান ছাড়া ও মানুষ ভালো থাকে।

তবুও মুনা থামে না। সে চেষ্টা করতেই থাকে। আবার নদীকে উল্টো বুঝাতে চেষ্টা করে।

-নারে তুই বুঝবি না। ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস হয় না।

মুনা নীচু স্বরে বলে, তার নিজেরও ধারণা তার বরের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হয়তো তারই। ডাক্তার কোথাও ভুল করেছে। কারণ হিসেবে তার ব্যাখ্যা তার বর কোনো শক্তি বর্ধক ঔষধ সেবন ছাড়াই প্রতি রাতে বিছানায় তাকে খুশী করে। প্রায় প্রতি রাতেই তাদের সাগরের ঝড় উঠার মতো ভালোবাসা হয়।

নদী চুপ করে শুনে। ভাবে তাকে কি করে বুঝানো যাবে যে, আজকাল মেশিনের সাহায্যেও মেয়েরা একাই এমন ঝড় তুলে শারীরিক আনন্দ করে। সন্তান তো দূরের কথা, বিয়ে নিয়ে এখনের প্রজন্মের কতো আপত্তি। তাছাড়া বিছানায় পারফরম্যান্স ভালো হলেই যে তার শরীর শক্তিমান জীবিত শুক্রাণু থাকবে এটা সটিক না। সাইন্স অন্তত তা বলে না । মুনার বর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না, এটা তাকে কি করে বুঝানো যাবে-এই নিয়ে নদীর চিন্তা হয়। দেখতে সুন্দর পড়াশুনায় ভালো মেয়েটা কিভাবে মা হওয়ার দৌড়ে নিজের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে।

তার অতি স্বামী ভক্তি। স্বামী ভক্তি না বলে পুরুষ ভক্তি বলা যায়। ডাক্তার পরীক্ষানিরীক্ষা করে রেজাল্ট দেয়ার পরও মুনা ধরেই নিয়েছে তার কারণেই তাদের বাচ্চা হয় না। নদী জানে সবই মুনার অভিনয়। সে জানে তার স্বামী সাহেদ বন্ধা।

মুনার তার উপর বিরক্ত হয়ে একটা সময় তার কথা শুনতে চাইত না। শুধু চাইতো ওদের ডাক্তার বাড়ি দৌড়ানো বন্ধ হোক। বুঝাতো, প্লিজ তুই এটলিস্ট বিএড এ ভর্তি হ। বাচ্চার চিন্তা ডাক্তার এসব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। তুই পড়াশুনায় আমাদের সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলি। নিজেকে এভাবে শেষ করে দিস না।

পরে অবশ্য মুনা বিএড শুরু করে।বিএড পাশ করে স্কুলে চাকরিতে ঢুকে। স্কুলের বাচ্চাদের দেখে মুনা মা হতে না পারার কষ্ট কিছুটা ভুলে থাকে। সে এক সময় মেনে নেয় স্বামীর কারণে তার সন্তান হবে না। অন্য উপায়ে সন্তান নেয়া তার স্বামীর পছন্দ না।

নদী আমেরিকায় আসার পর মুনার সাথে যোগাযোগ কমে আসে। তাহলে এতো দিন পর এতো রাতে মুনা নদীকে ফোনে কি বলতে চায়? আবারো কি তার একই সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? যতদূর জানে মুনা এখনো নিঃসন্তান। সন্তান সন্তান করে মেয়েটা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে!

মুনা নদীর স্কুল বন্ধু। একই গ্রামের। নদীদের বাড়ির পরের বাড়ি শান্তদের মনিপুর পাড়া। নদী, মুনা পুজোর সময় শান্তদের বাড়িতে কতো আনন্দ করেছে, কতো ছুটে বেড়িয়েছে। অনেক দিন পর মুনার ফোনে নদী আবার স্কুলের দিনে ফিরে যায়। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় স্কুলের সবাই মুনা আর শান্তকে নিয়ে কানাকানি করতো। ওদের দুজনের মধ্যে নাকি প্রেম ভালোবাসা ছিল। ওরা দুজনে নাকি পালিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল। মুনা মুসলিম আর শান্ত হিন্দু। শান্ত মেধাবী ও সুদর্শন তবে মনিপুরী হিন্দু। দু'জনেই ক্লাসমেট। ওদের সম্পর্কের ওখানেই সমাপ্তি ঘটে। নদী ক্লাস নাইনের পর শহরে চলে আসায় মুনা আর শান্তর প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পরেনি। তবে শুনেছে শান্তর থেকে দূরে রাখতে মুনাকে নিয়ে তার মা শিলিগুড়িতে তার নানার বাড়িতে চলে যান। তখন এখনের মতো মোবাইল ফোন ফেইসবুক স্যোশাল মিডিয়া ছিল না। মুনার সাথে নদীর যোগাযোগ কমে যায়। নদীও সংসার ব্যাংকের চাকুরি সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে।

নদী অফিসের ব্রেকে মুনার সাথে কথা বলে। মুনা জানায় সে আমেরিকায় আসছে, মুনার একটি ছেলে হয়েছে। নদী শুনে অনেক খুশি হয়। তবে কেমন যেন খটকা লাগে।

-তোর ছেলে হলো, কিছু জানালি না যে?

-একেবারে তোর কাছে চলে আসবো বলে কিছু জানাইনি।

-সাহেদ ভাই কেমন আছেন? খুব খুশি তাই না?

-না সে খুশি না। আমি ছেলের ডেলিভারির আগেই মায়ের বাসার কাছে চলে এসেছি।

-কি সব বলছিস! তুই এমন রাগ করে বহুবার এসেছিস।আবার মাথা ঠাণ্ডা হলে ঠিকই চলে গিয়েছিস।

-না এবার অন্য ঘটনা। আমি ছেলেকে নিয়ে দুই বছর ধরে আম্মার বাসায়। এসে কথা হবে । আমি কানেক্টিকাট থাকবো। ওখানে বাসা নিয়েছি। তোর থেকে বেশি দূরে না।

-না তা বেশি দুরে নয়। তবে কি বলিস? সত্যিই তুই একেবারে এদেশে চলে আসবি? বাহ্ খুব ভালো হবে।

আর বেশি কথা হলো না। সেদিনের প্রায় আট মাস পর মুনা আমেরিকার আসে।

মুনা একটা সন্তানের জন্য কত কিছুই না করেছে! এই কাজে তার স্বামী সাহেদ তাকে তেমন সাহায্য করেনি বরং উল্টো কথা শুনাতো। অথচ বিয়ের পর তাদের দুইজনার ভালোবাসা দেখে নদী মুনাকে মনে মনে হিংসা করতো। বিয়ের ক'বছর পার হবার পর খারাপ ব্যবহার শুরু করেছে। নিজের প্রয়োজনে পুরুষ নির্মাণ করেন নারীকে। মা, বোন, সেবিকা, কন্যা, শিষ্যা, প্রেমিকা, উৎসাহদাত্রী মিউজ, কত তার রূপ! তাদের কল্পনার নারী হতে চেয়ে নারীরা নিজেকে হারিয়ে ফেলে।মুনাও নিজেকে হারিয়ে ফেলে শুরুতে ভালো বউ হবার চেষ্টা করে। একটা সন্তানের মা হতে দেশ বিদেশের ছুটে গেছে। এতোদিন সন্তান না হবার অপরাধে তার গায়ে হাত তুলেছে আর এবার সন্তান হবার পর মুনা তার সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে। কি আশ্চর্য!

নদী ভাবছে, মুনা হয়তো মিথ্যা বলছে। রাগ কমে গেলে মাথা ঠাণ্ডা হলেই মুনা সুর সুর করে বরের ঘরে ফিরে গিয়েছে। মুনার সাথে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে সে ঠিকই সব ভুলে স্বামীর কাছে ফিরে গিয়েছে। সাহেদ জানে কেমন করে চরম সুখ দিতে হয়, তাই সেও বিশ্বাস করে বাচ্চা না হওয়ার দোষ তার একার। সে নিজেও তাই বিশ্বাস করেছে। মুনা ভাবছে এতোদিন পর তাদের ঘরে সুখ আসছে তাহলে এখন কেন সমস্যা হবে। নদী কিছুই বুঝতে পারে না। সে ঠিক করেছে অফিস বন্ধের দিনে মুনার সাথে কথা বলবে।

(২)
মুনা বিশ্বাস না করলেও সে জানে তার স্বামী বন্ধ্যা। বন্ধ্যাত্ব নিয়ে এই আধুনিক যুগে ও নারীদের একাই শুনতে হয় আলোচনা সমালোচনা। পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে গোপনে কথা বলতে শুনা যায়। কারণ পৃথিবী জন্মের পর থেকেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ। বাবারা বীর পুরুষ। ভাইয়েরা সংসারের সেনাপতি। আর স্বামী সে তো যৌবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা মহাপুরুষ। বিধাতা পুরুষের শারীরিক শক্তি মেয়েদের চেয়ে বেশি দিয়ে তৈরি করেছেন। তার জন্যই আমরা তাদের সব কিছুতে শ্রেষ্ঠ মানি।

কিন্তু পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা কি শুধুই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই অন্তর্গত থাকবে? নাকি তাদের শারীরিক সক্ষমতা সন্তান জন্ম দেওয়ার বা না দেয়ার জন্যও দায়ী হবে! পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা থাকুক আর না-ই বা থাকুক, যুগে যুগে আমরা মেয়েরাই তাদের মাথায় তুলে রেখেছি। আমাদের সমাজে নারীর জীবন স্বামী ও সন্তান ছাড়া অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। মনে করা হয় নারীর জীবন বৃথা সন্তান ছাড়া। মাতৃত্বের স্বাদ না পেলে নারী হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়! আমাদের উপমহাদেশের সমাজ এভাবেই নারীকে ভাবে। বিবাহিত নারীর সামাজিক অবস্থানে তার নিজ পরিচয় যাই হোক না কেন, সেই নারী যদি সন্তান জন্ম দিতে না পারে, তবে হোক সে গ্রামের একজন সাধারণ বধূ বা হোক সে একজন উচ্চ পদের সফল নারী, তার পরিচয় তখন বন্ধ্যা নারী হিসেবেই হয়ে থাকে আমাদের সমাজে। তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিচয় গৌণ হয়ে যায় সন্তানহীন হওয়ার কারণে।

অনেক উচ্চ শিক্ষিত নিঃসন্তান মেয়েদেরকেও দেখা যায় তার সন্তান না হবার জন্য স্বামী দায়ী, একথা ভুলেও উচ্চারণ করে না।

(চলবে)

ইব্রাহীম চৌধুরীর ‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’

ফারুক ফয়সল

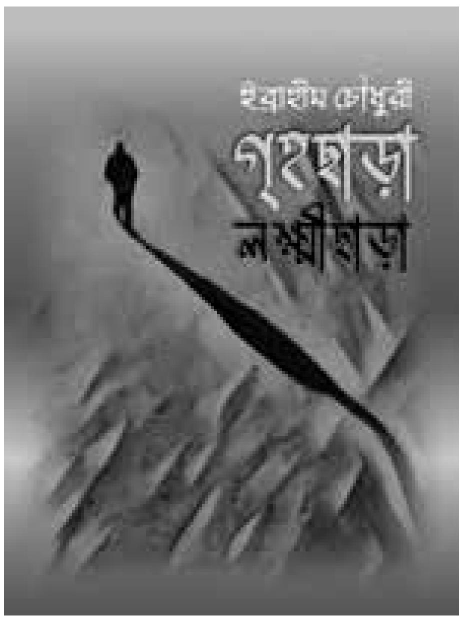

কুড়িচব্বিশের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক রচনা সংকলন ‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’। লেখক ইব্রাহীম চৌধুরী। এটি তাঁর প্রকাশিত চতুর্থ গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ ‘স্মৃতিতে ও সংবাদে। বইটির নাম নিজেই তার পরিচয় মেলে ধরে খানিকটা। সংবাদের স্মৃতিমালা। আমরা বুঝতে পারি তিনি সংবাদ জগতের মানুষ। রিপোর্টিং দিয়ে যাত্রা শুরু। পর্যায়ক্রমে একসময় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক সম্পাদক। বর্তমানে তিনি প্রথম আলো নর্থ আমেরিকার সম্পাদক। সম্পাদকীয়, রিপোর্টিং ছাড়াও তাঁকে নিয়মিত ফিচার লিখতে হয়। পত্রিকার প্রয়োজনে তিনি নিয়মিত লেখেন। তাঁর লেখায় রিপোর্টিংয়ের ছাপ পড়ে। সাংবাদিকরা তাঁদের পেশাকে অতিক্রম করে লেখক হিসাবে নিজের নামকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন না, এমন নয়। বিশ্বব্যাপী সব ভাষাতেই সাংবাদিক-লেখক ছিলেন, আজো আছেন, থাকবেন। অনেক সাংবাদিক তাঁর কলমের গতিপথ পরিবর্তন করে সাহিত্যিক হিসাবে নিজের নামের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশেও বাংলাভাষার বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, আছেন, যাঁরা সাংবাদিকতাকে পেশা করে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন ইব্রাহীম চৌধুরী। বাংলা কবিতা ছাড়াও ইংরেজি সাহিত্য থেকে কথায় কথায় যুৎসই কবিতা রেফারেন্স হিসাবে জিহ্বার ডগায়, কিংবা কলমের আগায় আনতে পারেন। নিয়মিত লেখালেখির সময় সুযোগ হয়তো করে নিতে পারেন নি। তবে গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত লিখছেন। স্মৃতিতে ও সংবাদের পর দ্বিতীয় বই ‘মহামারি করোনাঃ ডেটলাইন নিউইয়র্ক’। একযোগে সারাবিশ্বে মহামারিরূপে ছড়িয়ে পড়া ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়ার এই বিপর্যস্ত মানবজীবনধারার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে বিশ্বকে। সেই কষ্টকালের চিত্র উল্লিখিত বই। তথ্য ও বিবরণে সেই বিভৎস্য সময়ের বর্ণনা।এখানে ভাষার বাহন রিপোর্টিং। সাংবাদিকতার ভাষা। ক্রান্তিকালের দাহ সময়ের নিউইয়র্কের মানব বিপর্যয়ের ইতিহাসসম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ও খবরের সমাবেশ ‘মহামারি করোনাঃ ডেটলাইন নিউইয়র্ক’।

করোনার শেষ দিকে লেখক ইব্রাহীম চৌধুরীর দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়। তাঁর লেখার দিক বদল হয়। ভাষাগত উপস্থাপনা পরিবর্তিত চেহারা পায়। অবশ্য এই প্রবণতা তাঁর মধ্যে বরাবরই ছিল। আমি নিজে সাহিত্যের সকল শাখাতে মোটামুটি দীর্ঘদিন কাজ করে জানি, ইব্রাহীম চৌধুরীর এই টার্ণিং কত শক্ত ও বন্ধুর পথ চলা! জর্জ ও মোবারক নামে দুই সরস, সপ্রতিভ সহকর্মীর মুখে মজার সব সংলাপ বসিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনার ছলে সমাজের অন্তসারশূন্যতা, রাজনীতির কূটকচাল, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নিত্যবঞ্চনার হালফিল হালচাল তুলে ধরেছেন ইব্রাহীম তাঁর প্রকাশিত ‘জর্জ ও মোবারকের আমেরিকান জীবন’ নামক প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থে। জর্জ ও মোবারকও ইব্বির মতোই আমেরিকায় অভিবাসী। অভিবাসী জীবন ও সমাজ, বৃহত্তর ও বহুজাতিক আমেরিকান সমাজের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা ও সংগ্রামের চিত্র যেমন আমরা এখানে পাই, একই সাথে শ্লেষ ও সমালোচনা দেখি তীব্র তীর্যক ভাষায়। এই বর্ণনার সরসতায় আমরা ইব্রাহীম চৌধুরীর কুশলতা দেখি। হাসতে হাসতে, হাসাতে হাসাতেই কঠিন কথা তিনি অবলীলায় বলতে পারেন। এই কর্ম তত সহজসাধ্য নয়, যত সহজে মোবারক ও জর্জ কথাগুলি বলে, অথবা ইব্বি কৌশলে তাদের দিকে প্রশ্নগুলি ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দেয়ার দায় তাদের কাঁধে ফেলে দেন। এই কুশলতায় ইব্রাহীম চৌধুরীকে পাঠক তাদের নিজেদের সঙ্গে জর্জ-মোবারককে এক করে নেয়!

কুড়িচব্বিশের অমর একুশে বইমেলায় ইব্রাহীম চৌধুরীর চতুর্থ বই ‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’ প্রকাশিত হয়। এতক্ষণ ধরে চলে আসা আলোচনার সম্পূর্ণ সময়টায় হলে শতাধিক শ্রোতার পিন পতন নিস্তব্ধতা এইখানে এসে ‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’ নাম আমি মুখে আনতেই উপস্থিত সকলে নড়ে চড়ে বসে ও মুখ খুলতে শুরু করেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন ইব্রাহীম চৌধুরীর এই বইটি প্রবাসী সিলেটীদের জীবন-কথা নিয়ে রচিত হয়েছে। তাঁদের দাবী প্রবাসীরা গৃহছাড়া, তাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন। তবে তাঁরা কোনমতেই লক্ষ্মীছাড়া নন। নামের দ্বিতীয়ার্ধ লক্ষ্মীছাড়া তাঁরা পরিবর্তনের দাবী জানান। উপস্থিত সুধীজনের এই সরবতা আমাদের জানান দেয় বইটি নিয়ে ইতোমধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নাম নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার দায়িত্ব লেখকের। তিনি এই কৌতূহলের নিরশন করবেন। আমি বইয়ের দুই মলাটের ভিতরের কথায় প্রবেশ করি। বইটিতে ছোট ছোট মোট পঁচিশটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ আছে। সেগুলি বিষয় ও বক্তব্যে ভিন্ন চিত্রের। প্রত্যেকটি পৃথক নাম সম্বলিত।

পাঠকসকল প্রথম নিবন্ধটি পড়তে গিয়েই আচমকা একটা ধাক্কা খাবেন।প্রবাস ও প্রবাসীদের কথা নয়। একেবারেই সিলেটের গোলাপগঞ্জের ইব্রাহীম চৌধুরীর গ্রামের কথা। বর্ণিত চরিত্রগুলি তাঁর চেনা। অধ্যায়টির নাম— ‘শায়খের মৃত্যুঃ একটি দেশের জন্মের বাল্যস্মৃতি’। ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গ্রামে বসবাসকারী ধর্মভিত্তিক প্রভাবশালী নেতা উর্দুভাষী অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অনমনীয় শায়খ সাহেব স্বাধীন বাংলা দেখতে চাননি। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে হেলিকপ্টারে মুক্তিসেনাদের নামানো হচ্ছিল। ভারতীয় হেলিকপ্টার দেশের মাটিতে, এই দৃশ্য ও সংবাদ শায়খ সাহেবের বুকে শেল হেনেছিল। সে দোওয়া করেছিল তাঁকে যেন পরম স্রষ্টা আল্লাহ্পাক তুলে নেন। ১৩ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বরে মাদ্রাসায় তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ইব্রাহীম চৌধুরী লিখেছেন সুরমা নদীর পাশ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল তখন শহরের দিকে যাচ্ছিল।কিশোর ইব্রাহীম আজব আর ফরিদকে সাথে নিয়ে সংহতি জানাতে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়েছিলেন। শায়খ সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একদিকে একটি পতাকার চিরতরে নেমে যাওয়া দেখছিলেন, অন্যদিকে লাল সবুজের পতাকা হাতে একদল মুক্তিযোদ্ধারা তখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি সার্থক ছোট গল্পের মতো কুশলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে। দৃশ্যটি যেন একজন বিখ্যাত চিত্রকরের হাতে প্রাণ পাওয়া অসাধারণ চিত্রকর্ম, যাঁর শিল্পী ইব্রাহীম চৌধুরী।

বাংলাদেশের রাজনীতির অন্তসারশূন্যতা বোঝাতে তিনি দেখিয়েছেন আওয়ামী লীগ ও বি এন পি কর্মী সমর্থকরা দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে, কথা ও কাজ থেকে নিজেদের দলকেই চিনতে সক্ষম হন না, বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন। ইব্রাহীম চৌধুরী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানান একই চিত্র তিনি দেখতে পান যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তাঁরাও একইরকম বিভ্রান্তিতে।সর্বত্রই রাজনীতির এই দেউলিয়া চেহারা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের পরস্পরবিদ্বেষী মনোভাব ও চরম শত্রুতা প্রদর্শনের নিকৃষ্টতম মহড়া প্রদর্শনের কুশলী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন ‘ভায়রা ভাইয়ের নগ্ন পায়ে বাড়ি ফেরা’ শিরোনামভূক্ত লেখায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক এলে একদলের শান্তি সমাবেশ ও অন্যদলের বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যে ধাওয়া - পাল্টা ধাওয়া, ও মারামারি, ধরপাকড়ের জেরে দুই ভিন্ন দলের সমর্থক দুই প্রবাসী ভায়রা ভাইয়ের জুতা হারিয়ে খালি পায়ে বাড়ি ফেরার ঘটনার সরস বর্ণনায় রাজনীতির এই কদর্য চেহারা তুলে আনেন পাঠক সামনে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন সরকারই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেননি। দেশের মানুষের মধ্যেও এই ধরণের বরণীয় ব্যক্তিত্বদের সম্মান প্রদর্শনে

অনীহা প্রদর্শিত হয়ে আসছে, যা অত্যন্ত দুঃখের। লেখক তাঁর বইয়ে এইসব ঘটনার প্রতিবাদে লিখেছেন,

‘এমন নীরবতায় ওসমানীর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায় না’। এ লজ্জা আমাদের সকলের আমরা জাতীয় বীর ও দেশের সেরা সন্তানদের সম্মান জানাতে ভুলে গেছি আমাদের নিজেদের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায়। বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মান বয়ে আনা নোবেলজয়ী ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে কদর্য রাজনীতির মাঠের বল বানিয়ে পায়ে পায়ে গড়াগড়ির নিন্দা করেছেন ইব্রাহীম ‘লিভ হিম অ্যালোন’ নামের লেখায়।

একটি অসাধারণ অধ্যায়ের সংযোজন ‘হাতে লাগে ব্যথা রে, হাত ছাইড়া দাও সোনার দেওরারে’ নামক লেখায়। ইব্রাহীম লেখাটি শুরুই করেন তাঁর মা’র সুর করে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করতেন, আবার তিনি সিলেট অঞ্চলের বিয়ের গীত ধামাইলেও পটু ছিলেন তেমনই। বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত এই দিকটি তিনি খুব সরল লেখায় তুলে ধরেছেন।আলোচ্য লেখাটিতে জামায়াত ইসলামীকে নিয়ে ভোটের জোটের টানাটানি নিয়ে ব্যঙ্গ আছে। ছোট গল্পের আদলে আরেকটি অধ্যায়ের সন্নিবেশ আছে বইয়ে, যার নাম ‘মিয়া,আমিও জানি, তুমিও জানো’। ইব্রাহীম চৌধুরীর কর্মজীবনের শুরু স্বায়ত্তশাসিত বড় এক প্রতিষ্ঠানে।সেখানে ঘটেছিল ঘটনাটি। চারটি ফ্যান চুরি হয়েছিল। এই চুরির তদন্তভার নিয়ে ইব্রাহীমের গলদঘর্ম অবস্থা। তিনি কোন কূল কিনারা পাচ্ছেন না। জেরা করে কোন ফল হচ্ছে না। এক পর্যায়ে জি এম সাহেব ডেকে পাঠিয়ে তদন্ত কাজের অগ্রগতি জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানান। জি এম সাহেব ইব্রাহীমের সন্দেহভাজনের তালিকার প্রথম জনের নাম জানতে চাইলে ইব্রাহীম বলেন। জি এম সাহেব সেই ব্যক্তিকে ডেকে আনান। সে ঘরে ঢোকার আগেই জি এম সাহেব তাঁর লাইসেন্সড্ পিস্তলটি টেবিলের উপরে এমনভাবে রাখেন যেন সে ঢুকলেই তার নজর পিস্তলের উপর পড়ে। যথারীতি তাই হলো। পিস্তল দেখেই তাঁর খবর হওয়ার যোগাড়। জি এম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে লোকটির পাশে চক্কর দিয়ে শুধু বললেন, “আসুক মিয়া, আমিও জানি, তুমিও জানো।” এটুকু বলে চুপ করতেই আসুক মিয়া জি এম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করেছিল। এরকম সরস ভঙ্গীতে ইব্রাহীম চৌধুরী কৌতুকচ্ছলে অনেক কঠিন কথা লিখেছেন বইটিতে। তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে সমাজের অনেক অসংগতিকে দেখিয়েছেন। সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন। রম্যরচনা লেখা খুব কঠিন। কিন্তু পারঙ্গমতা থাকলে, সঠিক ব্যবহার হলে হাস্য কৌতুকের অস্ত্র দিয়ে জোর চপেটাঘাত করা যায়। ইব্রাহীম চৌধুরীর সেই পারঙ্গমতা আছে। তাঁর লেখা পাঠকরা আনন্দের সাথে পড়বেন, পড়ে ভাববেনও। তবে এটিই শেষ কথা নয়। তাঁর কল্পনাপ্রবণতা, বিষয়ের গভীরে যাওয়ার যোগ্যতা, সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসা ও গল্প বলার সহজ ভঙ্গী তাঁকে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থকতা দিতে পারে যদি তিনি সিরিয়াসলি তাকে গ্রহণ করেন! নিরলস নিয়মিত লেখাটা চালিয়ে যান। তড়িঘড়ি নয়, লেখায় সময় দেন।

আমি তাঁর শব্দচয়ন ও ভাষাভঙ্গীর নমুনা উপস্থাপন করে আলোচনার ইতি টানছি। ‘লড়াইটা ভিন্ন’ লেখা থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরছি—-

“দীর্ঘ অপেক্ষার পর কাউন্টারে ডাক পড়ে। সাদা চামড়ার লোকটি নাম জিজ্ঞেস করছে ইংরেজিতে, পাশে দাঁড়ানো এক ম্যাডাম সিলেটি ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছেন।

ঃ বাবার নাম? —বললাম।

ঃ কী করেন?

ঃ আমাকে পেটানো ছাড়া তাঁর আর তেমন কোনো সফল কাজকর্ম নেই।

অনুবাদক ম্যাডাম ইতিউতি করতে শুরু করেছেন। সাদা লোকটি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি গড়গড় ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলেন।

:মায়ের নাম?

: কোন মায়ের নাম বলব? আমাকে জন্ম দেওয়া মা ছাড়াও আমার বাপ আরও...

বই: গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া
লেখক: ইব্রাহীম চৌধুরী
প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আদনানের কোরবানি ঈদ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আজ ঈদ! সেই ভোর সকাল থেকেই সাজসাজ রব! চারদিকে উৎসবের আমেজ। বাড়ির একমাত্র ছোট্টসদস্য আদনান আজ খুব ভোরেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। গত রাতেই তার আব্বুআম্মু রফিকচাচ্চু রিমিফুপি দাদুদাদী তাকে বলে রেখেছে- আগামীকাল মজারঈদ! তাই সবার মত তাকেও সকালসকাল উঠতে হবে। খুব আনন্দ হবে। হইহুল্লোড় হবে। ঈদের আনন্দে সবার সাথে তাকেও সামিল হতে হবে। গতকাল আদনানদের বাড়িতে এই নতুন অতিথি এসেছে। বাইরের রান্নাঘরের লাগোয়া ছোট আমগাছটার পাশে গলায় দড়ি বাধা বিমর্ষ মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তার সামনে কিছু খড়কুটো ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। সেদিকে তার নজর নেই। অপলকচাহনিতে তাকিয়ে আছে সে। দু' চোখেরকোণে পানিও দেখা যাচ্ছে। আদনানকে তার রফিক চাচ্চু বলল, এই গরুটাকে কাল ঈদেরদিন জবাই দেয়া হবে।

আদনান শিশুসুলভ ভঙ্গিতে তার চাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, চাচ্চু জবাই কী?

চাচ্চু বলল, জবাই হচ্ছে এই গরুটাকে কাটা হবে। কোরবানি দেওয়া হবে।

-আচ্ছা চাচ্চু, ওর নাম কী?

-তুমিই বল সোনা, ওর নাম কী।

-ওর নাম মাসুম!

-বা! সুন্দর নাম দিয়েছ তো!

-চাচ্চু মাসুমকে কী দিয়ে কাটা হবে?

-ছুরি দিয়ে। চাপাতি দিয়ে।

-মাসুম ব্যথা পাবে না?

-হ্যাঁ তা তো পাবেই।

-তবে কেন তোমরা তাকে কাটবে?

-হ্যাঁ। কোরবানিঈদ তো। তাই তাকে কাটা হবে।

-রক্ত বেরোবে না?

-তা তো বেরোবেই। অনেক রক্ত।

-আচ্ছা, মাসুম কাঁদবে না?

-তা তো কাঁদবেই। আজও সে কাঁদছে। আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকেই সে কাঁদছে। দেখ তার চোখে পানি।

- আমার চোখেও পানি আসছে চাচ্চু!

-না সোনা। তুমি কাঁদবে কেন? দেখ আমি তো কাঁদছি না। আমরা কাঁদব কেন?

-কেন তুমি কাঁদছ না? আব্বু আম্মু তারা সবাই কাঁদছে না কেন?

-আমাদের মতো সবাই কোরবানি দেয়। কিন্তু কাঁদে না।

-কিন্তু আমি কাঁদব ।

-না সোনা। তুমি কেঁদ না।

-আচ্ছা আমি কাঁদব না। চাচ্চু তুমি কী দিয়ে কাটবে?

-আমার একটা ছুরি আছে। সেটা দিয়ে।

-তাহলে আমাকেও একটা ছুরি দাও।

-তুমিও কাটবে নাকি?

-হ্যাঁ ঠিক তোমার মতো।

-ঠিক আছে সোনা। কাল সকালে নামাজ থেকে বাড়ি এসে আমরা সবাই মিলে এই ওকে কাটবো।

-আমার ছুরি কোথায় চাচ্চু?

-এসো। তোমাকে দেখাচ্ছি।

চাচ্চু রান্নাঘর থেকে একটা পেঁয়াজআলু কাটার নতুন ছোট ছুরি এনে আদনানকে দেখিয়ে বলল, এই যে এটা তোমার ছুরি।

-এটা দিয়ে আম্মু ফুফি তো পেঁয়াজ কাটে।

-না সোনা। এটা একেবারে নতুন একটা ছুরি। তোমার জন্য কিনে এনেছি। তুমি ছোট তো। তাই তুমি এই ছোটটা দিয়েই কাটবে।

-আমি বড় হলে কি আমার জন্য একটা বড়ছুরি হবে?

-হ্যাঁ। তুমি যখন আমার মতো বড় হবে, তখন তোমার জন্য একটা ইয়া বড়ছুরি হবে। সেটা দিয়ে তুমিও গরু কাটবে।

-কী মজা! কী মজা!

আজ ঈদের দিন। তাই আদনান সকালসকাল উঠে পড়েছে। তার আগেই তাদের বাড়িটা জেগে উঠেছে। সারা বাড়িময় টানা টুংটাং ঠুসঠাস শব্দ। হাসিকাশির শব্দ। লোকজনের পায়ের শব্দ আদনানদের বাড়িটাকে সরগরম ক'রে রেখেছে। পাশের বাড়িগুলোর অবস্থাও তাই। শিশুরা চিৎকারহইচই করছে। কান্নাকাটিও করছে। তারাও বোধকরি আদনানের মতো গরু কাটবে ব'লে, ছুরি চাইছে।

আদনান তার চাচ্চুর ঘরে যায়। চাচ্চু কী যেন করছে।

-চাচ্চু আমার ছুরি কোথায়?

-আছে।

-দাও ওটা।

-এখন না সোনা। প্রথম আমরা মসজিদে যাবো। নামাজ পড়বো। বাড়ি আসবো। তারপর।

-ও আচ্ছা।

-তুমি তোমার ঈদের জামা দেখেছ?

-হ্যাঁ। আম্মু দেখিয়েছে। জানো চাচ্চু, আমার জামা অনেক সুন্দর!

-হ্যাঁ অনেক সুন্দর। আর কী দেখেছো তুমি?

-আর জুতো।

-হ্যাঁ। সেটা আমি তোমার জন্য কিনেছি।

-হ্যাঁ। চাচ্চু তুমি অনেক ভালো!

-তুমিও অনেক ভালো সোনা! তা কেউ কিছু দিলে কী বলতে হয়?

-থ্যাংকু।

-হ্যাঁ আমাদের আদনানসোনা! তুমি অনেক লক্ষ্মী! তুমি অনেক বড় হও, এই দোয়া করি।

-তোমাকে আবার থ্যাংকু চাচ্চু!

-কেন? আবার থ্যাংকু কেন?

-ওই যে তুমি আমার জন্য ছুরি কিনে এনেছ!

-ও তাই?

-হ্যাঁ তোমাকে অনেক থ্যাংকু।

-তোমাকেও অনেকে থ্যাংকু আদনানসোনা!

আদনান তার চাচ্চুর দাদুর ও আব্বুর সাথে মসজিদে গেল। পরনে তার নতুন জামা। পায়ে নতুন জুতোমোজা। মাথায় একটা নতুন টুপিও! বাড়ির সকলের চেয়ে তাকেই বেশি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে! সবাই তাকে দেখে খুব খুশি হল। দাদি আম্মু রিমি ফুপি মাথায় হাত রেখে আদর করল তাকে। গালে চুমু দিলো।

মসজিদে যেয়ে আদনান তার মত বয়সী অনেক শিশুকে দেখেছে। তাদের পরনেও ঝলমলে নতুন জামা মাথায় টুপি। পায়ে রঙিন জুতো সে কয়েকজনকে চিনতেও পেরেছে। কারও কারও সাথে তার কথাও হয়েছে। তারাও তার সাথে হাত মিলিয়ে 'ঈদ মোবারক' বলেছে। সেও তাদের সাথে খিলখিল ক'রে হেসেছে। এত কিছু ছাপিয়েও একটি বিষয় তাকে আরও বেশি আনন্দিত ক'রে রেখেছে। আর তা হল, তার একটা নতুনছুরি হয়েছে। আর সেটা দিয়ে সে তার চাচ্চুর মতো বাড়ির ওই অতিথি মাসুমকে কোরবানি দেবে। তাই সে তার পরিচিত বন্ধুদের বলেছে, জানো। আমার চাচ্চু অনেক ভালো। সে আমার জন্য একটা নতুন ছোটছুরি কিনে এনেছে। আমি তো ছোট তাই। সেটা দিয়ে আজ আমি আমাদের মাসুমকে কোরবানি দেব।

শুনে আদনানের বন্ধুরা তেমন খুশি হতে পারেনি। তাদের নতুন ছুরি হয়নি। তারা আদনানের মতো কোরবানি দিতে পারবে না! তাদের কেহ কেহ বলল, তারাও আদনানের মত কোরবানি দিতে চায়। তারা বাড়িতে যেয়ে বলবে আদনানের কথা। ছুরি হয়েছে ব'লে এই কোরবানি ঈদে আদনান অনেক খুশি হয়েছে। আদনানের মতো তারাও খুশি হতে চায়।

ঈদের জামাত শেষে চাচ্চুর হাত ধ'রেই আদনান মসজিদ থেকে বাড়ির পথ ধরল। তার অনেক তাড়া। যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়। বাড়ি গিয়েই সে তার ছুরিটা নেবে।

বাড়ি যেয়ে আদনান দেখে বেচারা মাসুম আমগাছের নিচে সেই আগের মত দাঁড়িয়েই আছে। সে আদনান আর চাচ্চুর দিকে তাকাল। লেজ নেড়ে গায়ের মাছি তাড়াল। আদনান দেখল কালকে যা খাবার সামনে দেয়া হয়েছিল, সেগুলো ওভাবেই প'ড়ে রয়েছে। কিছুই খায়নি মাসুম!

বাড়ি ভরা লোকজন। বাইরে থেকে আরও কয়েকজন এসেছে। আদনান তাদের চেনে না। তারা ব্যাগ ভ'রে ছুরিচাপাতি এনেছে। বারান্দায় ব'সে আব্বু আর দাদুর সাথে তারা কথা বলল। চা খেল। সেমাই আর মিষ্টি খেল। তারপর তারা একে একে বাইরে আমগাছতলায় গেল। আদনান তার চাচ্চুর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। চাচ্চু অনেক ব্যস্ত। মোবাইলে কার সাথে কথা বলছে। আর এটা সেটা করছে। থামছেই না!

-আমার ছুরিটা দাও চাচ্চু। আমিও সেখানে যাবো।

চাচ্চুর কাছে নতুন ছুরিটা চাইল আদনান।

-একটু পরে সোনা। তারা আগে গরুটাকে শোয়াবে...।

- তুমি ওকে গরু বলছ কেন?

-আচ্ছা সোনা। ওকে আমি মাসুম বলব।

-ওরা মাসুমকে শোয়াবে কেন? তারা কীভাবে শোয়াবে?

-দড়ি দিয়ে বেঁধে, বাঁশ দিয়ে মাসুমকে শোয়াবে। তারপর আল্লাহু আকবার ব'লে ওর গলা কাটবে।

-আমিও আমার নতুনছুরি দিয়ে গলা কাটবো।

-হ্যাঁ সোনা। তুমি ওখানে যেয়ে দাদুর হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখ। আমি আসছি।

আদনান দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে দেখল তার দাদু ও আব্বু গরুটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে দাদুর হাত ধরে দাঁড়ালো।

অপরিচিত লোকেরা মাসুমের কাছে গেল। আদনান দেখল, মাসুমকে কী জোর জবরদস্তি ক'রে মাটিতে শোয়ানো হল! ওর চার পা দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর বাঁশ আড়াআড়ি ক'রে, লোকেরা সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। ইস! বেচারা মাসুমের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে! গলায় কেমন গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে! আর মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসছে। দেখে আদনানের অনেক কষ্ট হল। দু'চোখ বন্ধ ক'রে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

-দেখ দেখ দাদু! এখন কোরবানি হচ্ছে। আল্লাহু আকবর! তুমিও বল আল্লাহু আকবর।

দাদুর সাথে আদনানও 'আল্লাহু আকবর' বলল।

আদনান দেখল লোকগুলোর কেউ গরুটার মাথা শক্ত করে ধরেছে। একজন 'আল্লাহু আকবর' বলে বড় ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলল। কাটাগলা থেকে ফিনকি দিয়ে লালরক্ত বেরিয়ে আসছে। সেই রক্ত ছিটকে লোকগুলোর গায়ে এসে লেগে যাচ্ছে! আর গরুটার রক্তাক্ত শরীর ছটফট করছে! সে তার পাগুলো ছুঁড়তে চাইছে। তাজা লালরক্তে পুরো আমগাছতলা রঙিন হয়ে উঠেছে! বেচারা গরুটার কষ্ট দেখে আদনানের বুকটা দুরুদুরু করছে! তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আদনান দেখল চাচ্চু ও তার ছুরি হাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকগুলো গরুটার গায়ের চামড়া কেটে নিচ্ছে। ওরা খুব তাড়াহুড়া করছে। ঝটপট চামড়া আলাদা করে ফেলল ওরা। রক্তাক্ত চামড়াটা বাইরের টেবিলের উপর রেখে দিলো। তারপর তারা ছুরিতে ছুরি ঘ'ষে ধার দিল। বেচারা গরুটার চামড়াবিহীন শরীরে চকচকে ধারালছুরি চালাল। তার পেট কাটল। পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, হাত দিয়ে সবই টেনে আনল। আদনান আগে কখনও সরাসরি গরু কোরবানি হতে দেখেনি। এবারই প্রথম!

দেখতে দেখতেই গরুটার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! তার মাথাটা, পাগুলো, শরীরের বাদবাকি অংশ সবই আলাদা হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল! আমগাছতলায় বড়বড় প্লাস্টিক বিছানো হল। সবগুলো টুকরো সেখানে রাখা হল। আব্বু চাচ্চুও হাত চালাল। আদনান দেখল, চাচ্চু ও লোকগুলোর মত বসে গরু কাটতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে তার গায়ের জামা ও ওই লোকগুলোর জামার মত রক্তলাল হয়ে উঠেছে।

-দাদু আমিও গরুটাকে কাটবো তো!

আদনান তার দাদুর হাত ধ'রে টানতে থাকে।

-হ্যাঁ দাদু তুমিও কাটবে।

-তো আমার ছুরি দাও। ওরা কে দাদু?

-ওরা কসাই।

-ওরা কসাই কেন?

-ওরা গরু খাসি জবাই দেয়। এ জন্যই ওরা কসাই।

-আমিও ওদের মত কসাই হব।

-আগে তুমি বড় হও। লেখাপড়া কর।

-কসাই হতে লেখাপড়া লাগে বুঝি?

- না দাদু। কসাই নয়! লেখাপড়া ক'রে তুমি হবে বিরাট বড় ডাক্তার।

- হ্যাঁ দাদু। আমি ডাক্তার হবো।

দাদুর হাত ছেড়ে আদনান ছুটে যায় চাচ্চুর কাছে।

-চাচ্চু, তোমার মত আমার জামায় রক্ত নেই কেন?

-আমি তো গরু কাটছি তাই।

-আমিও তোমার মত গরু কাটবো। আর আমার জামায় অনেক রক্ত হবে।

-এই নাও তোমার ছুরি!

চাচ্চু আদনানের হাতে ছোট ছুরিটা ধরিয়ে দিল।

-এসো তুমি মাসুমের কাছে।

আদনান স্থির দাঁড়িয়ে।

-না চাচ্চু! আমি মাসুমকে কাটবো না! আমার খুব কান্না পাচ্ছে!

-ঠিক আছে সোনা। তোমার ছুরিটা আমাকে দাও। তুমি দাঁড়িয়ে দেখ।

দাদু তাঁর লম্বা মেহেদিরঙিন দাঁড়িতে হাত বুলালেন। তিনি আদনানকে কাছে টেনে নিলেন।

-আমার দাদু ডাক্তার হবে, তাইনা দাদু?

রফিক নিজের হাত দিয়ে আদনানের জামায় কিছুটা রক্ত লাগিয়ে দিল।

-না চাচ্চু! রক্ত আমার ভালো লাগে না!

দাদু বললেন, দাদু, বলো ঈদ মোবারক! এবার একটু হাসো! দেখ সকলেই হাসছে।

চাচ্চু তার হাতের ছুরি উঁচু ক'রে 'ঈদ মোবারক' ব'লে চিৎকার ক'রে ওঠে। আদনান তার দু'হাত উঁচু ক'রে চাচ্চুর মত 'ঈদ মোবারক' ব'লে।

মাসুমকে কাটায় ব্যস্ত কসাইরা আদনানের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল, 'ঈদ মোবারক!'

ততক্ষণে আদনানদের বাড়িতে এ্যামপ্লিফায়ারে তুমুল শব্দ ক'রে 'কোরবানি কোরবানি কোরবানি...' চটুল গান বেজে ওঠে।

গ্রন্থালোচনা

পৃষ্ঠার বাইরে: মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের জলোচ্ছ্বাস

সৈয়দ নূরুল আলম

'পৃষ্ঠার বাইরে' একটি অসাধারণ গল্পের বই। অসাধারণ এ কারণে, গল্পগুলোর উপস্থাপন ভিন্নতর,অন্য পাঁচটি গল্প থেকে আলাদা। গল্পের চরিত্র তৈরির থেকে, চরিত্রের মনোবিশ্লেষনের প্রচেষ্টা বেশি।

বইটির লেখক এইচ বি রিতা। তিনি নিজে সাংবাদিক এবং শিক্ষক। শিশুদের পড়ান, শিশুদের মন নিয়ে তাঁর কাজ। যে কারণে তাঁর লেখায় মনের কারুকাজ, মনের ভাঙাগড়া স্থান পাবে এটাই স্বাভাবিক।

১৪টি ছোটগল্প নিয়ে এইচ বি রিতা'র বই 'পৃষ্ঠার বাইরে।' বইমেলা ২০২৪ এ, বইটি প্রকাশ করেছে ঘাসফুল প্রকাশনী, নান্দনিক প্রচ্ছদ করেছেন শামীম আরেফীন।

গ্রন্থের গল্পক্রম- মেয়েটাকে বাঁচাও- সে পুড়ে যাচ্ছে, মিলেনা ফেইস মগ, আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছি, আই এ্যাম লুজিং ইট, মুড সুইং যখন হ্যাপি গুড নাইট, ইটস ওভার, তার আজ বিরতি দরকার, কী হবে, ক্ষত, বিস্ফোরণ, অচিন্ত্য ঘুমিয়ে পড়েছে, রাভেনউড ম্যানরে একদিন, ক্ষয়ে যাওয়া স্মৃতিতে আব্দুল মুতালিব ও শেষ ডায়েরি।

গল্পের শিরোনামে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, গল্পের বিষয়ে, রঙে, স্বাদেও তেমন আলাদা একটা

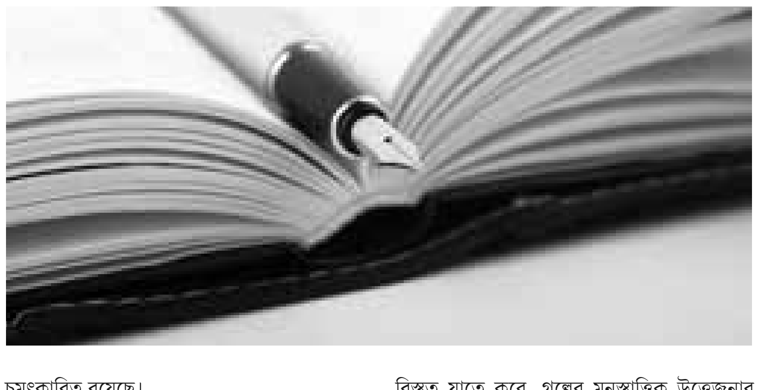

চমৎকারিত্ব রয়েছে।

এইচ বি রিতা তাঁর সুনিপুণ দক্ষতায় লেখা গল্পগুলো নিঃসন্দেহে পাঠকদের ভালো লাগবে। গল্পগুলো অনেকের কাছে প্রথম পর্যায়ে সাধারণ মনে হতে পারে কিন্তু পড়া শেষে মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে যায়, যা পাঠককে ভাবতে শেখায়, জীবনবোধ তৈরি করতে শেখায়। একারণে বলা যায় এইচ বি রিতা শুধু লেখার জন্য লেখেন না, পাঠককে কিছু দিতে চান,বোধ তৈরি করতে চান।

প্রতিটি গল্পের চরিত্র, ঘটনা, দ্বন্দ্ব এমন ভাবে বিস্তৃত যাতে করে, গল্পের মনস্তাত্ত্বিক উত্তেজনার সূক্ষ্ম লক্ষণগুলি একে একে আবির্ভূত হতে থাকে এবং একজন পাঠককে গল্পের আরও গভীরে ঢুকতে সুযোগ করে দেয়।

'পৃষ্ঠার বাইরে' বইটির প্রথম গল্প "মেয়েটাকে বাঁচাও-সে পুড়ে যাচ্ছে"। গল্পে দুটো মাত্র চরিত্র , সালমা বেগম এবং তার মেয়ে মারিয়া। ছোট শিশু মারিয়া, সে মিথ্যা গল্প বলতে পছন্দ করে, যা নিয়ে চিন্তিত তার মা সালমা বেগম। একদিন মারিয়া বার বার মাকে টেক্স করে, তাদের বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। কিন্তু মারিয়ার এমন বহু মিথ্যা গল্প সাজানোর কারণে হতাশ বিক্ষুব্ধ সালমা বেগম তার ফোনের মেসেজটা ইচ্ছে করে দেখেন না। সেদিন বিল্ডিংয়ে সত্যিই আগুল লাগে এবং তার মেয়ে সে আগুনে আটকে থাকে । গল্পটিতে একটি শিক্ষণীয় বার্তা- মজা করেও কখনো মিথ্যা বলতে নেই। একই সাথে সেই পুরনো রাখাল ও বাঘের গল্পটার কথা মনে পড়ে যাবে পাঠকদের।

'কী হবে' গল্পে দৈনন্দিন জীবনের কিছু মানসিক সঙ্কটের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ভয়, হতাশা, উদ্বেগ এসবই আমাদের জীবনের সাথে জড়িত, তবে সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পরিবারের সাহায্যের দরকার হয়। এ বিষয় নিয়ে আলোচিত গল্পটি। প্রচণ্ড ভয় নিয়ে বাস করা সামিরা 'কী হবে', গল্পের মূল চরিত্র। ক্ষণে ক্ষণে তার মনে ভয় জাগ্রত হয়, আত্মবিশ্বাস কমে যায়। সামিরার কলেজের গ্যালারিতে তার দুর্দান্ত একটি চিত্র প্রদর্শিত হবে। কিন্তু সে অস্থির হচ্ছে,উত্তেজনা, ভয় তাকে ঘিরে ফেলছে। বার বার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, "যদি চিত্রটি উপস্থাপন করতে না পারি তবে কী হবে?" আজকাল সামিরা ডোর বেল বাজলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ নিয়ে তার পিতা আবদুল লতিফ মর্মপীড়নে পড়েন।

লেখক এইচ বি রিতা সেই ভয়ের কারণই খুব দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন। গল্পে সামিরা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বির দ্বন্দ্ব যা তাকে সামনে বাড়তে বাধাগ্রস্ত করছিল। এ সময় তার পাশে সহায়ক হয়ে এসে দাঁড়ায় তাঁর বাবা আবদুল লতিফ।

এইচ বি রিতার প্রতিটি গল্পই দুই-আড়াই পৃষ্ঠার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থে ছোট হলেও গল্পের অনুরণন বেশ বড়। ভাবনার জাল বিস্তৃত। এটাই তাঁর গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

জীবনে প্রেম, বিরহ, ভাঙ্গনের উত্থান পতন থাকবে এটাই স্বাভাবিক । এসব সম্পর্কের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে যখন কেউ হুট করেই বিরতি চায় এবং একসময় ধরা পড়ে এ বিরতি কেবল বিরতি নয় বরং সম্পর্ক শেষ করার এক অজুহাত, তখন মনের অবস্থা কী হয়। কেউ হয়ত হতাশায় নিমজ্জিত হতে হতে হেরে যায় আবার কেউ হয়ত সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শেখে। এধরনের একটি গল্প 'তার আজ বিরতি দরকার '।

এইচ বি রিতার গল্পের চরিত্রগুলো খুব কাছ থেকে নেয়া এবং দেখা। মনে হবে আমার কথা, আমার পরিবারের কথা। শব্দের বুনন সহজ-সরল-সজল।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সে কথা দিয়ে শেষ করতে চাই- এইচ বি রিতার গল্প, অন্য পাঁচজন লেখকের গল্প থেকে আলাদা। অনন্য।

লেখকের জন্য শুভকামনা।

শ্রমিক দিবস সংখ্যা

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, 'শ্রম হল পুঁজির চেয়ে উচ্চতর এবং অনেক বেশি বিবেচনার দাবি রাখে-এমন কিছু।' মে মাসের ১ তারিখ, দিনটি খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে রক্তঝরা সংগ্রামের দিন। এ দিনটি ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য একটি গৌরবময় দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা তাদের বুকের রক্ত ঝরিয়ে অতি নগন্য মজুরিতে সপ্তাহে ৬ দিন গড়ে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা কাজ করার বদলে ৮ ঘন্টা দৈনিক মজুরিতে কাজ করার অধিকার আদায় করেছিলেন। ওইদিন তাদের আত্মদানের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমেরিকা ও কানাডাতে অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম দিবস পালিত হয়। মহান মে দিবসের ইতিহাসকে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা কতটা তারা ভোগ করতে পারছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবু প্রতি বছর ইতিহাসের সেই দিনটির কথা আমাদের স্মরণ করতেই হয়, সম্মান জানাতে হয় তাদের যাদের জোরালো কণ্ঠ আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে দৈনিক ৮ ঘন্টা মজুরিতে কাজ করার অধিকার আদায় হয়েছিল। আজ, তাদের স্মরণে উত্তরের সাহিত্য পাতাটি সাজানো হয়েছে ভিন্ন এক আমেজে। আটজন শিশুদের হাতে আঁকা শ্রমিকদের শৈল্পিকচিত্রে 'শ্রমিক দিবস' সংখ্যাটি সাজানোর কারণ হলো-বিশ্বের সকল স্তরের শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং এই শিশুদের মধ্যে শ্রম ও শ্রমিকদের নিয়ে কিছুটা ধারণা বিতরণ করা। সেই সাথে আমাদের শিশুদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করা। শ্রমিক দিবস নিয়ে শিশুদের এই চিত্র অঙ্কনের পেছনে যে সকল বাবা-মা তাদের উৎসাহিত করেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রমিক দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে- **এইচ বি রিতা**

আদর আহনাফ বর্ণ

দশ বছর বয়সী বর্ণ 'পি এস ১২১ (Gifted and Talented Program)' তে ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা আবদুল বাতেন এবং মা রিনা পারভীন। বর্ণের একটি ছোট ভাই রয়েছে পরিবারে। শ্রমিক দিবস নিয়ে বর্ণ এঁকেছে তিনটি ছবি। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুই হাত ধরে আছে গোলাকার পৃথিবী, পৃথিবীর উপরের অংশে একটি হ্যাট, তারউপর অপেন এন্ডেড স্প্যানার, ব্রাশ, শাবল। পৃথিবী যেন দুই হাত মেলে স্বাগত জানাচ্ছে সকল প্রকার শ্রমিকদের। দ্বিতীয় ছবিটাতে একটি হাতুড়ি, এর শেষাংশ ধরে রেখেছে একটি পেন্সিল। তারউপর হাঁটছে একটি লোক বস্তা কাঁধে, তার হাতে একটি বই। শিক্ষা আর দরিদ্রতার মধ্যে এক দ্বন্ধ, তবু খেটে খাওয়া মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় ছবিটি ধরে রেখেছে শ্রমিকের শক্তি শক্ত হাতে, কাঁধে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন শহরের বিল্ডিংগুলোর উপর, যে শহর গড়ে তোলতে এই শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

বর্ণ চার বছর বয়স থেকে ছবি আঁকে। ফেসবুকে মোটামোটি সবাই তার অঙ্কন সম্পর্কে অবগত। বর্ণ সব ধরনের ছবি আঁকতে পছন্দ করে। তার একটি ফেসবুক পেইজও রয়েছে যেখানে সে নিয়মিত অঙ্কন পোস্ট করে। শ্রমিকদের নিয়ে এই ছবিটি সম্পর্কে বর্ণ বলে, 'সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকেরই সমান প্রাপ্য। আমি সব কাজকে মূল্যায়ন করি। তারাই আমাদের শক্তি।'

নওরোজ সাফায়েত মজুমদার

বয়স ১৬ হলেও নওরোজ আমাদের আরেকটি শিশু। নওরোজ The Felician School For Exceptional Children এ দশম শ্রেণিতে পড়ে। বাবার নাম সাফায়েত উল্লাহ মজুমদার, মা কুলসুম আক্তার সুমী। নবনীতা সাফায়েত দ্বিমিত্রা নামে বড় এক বোন আছে তার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বোন বিশেষ করে ছুটিতে এলে ব্যস্ত রাখার জন্যই নওরোজকে দিয়ে ছবি আঁকায়। নওরোজ স্কুলেও নানা সময়ে অনেক ছবি আঁকে। মাঝেমাঝে সেসব ছবি বাসায় নিয়ে আসে নওরোজ। শান্ত স্বভাবের নওরোজকে শ্রমিক দিবসের জন্য একটি ছবি আঁকতে অনুরোধ করি। তার মা সুমী, শ্রমিক দিবস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয় নওরোজকে। তারপর কিছু ছবি দেখায়। ব্যাখ্যা করে কোন জিনিস দিয়ে শ্রমিকরা কি কাজ করে। নওরোজ বোঝার চেষ্টা করে। ওকে দু'টো ছবি আঁকতে দেয় তার মা। সাথে পেন্সিল, রং তুলি। নওরোজ দু'টো ছবি আঁকে এবং রং করে। একটি ছবিতে দেখা যায়, একটি হ্যাট। আরেকটি ছবিতে হাতুড়ি আর অপেন এন্ডেড স্প্যানার। নওরোজ এখন জানে এগুলি কে ব্যবহার করে এবং কেন করে। নওরোজকে শিশু বলার কারণ, সে অটিজম নিয়ে বাস করছে। অথচ কত নিঁপুনতার সাথে সে মায়ের নির্দেশনা অনুসরণ করেছে-তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্য বাচ্চাদের তুলনায় হয়তো তার একটু বেশি গাইডেন্স দরকার হয়েছে, একটু বাড়তি সময়ের দরকার হয়েছে, কিন্তু নওরোজ অন্যদের মতো শ্রমিক দিবস এর জন্য চমৎকার একটা অঙ্কন আমাদের উপহার দিয়েছে।

পাললিক প্রান্তী

দশ বছরের পাললিক প্রান্তী, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। থাকে ভার্জিনিয়া। প্রান্তীর মা দীনা ফেরদৌস এবং বাবা মাহবুব লীলেন। শ্রমিক দিবস নিয়ে একটি ছবি এঁকেছে প্রান্তী খুশী মনে। তার চিত্রটিতে দেখা যায়, নীল আকাশের নিচে কয়েকটি ঘর। তারই একপাশে এক নারী মাথায় কিছু বহন করছে। মাথার ওজন আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। আরেক কোণে একটি গাছের তলে এক নারী হাতুরি হাতে ইট ভাঙ্গছে। নিম্মবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং এই বোঝা যে কতটা কঠিন-তা আমরা দেখতে পাই ছোট শিশু প্রান্তীর রং তুলিতে।

প্রান্তী কিন্ডারগার্টেন থেকে ছবি আঁকে। সে সময় প্রান্তী এক্সটেনডেড ডে কেয়ারে ছিল। ওখানে ছবি আঁকানো হতো বাচ্চাদের দিয়ে। বাসায় এসে নিজে নিজে ছবি আঁকার প্রাক্টিস করত প্রান্তী। সময় পেলে তার মা সাহায্য করতো। তখন তিনি চাকরি করতেন। শিক্ষকরা প্রান্তীর ছবি আঁকা দেখে খুব খুশি হতো, তাই তার মা আরো উৎসাহ দিত। প্রান্তীর মা দীনা ফেসদৌস বলেন, অনেকদিন ধরে ছবি আঁকা হয় না প্রান্তীর, কারণ এখন সে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, মঞ্চ নাটক, ভায়োলিন বাজানো ও কোরাস গানের উপর। গত ৬ই এপ্রিল, ব্যারোনিকা নামে একটা বিশেষ চরিত্রে "দ্যা ক্লো" নামক ১ ঘন্টার মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছে প্রান্তী। তাছাড়া স্কুলে সে গার্লস স্কাউট এর সাথেও যুক্ত। আর সে স্কুল পেট্রল ডিউটি দেয় প্রতিদিন।

আয়মান বিনতে জাহিদ কাওসার

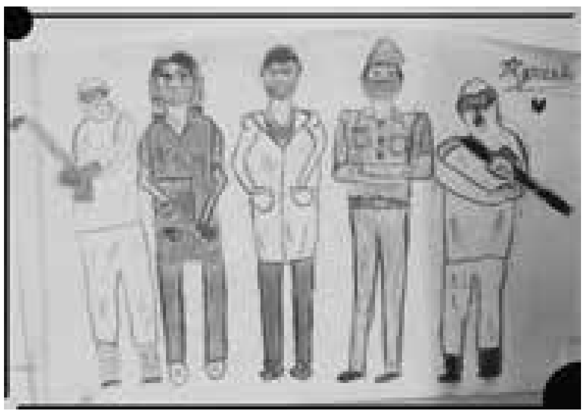

বয়স নয়। বাংলাদেশের গোলগোথা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বাবা-এডভোকেট জাহিদ কাওছার। মা-আফসিয়া নিগার মিঠী। চার বছর বয়স থেকে সে ছবি আঁকতে শুরু করে। শ্রমিক দিবস নিয়ে আয়মান তার নিজ পছন্দের অঙ্কনটি এ সংখ্যার জন্য পাঠিয়েছি। তার আঁকা ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই, একজন পুলিশ, একজন ডাক্তার, একজন শিক্ষক, ফুড-ডেলেভারিম্যান এবং হাজমত কর্মী রয়েছে। তাদের পেশা কি এবং কেন এই ছবিটি আঁকা হলো, জানতে চাওয়া হলে আয়মান বলে, 'তাদের সবার পেশা একই, আমাদেরকে যত্ন করা। ছবির প্রতিটি মানুষ পরিশ্রমী। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে। কিন্তু এর পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের সেবা করার জন্য তারা তাদের রক্ত, ঘাম এবং চোখের জল ফেলে। অতএব, প্রতিটি পেশা সমান এবং সবাইকে সমানভাবে প্রশংসা করা উচিত।'

যায়ান সাদিক

নিউজার্সির ম্যাককিনলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। যায়ানের বাবা সায়ান সাদিক এবং মা রোকেয়া দীপা। যায়ান দুই বছর বয়স থেকে পেন্সিল ও রং তুলিতে আঁকা শুরু করে। শ্রমিক দিবস নিয়ে যায়ানের কাছে একটি ছবি চাইলে, সে খুব সিরিয়াস হয়ে উঠে। স্কুলের পড়া শেষ করেই দ্রুত আঁকতে বসে যায়। তার আঁকা ছবিতে দেখা যায়, ভাঙ্গা ইটের স্তুপের উপর একটি ছোট বাচ্চা হাতুরি দিয়ে ইট ভাঙ্গছে। তার গা খালি, হাফ প্যান্ট পরা। মাথার উপর এবং ডানে ছাতা রয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে সোনালি, হলুদ, কিছুটা কমলা রং যা দুপুরের তীব্র রোদকে রিপ্রেজেন্ট করে। এই অঙ্কনে আমরা শিশুশ্রম সম্পর্কে ধারণা পাই। অঙ্কনে ছাতার ব্যবহার নিয়ে জায়ান বলে, 'বাইরের আবহাওয়া খুব খারাপ। অনেক গরম। ছাতাগুলি ওকে নিরাপদ রাখতে পারছে না। ও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওর কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে।' শিশুশ্রমের ধারণাটি কীভাবে মাথায় এলো, জানতে চাওয়া হলে যায়ান বলে, 'আমি গুগল সার্চ করে শিশুশ্রম নিয়ে জেনেছি। আগে জানতাম না। অনেক শিশুরা স্কুলে না গিয়ে কাজ করে, এখন জেনেছি। এই বয়স কাজ করার জন্য নয়, স্কুলে যাওয়ার জন্য। শিশুশ্রম রিয়্যালি স্যাড এন্ড আনহেল্‌দি।'

ফারিহা আফরিন রাইসা

বাংলাদেশ বসবাস করছে। তার পরিবারে বাবা, মা ও এক ভাই আছে। রাইসার মা ফারজানা ইয়াসমিন। রাইসার বয়স পাঁচ বছর। গ্লোরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ -এ নার্সারিতে পড়ে। রাইসার মা জানান, চার বছর বয়স থেকে রাইসা ছবি আঁকা শুরু করেছে। শ্রমিক দিবস নিয়ে তার অঙ্কনটি বয়স অনুপাতে দুর্দান্ত ভাবনার প্রতিফলন। ছবিতে দেখা যায় দুটো শিশুর একজন মাথায় বাঁশের টুকরি এবং আরেকজন হাতে হাতুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছবিটি নিয়ে ছোট্ট রাইসা জানায়, 'ছোট ছোট বাচ্চারা কাজ করছে টাকা রোজগারের জন্য। এজন্য এঁকেছি।' পাঁচ বছর বয়সের একটি শিশুর ভাবনা, অবাক করার মতো। সে এ বয়সেই শ্রম ও শ্রমিকদের জানতে শুরু করেছে। রাইসার মা বলেন, 'আমি অবাক হয়েছি মেয়ের ভাবনার প্রসার জেনে।'

চারুলতা

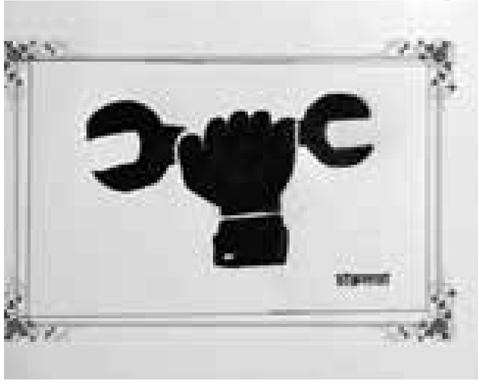

দশ বছর বয়সী চারুলতা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। চারুলতা নিউইয়র্ক সিটির টেলফর্ড লওন এলেমেন্টারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। চারুলতার মা তামান্না গাজী এবং বাবা আদনান সৈয়দ। শ্রমিক দিবস নিয়ে চারুলতা এঁকেছে কালো রঙে ছবিটি। ছবিতে দেখা যায়, একটি হাত শক্ত করে ধরে আছে ডবল অপেন এন্ডেড স্প্যানারটি। ওপেন-এন্ডেড স্প্যানারটিতে দুটো U- আকৃতির প্রান্ত রয়েছে, যা বিভিন্ন আকারের বোল্ট এবং ফিক্সিংগুলিকে আঁকড়ে ধরে সেগুলিকে আঁটসাঁট এবং আন-টাইট করার জন্য বযবহার করা হয়। ওপেন-এন্ডেড স্প্যানার বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয় যেমন বাড়ি, ওয়ার্কশপ, শিল্প এবং গ্যারেজ যেখানে যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ করা হয়। অঙ্কনটি সম্পর্কে চারুলতা বলে, 'কঠিন কাজে মানুষ এটি ব্যবহার করে।'

এ বছরের শুরুতে নিউ ইয়র্কের 'দ্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট'-এ চারুলতার আঁকা একটি ছবি তাদের গ্যালারির জন্য চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ওর আরেকটি ছবিও এ বছর কুইন্স মিউজিয়াম নির্বাচন করেছে। চারুর স্কুল থেকে জানিয়েছে মে মাস থেকে কুইন্স মিউজিয়াম এবং জুন মাস থেকে দ্য ম্যাট(মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট) প্রদর্শনীর জন্য স্থান পাবে। প্রদর্শনীর ছবিগুলো চারুলতা এঁকেছে চারকোল অর্থাৎ কয়লা দিয়ে।

আওসাফ যাইন

শ্রমিক দিবসের আরো একটি ছবি এঁকেছে ছয় বছর বয়সী আওসাফ যাইন। সে ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। বাবা আসাদ রাসেল এবং মা জিনাত রেহানা। যাইন চার বছর বয়স থেকে ছবি আঁকে। তার আঁকা ছবি ও গল্প একধিক জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ইতোমধ্যে। ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই, নীল ও সবুজ রঙের গোলাকার পৃথিবীর উপরিভাগের চারপাশে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি-হাতুড়ি, অপেন এন্ডেড স্প্যানার, করাত, ব্রাশ, শাবল। সবুজ ও নীল-রঙ দুটো জীবনের ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখ, লড়াই-স্বাচ্ছন্দ কিংবা সফলতা-ব্যর্থতার প্রতীক হতে পারে। যন্ত্রপাতিগুলোতেও রয়েছে লাল, কমলা, হলুদ, ছাই ও কালো রঙ যা শক্তির প্রতীক। ছবিটি নিয়ে যাইন বলে, 'কুলি, মজুর,কামার , কুমার সহ নানা শ্রমিকরাই আমাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেন। ছবিতে আমি সেটাই তুলে ধরতে চেয়েছি।'

A BIOSKOPE FILMS USA CANADA DISTRIBUTION
দেয়ালের দেশ
A FILM BY MISHUK MONI
IN THEATERS
FRIDAY MAY 17th
SARIFUL RAZZ
SHABNAM BUBLY
KEW GRADEN CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD.,
KEW GARDENS, QUEENS, NEW YORK.
New Theatre Venue
METRO CINEMA

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
WORK
AT HOME
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
2 May 2024, Thursday, Issue 372
২ মে ২০২৪, ১৯ বৈশাখ ১৪৩১, ২৩ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে আমেরিকায় পাড়ি জমান ব্যবসায়ী ইফতেখার

মনজুরুল হক

বাংলাদেশে কম্প্রেহেনসিভ মোটর্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন ইফতেখার আহমেদ। বাইরের দেশ থেকে লিফট ও ছোট মিনি পিকআপ আমদানি করতেন। বাংলাদেশে ব্যবসায় সফলতাও লাভ করেন। কিন্তু এ সফলতার পরেও তার মনে নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে ২০১৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতায়। নিজেদের সন্তানদের নিয়ে অস্থিরতায় ভুগেন তিনি। আর এই অস্থিরতায় তাকে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে বাধ্য করে। বর্তমানে আমেরিকায় একজন সফল ব্যবসায়ী। ক্যাপটর ইউএসএ কোম্পানীর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার।

সেই সময়ের বাংলাদেশের স্মৃতি নিয়ে ইফতেখার আহমেদ বলেন, ২০১৫ সালে আমার মা আমার সাথে থাকতো। আমি তখন ধানমন্ডিতে থাকতাম। ধানমন্ডিতে আমি কম্প্রেহেনসিভ মোটরসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলাম আমি বাইরে থেকে লিফট ইমফোর্ট করতাম। সাথে ছোট ছোট মিনি পিকআপ ইমপোর্ট করতাম। ২০১৩ সালে স্কুলে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে আমার ছেলে মেয়েরা। তখন হরতাল, মারামারি, রাজনীতিক অস্থিরতা চলছিল দেশে। দেশের বাচ্ছাদের পড়ালেখার অনেক সমস্যা হচ্ছিল। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রতিদিনই পরীক্ষা বাতিল করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তখন আমি চিন্তা করলাম আমার সন্তানদের নিরাপত্তা কোথায়.? আমি টাকা ইনকাম করছি কিন্তু আমার সন্তানদের ভালো শিক্ষা দিতে পারছি না। আমার টাকা ইনভেস্ট করবো কোথায়, পুরো দেশেরই তো নিরাপত্তা নেই। তখন আমার কাছে মনে হলো আমি আর পারছি না। আমি আমার দেশকে দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেই এখানে এডজাস্ট করতে পারছি না। আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছি। বহু দেশে আমি ট্রেনিং নিয়েছি। ঐই সুবাদে অনেক দেশ বিদেশ ঘোরঘুরি হয়েছে। তখন আমি চিন্তা করলাম তাদেরকে নিয়ে

ইফতেখার আহমেদ

আমেরিকা চলে আসার।

বর্তমান আমেরিকার ব্যবসা নিয়ে তিনি বলেন, এখন যুক্তরাষ্ট্রে আমার হোম কেয়ারের ব্যবসা রয়েছে। আমার তিনটা অফিস রয়েছে। নিউইয়র্কে, বাফেলোতে এবং নিউ জার্সিতে। ভবিষ্যতে প্যানসেলভেনিয়া, ভার্জিনিয়াতেও অফিস করার চিন্তা করেছি। আমি এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৭৫ জনের মত স্টাফকে বেতন দিচ্ছি। আমি ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের সাথে আমার লাইসেন্স নেয়া আছে। আমার এখানে অনেক বাঙালী কমিউনিটির অনেকেই আছে। যারা ইতিমধ্যে লাভবানও হয়েছে।

দেশের সামাজিক কাজেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছেন আমেরিকার বসবাসকারী বাংলাদেশী ইফতেখার আহমেদ। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী করোনার সময় চরম অসুস্থ হয়ে যায়। সে সুস্থ হওয়ার পর তার মাধ্যমে আমি একটি চ্যারিটি অর্গানাইজেশন করেছি। নাম হাত বাড়িয়ে দাও। এর মাধ্যমে ঢাকার শ্যামলিতে একটি এতিমখানা আছে। এখানে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ এতিম ছেলে আছে। তাদের প্রায় সকল খরচ আমি আমেরিকা থেকে পাঠাই। এছাড়া সিলেটের বন্যার জন্য আমি প্রায় ২৫০ পরিবারকে এক মাসের খাবার দিয়েছি হাত বাড়িয়ে দাও অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে। সামনে এটা নিয়ে আরও বড় কিছু করার চিন্তা

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত জয় বাংলা কনসার্ট।

ওরলান্ডোতে 'জয় বাংলা' কনসার্ট অনুষ্ঠিত

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামীলীগ এর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জয় বাংলা কনসার্ট ২৬ এপ্রিল শুক্রবার সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার ওকরীজ হাই স্কুলে সন্ধ্যা ৭.৩০ এ শুরু হয়।

দুই পর্বের অনুষ্ঠানে শারমিন সিরাজ সোনিয়া ও নাজিমউল্লাহ লিটনের পরিচালনায় জয় বাংলা কনসার্ট শুরু হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে।

তারপর শুরুতেই সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী সেলিম ইব্রাহীম, প্রমি তাজ ও রায়ান তাজ। রায়ান ও প্রমির পরিবেশনা ছিল অসাধারন।

জয় বাংলা কনসার্টে ও স্বাধীনতা দিবসের উপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টু। প্রধান অতিথি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিউইয়র্ক বিএনপির ব্যানারে বিতর্কিত ঈদ পুনর্মিলনী

জানেনা নবগঠিত কমিটি

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির আসন্ন কাউন্সিলকে ঘিরে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে এ পুনর্মিলনীর আয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্টের নিউইয়র্কে বিএনপির ব্যানারে আলোচনা সভা ও ঈদ পুনমিলনীর আয়োজন ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তুমুল বিতর্ক। এ ঈদ পুনর্মিলনিও আলোচনা সভা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজন বলে প্রচার চালানো হলেও এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবগত নন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, উত্তর সিটি ও দক্ষিন সিটির সদ্য নির্বাচিত নেতৃবৃন্দও। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ, বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাটের মতো সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্ততা না থাকায় অনুষ্ঠানটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

যুক্তরাষ্ট বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দরা মনে করছেন, আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কাউন্সিল ঘিরে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হাইলাইট করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মূলধারার নেতাদের বাদ দিয়ে এ ধরণের আয়োজন করা হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত নেতৃবৃন্দদের ছাড়া এ ধরনের আয়োজনের জন্য কড়া সমালোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ২৯ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ ঈদ পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয়

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নিউইয়র্কে দুই বাংলাদেশি গুলিতে নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলো শহরে বন্দুকধারীর গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাফেলোর ইস্ট ফেরি ও জেনার স্ট্রিটের ১০০ ব্লকে এ ঘটনা ঘটে। খবর ইয়াহু নিউজের।

নিহত ব্যক্তিদের একজনের নাম বাবুল। ৩৫ বছর বয়সী বাবুলের বাড়ি কুমিল্লায়। বাবুল কয়েক মাস আগে পরিবার নিয়ে ভ্রমণ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়ে আর ফেরত আসেননি।

নিহত আরেকজন আবু সালেহ মো. ইউসুফ। তাঁর বয়স ৫৩ বছর। সিলেটের বাসিন্দা ইউসুফ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। কয়েক মাস আগে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

কমিউনিটি অপ :এড

ইয়র্কবাসীদের জন্য ২০২৫ সালে এক্সক্লুসিভ বাজেট

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দুই বছরেরও বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি লড়াই করেছে। নিউইয়র্ক সিটিতে, কম অফিসে বসবাসের হারের সাথে রাজস্ব বৃদ্ধির ধীরগতি এবং অস্থায়ী ফেডারেল উদ্দীপক তহবিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে নিউইয়র্ক সিটির বাজেটে চাপ পড়েছে। মহামারীটি আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com